যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

অশ্রু দিয়ে লেখা	শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা
পদ্মানদীর ঝড়	শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী	মূল্য ৩-০০ টাকা
যুগের দাবী	শ্রীআনন্দময় বন্দোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা
স্বপ্ন-সমাধি	শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	মূল্য ৩-০০ টাকা
রামায়নের আগে	শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	মূল্য ৩-০০ টাকা
রাণী ভবশঙ্করী	শ্রীগৌড চন্দ্র ভড	মূল্য ৩-০০ টাকা
চন্দ্রাবাঈ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস	মূল্য ৩-০০ টাকা
মানুষের ঠাকুর	শ্রীগৌড়চন্দ্র ভড	মূল্য ৩-০০ টাকা
কয়েদী	শ্রীগৌড়চন্দ্র ভড়	মূল্য ৩-০০ টাকা
রাজা লক্ষ্মণ সেন	শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	মূল্য ৩-০০ টাকা
বাংলার মেয়ে	শ্রীপরেশ নাথ	মূল্য ৩-০০ টাকা
জাগ্রত ভারত	শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী	মূল্য ৩-০০ টাকা
গাঁয়ের বৌ	শ্রীগৌড চন্দ্র ভড়	মূল্য ৩-০০ টাকা
রক্তে রাঙা চম্বল	শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী	মূল্য ৩-০০ টাকা
মায়ের দেশ	শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	মূল্য ৩-০০ টাকা
কবির কল্পনা	শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী	মূল্য ৩-০০ টাকা
মহাসতী সাবিত্রী	শ্রীজীতেন্দ্র নাথ বসাক	মূল্য ৫-০০ টাকা
পাষানের মেয়ে	শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা
মুক্তিপথের যাত্রী	শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী	মূল্য ৩-০০ টাকা
কৈকেয়ী	শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ	মূল্য ৩-০০ টাকা
রূপের বিচার	শ্রীজগদীশ মাইতি	মূল্য ৩-০০ টাকা
রক্তে রাঙামাটি	শ্রীকানাইলাল নাথ	মূল্য ৩-০০ টাকা
অনার্য্য নন্দিনী	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা
বেইমানের দেশ	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা
রাম প্রসাদ	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	মূল্য ৩-০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ রবীন্দ্র সরণী কলিঃ-৬



আমার পথের সাথী দেশের

যাত্রামোদী ভাই ভগ্নীদের

হাতে প্রীতিব নিদর্শন-স্বরূপ

ভুলিয়া দিলাম।

ইতি —

গ্রন্থকার

ভুমিকা

পথের সাথী নাটকটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। এই নাটকের গল্পে আমি প্রমাণ করিতে পারিয়াছি শাস্ত্রবিধি সম্মত হিন্দুবিবাহের আকর্ষনীশক্তি কত প্রবল। অগ্নি নারায়ণ সাক্ষে, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে, স্ত্রী পুরুষের যে বিবাহ সংঘটিত, তাহার বাঁধন অটুট, তাই নাট্য কাহিনীর' নায়ক দুর্য্যোধন রায় দুর্দ্দিনে এক বিপন্ন কন্যাকর্ত্তাকে কন্যাদায় উদ্ধার কবিয়া যদিও ষোল বছর সেই পত্নীর সন্ধান করে নাই; তথাপি প্রাজাপত্য বিবাহের মন্ত্রশক্তি তাঁহাকে রাজ ঐশ্বর্য্যের মোহ ভুলাইয়া পুর্ব্ব পত্নীর সঙ্গে মিলন করাইয়াছিল, এবং তাহার অন্তিম পথের সাথী হইয়া দেশ ও দশকে তার প্রচাব বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রথম বিবাহই সুপবিত্র ধর্ম্ম বন্ধনের প্রতীক। নাটকে অন্যদিকেও দেখাইয়াছি দেশপ্রেম। এবং শয়তান মানুষদের কুটচক্র সরল মানুষদের কতখানি বিপদগ্রস্থ কবিতে পারে, এবং তারই পরিণামে দেশের মাটিতে প্রবল যুদ্ধের অবতাবনায় রক্তস্রোত বয়ে যায়। এই নাটক খানি সুপ্রসিদ্ধ অন্নপূর্ণা অপেরায় সাফল্য মণ্ডিত অভিনয় করায় জনগণের জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তারই কারণে অন্নপূর্ণা অপেরার সত্তাধিকারী, পরিচালকবৃন্দ, এবং শিল্পীবৃন্দেব নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ইতি
বিনীত
গ্রন্থাকার।

পরিচয়

পুরুষ

দুর্য্যোধন রায়	ভোলানগরের রাজা
অংকুর	ঐ পুত্র
অম্বর নাথ	ঐ সেনাপতি
নবারুণ	অম্বরের ভ্রাতা
তিনকড়ি	কুৎসিৎ ভিখারী
সৌমিত্রি	অমরপুরের নবীন রাজা
বলবন্ত	ঐ অস্ত্রাচার্য্য
চারুদত্ত	ঐ মহামন্ত্রী
শিখিধ্বজ	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
করালী প্রসাদ	অমরপুরের প্রজা
ঘেঁটুরাম	ঐ প্রতিবেশী
পুঁটিরাম	কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৃত্য
কীর্ত্তিধর	জনৈক চাষী

বরকর্ত্তা, রক্ষী

স্ত্রী

বিশাখা	দুর্য্যোধনের পত্নী
মন্দার	ঐ কন্যা
মৃণালিনী	করালীর কন্যা
তারাদেবী	সৌমিত্রির মাতা

[অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ]

যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

রামানুজ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার ছায়া-সীতার মঙ্গল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন উর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—লক্ষ্মণের সরযূ প্রয়াণ প্রভৃতি ঘটনাসম্বলিত। মূল্য তিন টাকা।

ভাই ভাই সিরাজউদ্দিন আহম্মদ প্রণীত। নূতন ঐতিহাসিক নাটক। অন্নপূর্ণা অপেরায় যশের সহিত অভিনীত। এর মধ্যে দেখতে পাবেন বেদনূর রাজ্য লক্ষ্য করিয়া পেশোয়া মাধব রাওয়ের সঙ্গে নবাব হায়দার আলীর বিরাটযুদ্ধ বেদনূর রাণীর অসীম সাহসের পরিচয়, রঘুনাথ রাওয়ের ষড়যন্ত্রে মাধবরাওয়ের বন্দিত্ব, নারায়ণ রাওয়ের উপর পীড়ন। রাজ শাসকের অমানুষিক অত্যাচার দস্যুসর্দ্দারের রাজভক্তি ও দেশপ্রেম রাজরাণীর পুত্রবাৎসল্য অন্তর। নবাবী সেনার বেইমানী ও নারী হরণের চেষ্টা, টিপুর মহত্ত্ব মাধব রাওয়ের উদারতা হায়দার আলীর ত্যাগ স্বীকার, ফকীরের আকর্ষণীয় সঙ্গীত। মূল্য তিন টাকা।

যুগান্তর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব কাব্য প্রণীত। শূন্যে নহবৎ বর মণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা—সংসারে আনন্দের হিল্লোল - সেই শান্তির শুভ মুহূর্ত্তে মূক প্রাণীর বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার। কাঞ্চনের মোহে পতি-প্রাণার সতীত্বের গণ্ডী অতিক্রম। সাধুর নির্য্যাতন, মায়ের লাঞ্ছনা। আপাদমস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের বুকের উপর প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা। ধর্ম্মের চরম অবমাননা। আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাব দুর্ভিক্ষ মহা ম [redacted] বিপর্য্যস্ত। মহাভীমান কালির তাণ্ডব নর্ত্তন। সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তে ভারতে শাস্ত্রি অবতার অবতীর্ণ দুর্নীতির বিনাশ—প্রকৃতি স্থির। পাপের পূর্ণ ধ্বংস। বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা। কলির অবসান। মূল্য তিন টাকা।

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। বজ্রপুর অধিপতি বজ্রনাভ কর্ত্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস। যুদ্ধে নারকী শক্তির সাহায্য বজ্র-পুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের গান্ধর্ব্ব বিবাহ। মূল্য তিনটাকা।

পথের সাথী

সূচনা

করালীর বহির্ব্বাটি

পল্লী বালকগণ জলের ঝারা দিয়া বরণডালা মাথায়
গীতকণ্ঠে লাস্যহাস্যে চলিয়া যাইতেছে।

পল্লীবালকগণ— গীত

বরণ ডালা মাথায় নিয়ে
চল দিয়ে যাই জলের ঝারা।
নতুন মনে বিয়ের কনে
গোপনে সই আপন হারা॥
নাগর এল বরের সাজে
নামিয়ে বদন মধুর লাজে।
মোরা মানব না আর বাজে কাজে
করব পালন এয়োর ধারা॥

এই গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত্তা
ও করালী আসিল

বরকর্ত্তা। [সক্রোধে] ধাপ্পাবাজ, ধাপ্পাবাজ! এরা সবাই ধাপ্পাবাজ। কথামত যৌতুক দিতে পারবে না ব'লে কৌশল ক'রে বিয়ের আগেই বরযাত্রিদের খেতে বসিয়েছ।

করালী। কি বলছেন বেয়াই মশায়।

বরকর্ত্তা। চুপ করুন। বেয়াই মশায় বলতে মুখে একটু আটকাচ্ছেনা ?

বলবন্ত। আটকাবে কেন ? কিছু পরেই তো আপনি করালীকাকার বেহাই হবেন।

বরকর্ত্তা। আর তা হচ্ছে না। তোমাদের ধাপ্পা সব ধরে ফেলেছি হে ছোকরা।

বলবন্ত। এ আপনি কি বলছেন ?

বরকর্ত্তা। যা সত্যি তাই বলছি। একে তো বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে এসে বন্ধু বান্ধবদের কাছে লজ্জায় পড়েছি। তার ওপর যে প্রচুর টাকা কড়ি গহনা গাঁটির লোভে এই মেয়েকে পুত্রবধূ করছিলুম, সেদিকের তো তোমরা ফাঁকী দিচ্ছ।

করালী। না-না, ফাঁকী আমি দেব না। আপনার সঙ্গে যা কথা হয়েছে সেইমত সমস্ত আমি দোব। তবে আজ জোগাড় করে উঠতে পারিনি, বিয়ের দিন কয়েক পরেই—

বরকর্ত্তা। যা দেবেন তা খুব বুঝতে পারছি।

বলবন্ত। সে কি কথা ! করালীকাকা আপনাকে কথা দিয়েছেন—

বরকর্ত্তা। কথা ও রকম অনেকেই দেয় হে ছোকরা। ঐ যে বলে বিয়ে ফুরোলেই ছাদনায় লাথি। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে ?

করালী। না—না তা হবে না। আপনি বিশ্বাস করুন বেয়াই-মশায়। বিয়ের দশদিন পরেই আমি বাকী টাকা গহনা-গাঁটি সব আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসব।

বরকর্ত্তা। ওসব ছল কথায় আমি ভুলছি না। বর-পনের টাকা

গহনাগাঁটি; সব এখনি বুঝিয়ে না না দিলে আমি ছেলেকে নিয়ে এখুনি চলে যাব।

বলবন্ত। চলে যাবেন!

বরকর্ত্তা। নিশ্চয়! (সচীৎকারে) ওহো! তোমাদের খাওয়া যখন হয়েছে তখন আর দেরী করে কাজ নেই। চল চল, সব বেরিয়ে চল।

করালী। দোহাই. দোহাই মশায়! আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। আপনি বাবাজীবনকে ছাদনা তলায় নিয়ে চলুন!

বরকর্ত্তা। উঁহু! সেটি হবে না। আপনাদের ধাপ্পাবাজিতে আমি ভুলছি না। কথা যখন রাখতে পারলেন না, তখন এ বিয়ে বন্ধ হল।

বলবন্ত। না—না, বিয়ে বন্ধ হতে পারে না। গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, কুটুম্বরা বিয়ে দেখতে ছাদনা তলায় এসে জমায়েত হয়েছে। শুধু ঝড়ে সব ওলোট-পালট ক'রে দিয়েছে বলেই দেরী হচ্ছে। এখন আপনি বর নিয়ে চলে যাবেন?

বরকর্ত্তা। নিশ্চয় চলে যাব। কথা দিয়ে যারা কথার বেঠিক করে, তাদের ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ বলে মেনে নিতে পারব না।

বলবন্ত। কথার বেঠিক উনি ইচ্ছে ক'রে করছেন না। টাকার যোগাড় হয়ে ওঠেনি, তাই দশদিন সময় চাইছেন।

বরকর্ত্তা। একদিনও আমি সময় দেব না। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে পটলা। ওরে মদনা। চল—চল, বর নিয়ে বেরিয়ে চল।

[চলিয়া যাইতেছিল

করালী। (সহসা পায়ের উপর পড়িয়া) আমি আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি মশায়—

বরকর্ত্তা। সরে যাও ধাপ্পাবাজ কোথাকার। (পা ছাড়াইয়া) জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দোব না।

(চলিয়া যাইতে পা বাড়াইলে বলবন্ত পথরোধ করিল)

বলবন্ত। হুঁসিয়ার বর নিয়ে যেতে পারবেন না।

কনের সাজে সজ্জিতা মৃণালিনী আসিল

মৃণালিনী। ওঁকে যেতে দাও বলবন্তদা!

বলবন্ত। মৃণাল!

মৃণালিনী। ওঁদের ঘরের বউ হয়ে যেতে আমি ওতো পারব না দাদা।

করালী। এ তুই কি বলছিস হতভাগী?

মৃণালিনী। যা সত্যি তাই বলছি বাবা! যিনি আমাকে প্রচুর টাকা আর সোনার গহনার বিনিময়ে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন, তাঁর ঘরে গেলে আমি একদিনও শান্তি পাব না।

বরকর্ত্তা। আমি তোমার মত ধুমসি মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দিতে চাই না বাছা। দূর্—দূর্! আমারও ভীমরতি ধরেছিল তাই জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে—

বলবন্ত। আবার?

মৃণালিনী। (মধ্যে দাঁড়াইয়া) ছিঃ—ছিঃ, বলবন্ত দা! ওঁরা নীচ ব'লে তুমিও কি নীচ হবে? যেতে দাও—যেতে দাও! ছেলের বিয়ে দিয়ে যিনি টাকার পাহাড়ে বসতে চান, তিনি সংসারে ঘৃণার পাত্র।

বরকর্ত্তা। উঃ! বিষ নেই, বেটির কুলোপণা চক্র। দূর—দূর;

এরা সবাই ছোটলোক। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে মদনা! বর নিয়ে তোরা বাইরে বেরিয়ে পড়, বাইরে বেরিয়ে পড়। [চলিয়া গেল

করালী। বলবন্ত—বলবন্ত। (হাত ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

বলবন্ত। ভেঙ্গে পড়বেন না করালী কাকা, ভেঙ্গে পড়বেন না! ভগবান নিশ্চয় এ বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন।

ঘেঁটুরাম আসিল

ঘেঁটুরাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়! ভেঙ্গে পড়বার কি আছে? বর নিয়ে হারামজাদা বুড়টা চলে গেছে তাতে হয়েছে কি? এ নগরে সু'পাত্রের অভাব আছে নাকি?

করালী। সুপাত্র এতরাত্রে কোথায় পাব? ছাদনাতলা থেকে বর তুলে নিয়ে চলে গেল—

ঘেঁটুরাম। গেছে যাক্ না? ভাবনা কি? আমি এখনি সেজে-গুজে নিচ্ছি হে বলবন্ত, তোমরা বিয়ের জোগাড় কর।

মৃণালিণী। তোমার গলায় বরমাল্য দেওয়ার চেয়ে নিজের গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া অনেক ভাল।

ঘেঁটুরাম। হ্যাঁ হে বলবন্ত! এ আবার কি রকম কথা হল?

বলবন্ত। ঐ রকম কথা হল। তুমি কাক হয়ে ময়ুর পুচ্ছ পরতে এসছ? বাড়ীতে কি আয়নায় কোনদিন তোমার ঐ বানরের মুখখানা দেখনি?

ঘেঁটুরাম। কি বল্লি শুয়ার—গাধা?

বলবন্ত। এই, খবরদার! দেখছ এই রামঘুষো! তোমার ওই বানরমুখ এক ঘুষোয় থেঁৎলে দোব!

করালী। আঃ, বলবন্ত! এ সময় ঝগড়া ক'রো না! যাও বাবা ঘেঁটুরাম, আমার মেয়ে চিরদিন আইবড় থাকবে, তবু তোমাকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে না!

ঘেঁটুরাম। কেন পারবে না? আমি কি দেখতে শুনতে খারাপ? না লেখাপড়া জানি না।

বলবন্ত। জান বৈকি, জান বৈকি! খুব লেখাপড়া জান। গয়ে আকার আর ধয়ে আকার লেখাপড়া শেখে, তুমিও তাই শিখেছ।

ঘেঁটুরাম। গয়ে আকার আর ধয়ে আকার হুঁ—হুঁ! ভেবেছ আমি ও বানান জানিনা? গয়ে আকার ধয়ে আকার হচ্ছে ঘেঁটুরাম।

করালী। আঃ বিরক্ত করোনা ঘেঁটুরাম। নেমনতঃ খেতে এসেছ যাও—খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাও!

ঘেঁটুরাম। খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাব কি রকম? মৃণালের বর এখনো জোগাড় হল না—

করালী। মৃণালের বর ভগবানই জোগাড় করে রেখেছেন ঘেঁটুরাম, নইলে ছাদনা তলা থেকে বর উঠে যায়!

বলবন্ত। (সবিস্ময়ে) করালী কাকা।

করালী। যাও বলবন্ত! কাপড় চোপড় ছেড়ে এস বাবা! আজ এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের সম্মান তোমাকেই রাখতে হবে!

মৃণালিণী। বাবা—

করালী। আপত্যি করিসনা মা! লজ্জা কি? ছেলেবেলা থেকে যাকে দেখে আসছিস, যার সঙ্গে অবাধ ওঠা-বসা, মেলামেশা, তাকে স্বামীত্বের আসনে বসালে—

বলবন্ত। কোন কল্যাণ হবে না, করালী কাকা! সহোদরা না

হলেও মৃণালকে আমি চিরদিন ভগ্নির মত স্নেহ করে আসছি। ভাই বোনে বিয়ে হতে পারে না।

(নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ প্রবলতর হইল, বহুকণ্ঠে বলিল,

ঝড়ে সব ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে!

ওরে, পালা—পালা)

করালী। তাই তো, প্রবল ঝড় উঠল! ধুলোয় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল!

বলবন্ত। বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে! ওই দেখুন করালী কাকা, ঝড়ের মুখে ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘেঁটুরাম। এ্যাঁ! ওরে বাবারে, বাবারে! আমার গোয়াল ঘর আর রান্নাঘর যে নড়বড় করছে রে! শেষ পর্য্যন্ত পটলার মাকে নিয়েই ঘর-দোর সব উড়ে যাবে নাকি রে বাবা।

[দৌড় দিল

মৃণালিণী। সর্ব্বনাশী আমি, তাই আমার বিয়ের দিন এমনি মহাপ্রলয়। আর বিয়েতে কাজ নেই বাবা, চিরদিন আমি আইবড থেকেই ঠাকুর সেবা করব।

করালী। না-না, তা হয় না মা, আজকেই তোকে পাত্রস্থ করতে না পারলে সমাজে আমাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে।

বলবন্ত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আপনি, আপনার এতবড় শাস্তি হলে ভগবান মিথ্যে হয়ে যাবেন করালী কাকা।

দুর্য্যোধন। (নেপথ্যে) ঝড় জলে বিপন্ন আমি, কে আছ বিপন্নের বন্ধু! আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে আশ্রয় দাও!

করালী। কে—কে?

বলবন্ত। পথের রাহি, ঝড় জলে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চাইছে বোধ হয়—!

করালী। ওকে ডাকো বাবা বলবন্ত, ওকে ডাকো। একটা বিপন্ন মানুষ পথে, আর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে থাকতে পারি কি? (বলবন্ত ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে) ভগবান কখনো কারো অমঙ্গল করেন না মা মৃণাল! জানিনা আজকের বিপদ থেকে তিনি কেমন করে উদ্ধার করবেন!

পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত দুর্য্যোধন শিক্তবসনে বলবন্তর সহিত আসিল

দুর্য্যোধন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ঝড় জলে আমার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে—

বলবন্ত। না, না, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না আমি আপনার আশ্রয় দাতা নই, আপনার আশ্রয় দাতা আমাদের এই করালী কাকা!

দুর্য্যোধন। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ বৃদ্ধ! এই দুর্য্যোগের দিনে (বিবাহের বধুসাজে সজ্জিতা মৃণালিণী প্রতি দৃষ্টি পড়ায়) একি! এই যুবতী—আপনাদের বাড়ীতে কি আজ বিয়ে?

করালী। হ্যাঁ বাবা! বিয়ের সব আয়োজন হয়েছিল, বর যাত্রিরাও খেতে বসেছিল, কিন্তু—

দুর্য্যোধন। কিন্তু?

করালী। বরকর্ত্তা বর ও বরযাত্রি নিয়ে চলে গেছে।

দুর্য্যোধন। চলে গেছে! সর্ব্বনাশ! তা হলে আপনার মেয়ের উপায়?

করালী। উপায় ভগবান! আজ রাত্রেরমধ্যেই মেয়ের বিয়ে দিতে না পাবলে আমাকে সমাজচ্যুত হতে হবে।

দুর্য্যোধন। এও কি একটা কথা হল? আপনি তো মেয়ের বিয়ের সব যোগাড় করেছেন ' অভদ্র বরকর্ত্তা বিয়ের সময়ে বর নিয়ে চলে গেছে বলে আপনাকে তার শাস্তি নিতে হবে?

বলবন্ত। আপনি তো হিন্দু। জানেন না হিন্দুসমাজের কি কঠোর অনুশাসন!

দুর্য্যোধন। আমি তা জানি ভাই! সমাজের অন্যায় অনুশাসন মাথায় নিয়ে আজ অসংখ্য হিন্দু ভায়েরা ভিন্ন ধর্ম্মে চলে যাচ্ছে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, এই অন্যায়ের মূল পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলতে আমি দ্বিতীব কালা পাহাড়ে পরিণত হই। কিন্তু পারি না, আমি শক্তি হীন দুর্ব্বল ব'লে।

গীত কণ্ঠে তিনকড়ি আসিল

তিনকড়ি। গীত

দুর্ব্বলের আছে ভগবান—
(ও ভাই) দুর্ব্বলের আছে ভগবান।
প্রবলের আঘাত বুক পেতে নিয়ে
রাখেন দুর্ব্বল মান॥

করালী। তোর গানের কথাগুলো খাঁটি সত্যিরে তিনকড়ি! কিন্তু তাঁর উপরে যে আর ভরষা রাখতে পারছিনা বাবা। আমার মৃণালের

বিয়ের মূহুর্ত্তে বর নিয়ে বরকর্ত্তা চলে গেছে। এখন আমি অকুলপাথারে পড়ে আছি।

তিনকড়ি পুনঃ গাহিল।

গীতাংশ

অকূলে ফেলেছেন মঙ্গলময় হরি—
তিনিই দেখাবেন ওপারের তরী।
আশা নিরাশার মাঝে যুগে যুগে অবতরী
মানুষে দিয়েছেন দান ॥

বলবন্ত। ওতো চিরন্তর কথারে তিনু পাগল। কিন্তু আজ—

তিনকড়ি। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না বলবন্তদাদা! এই দেখনা, মৃনাল দিদির বর ছাদনা তলা থেকে উঠে গেছে বলে তোমরা সব ভাবছিলে, তাই দয়াময় ভগবান তোমাদের সামনে এই মহান ব্রাহ্মণ সন্তানকে ঝড় জলের মাঝে এনে দিয়েছেন।

করালী। ব্রাহ্মণ সন্তান! তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ! কিন্তু এই কুৎসিত লোকটা আমাকে চিনলে কেমন করে?

তিনকড়ি। তিনে পাগলা চেনেনা এমন লোক কেউ আছে নাকি মশায়? আমি আপনাকে চিনি। আর এও জানি রোগ শয্যায় পড়ে আপনার মামা, মানে ভোলানগরের রাজামশায় আপনাকে ডেকেছেন বলেই আপনি ছুটে যাচ্ছেন।

করালী। ভোলানগরের রাজার ভাগ্নে তুমি? না, তাহ'লে আর আশা নেই।

বলবন্ত। কে বলে আশা নেই? রাজার ভাগ্নে হলেও তো ইনি মানুষ।

দুর্য্যোধন। না, না, আমি মানুষ নই। আমার মনুষ্যত্ব আজ পথের ধূলোয় মিশে গেছে।

করালী। যুবক!

দুর্য্যোধন। জ্ঞাতিরা আমার বাবাকে গুপ্তহত্যা ক'রে আমাকে পথের ভিখারী সাজালে, আমি এমনি মানুষ যে তার প্রতিশোধ না নিয়ে এখনো বেঁচে আছি। দরিদ্র আমার রোগক্লিষ্টা মাকে মৃত্যুমুখে ফেলে, আমি এমনি অপদার্থ যে তার কোন প্রতিকার করতে পারলুম না।

তিনকড়ি। এইটাই তো দুনিয়াদারী ভায়া! আজ যে রাজা, কাল সে পথের ভিখিরী।

বলবন্ত। হোক ভিখিরী। তোমার উদ্যম থাকলে আবার রাজা হবে ভাই। আজ যাবার পথে এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের জাত ধর্ম্ম রক্ষা করে যাও!

দুর্য্যোধন। সে কি! আমার যে মাথা গুঁজে থাকবার একটা কুঁড়েও নেই।

মৃনালিনী। নাই থাক! আপনি আমার বাবাকে সমাজের কোপ দৃষ্টি থেকে বাঁচান ভদ্র! আমি আপনার হাত ধরে গাছ তলায় গিয়ে দাঁড়াব।

করালী। মৃনাল!

মৃণালিণী। রাজার দুলালী সতী তো স্বামীর হাত ধরে বনবাসী হয়েছিলেন বাবা। আর আমি গরীবের মেয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে গাছ-তলায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে থেকে শাক ভাত খেতে পারব না?

বলবন্ত। নিশ্চয় পারবি বোন! তুই যে সতি সাবিত্রীর জাত।

করালী। আমার মাথার ঠিক নেই বলবন্ত! তোমরা যদি এতে কল্যাণ মনে কর, তা হলে আমি এই অজ্ঞাত যুবকের হাতেই—

দুর্য্যোধন। না, না, তা হতে পারে না। বিয়ে ক'রে আমি স্ত্রীকে খাওয়াব কি? আমিই যে পরের দোরে খেটে খাই।

মৃণালিনী। আমি তারই ভাগ নোব। আমাকে নিয়ে চল, আমি তোমার পাশে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারকে ফলে ফুলে সাজিয়ে তুলব।

দুর্য্যোধন। তবে তাই সাজিয়ে তুলবে চল অমৃতভাষিনী—হতভাগ্য আমি, সব হরিয়ে আজ পথের ভিখারী, তোমার স্পর্শে আমার ভিক্ষাপাত্র হিরে মুক্তোয় জহরতে ভরে উঠবে।

বলবন্ত। (আনন্দে আত্মহারা হইয়া) তোমার ভিক্ষাপাত্র আজই হিরে মুক্তোয় ভরে উঠল ভাই! এস—এস, আজ থেকে তুমি আমাদের পরমাত্মীয়!

করালী। ওরে শাঁখ বাজা, উলু দে! ভগবান আমার মৃণালের বাজা বর পাঠিয়ে দিয়েছেন! ওরে শানাই বাজা, শানাই বাজা।

[দুর্য্যোধন ও মৃণালিনীকে লইয়া সকলে চলিয়া গেল, শানাই বাজিয়া উঠিল)

সতের বছর পরে

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

গভীব রাত্রি ভোলানগরের রাজপথ

যুদ্ধ করিতে করিতে নবারুন আসিল।

নবারুণ। পরিচয় দাও—পবিচয় দাও—অস্ত্রধাবী, নইলে এখুনি মরবে।

শিখিধ্বজ। মৃত্যুটী আমারই যে একচেটিয়া পাওনা হবে তার তো কোন স্থিরতা নেই যুবক। উল্টে ঐ মৃত্যু তোমার গলাও জড়িয়ে ধরতে পারে।

নবারুণ। সে প্রমাণ এখুনি হয়ে যাবে। শক্ত হাতে তলোয়ার চেপে ধ'রে যুদ্ধ কব অপবিচিত। এই রাজ পথেই প্রমাণ করব দুর্ব্বল হাতে অস্ত্র ধরে আমি তোমাব গতিরোধ করিনি। (জোরে আঘাত দিলে শিখিধ্বজ প্রতিরোধ করিল।

অম্বরনাথ আসিল।

অম্বর। আপাততঃ তোমার সবল হাতের অস্ত্র চালানটা বন্ধ কর বুদ্ধিমান!

নবারুণ। কে—দাদা?

অম্বর। হ্যাঁ!

নবারুণ। এই বিদেশী—

অম্বর। আমার বন্ধু।

নবারুণ। বন্ধুই যদি, তাহলে চোরের মত গভীর রাত্রে নগরে ঢুকেছে কেন ?

শিখিধ্বজ। পথে নানা কারণে বিলম্ব হয়েছে, তাই গভীর রাত্রে নগরে আসতে বাধ্য হয়েছি।

অম্বর। এস বন্ধু, এস। পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত, আমাব বিশ্রাম—ভবনে—

নবারুণ। পরে ! আপাততঃ তোমার বন্ধু বরকে রাজভবনে যেতে হবে দাদা !

অম্বর। নবারুণ !

নবারুণ। রাজাদেশ আমি অমান্য করতে কি পারি দাদা ? তুমিই বলো !

শিখিধ্বজ। রাজাদেশ—

নবারুণ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পরে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, যে নগরে পা দেবে তাকেই নজর বন্দী হয়ে মহারাজের কাছে যেতে হবে।

অম্বর। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলে কোন ক্ষতি হবে না ভাই। বিশেষতঃ—

নবারুণ। এই বিদেশী যখন তোমার বন্ধু।

শিখিধ্বজ। নিশ্চয়। আমি ওঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

নবারুণ। সেই জন্যেই তো বেশী সন্দেহ।

অম্বর। নবারুণ।

নবারুণ। তোমার অচেনা মানুষদের চেয়ে চেনা মানুষদেরই বেশী ভয় হয় দাদা।

অম্বর। কিসের ভয়? আমার বন্ধু—

নবারুণ। শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত্ত।

অম্বর। (উচ্চকণ্ঠে) নবারুণ।

নবারুণ। চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না দাদা। গভীর রাত্রে একে যখন ধরেছি তখন মহারাজের কাছে নিয়ে যাবই।

অম্বর। তা তুই পারবি না।

নবারুণ। দাদা!

অম্বর। ওর ভগ্নীর সঙ্গে তোর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে, তাই আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি। দৈবক্রমে ও বেচারা গভীর রাত্রে এসে পড়েছে বলে তুই শিষ্টতা না দেখিয়ে নজরবন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে চাস?

নবারুণ। তাতে দোষ কি? তোমার বন্ধু দুদিন পরে আমার পরমাত্মীয় হবেন, সুতরাং মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে আমার হবু শ্যালকমশায়কে পরিচয় করিয়ে দোব।

শিখিধ্বজ। না, না, এখন আমি মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না। আগে তোমার সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহটা হয়েই যাক্।

নবারুণ। বিবাহ হলেই তো সব মিটে যাবে। কিন্তু বিবাহের আগে কুটম্বিতে বড় মধুর লাগে হবু শ্যালকমশায়! আসুন, আসুন, রাজপ্রাসাদে গিয়ে ভালভাবে বিশ্রাম করবেন।

(হাত ধরিল)

অম্বর। হাত ছেড়ে দে নবারুণ। পথশ্রমে ও বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওকে আমার বিশ্রাম ভবনে যেতে দে!

নবারুণ। তা হবে না দাদা! হবু শ্যালকমশায়কে মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে।

অম্বর। আঃ—বিরক্ত করিসনা নবারুণ! কুটম্বিতে হবার আগে এ পরিহাস শিষ্টতার বাইরে।

নবারুণ। আমি নিজেই অশিষ্ট মানুষ শিষ্টতা আবার শিখব কোথা থেকে দাদা! আসুন হবু শ্যালকমশায়, আপনাকে রাজবাড়ী নিয়ে গিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠধামে চালান করে দোব।

অম্বর। কি বল্লি অভদ্র কোথাকার?

নবারুণ। রক্ষে কর দাদা। তোমার মত দেশদ্রোহী হয়ে আমি বিদেশীর কাছে শিষ্টতা দেখতে পারব না।

অম্বর। কি বল্লি?

নবারুণ। যা চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য তাই বলছি।

অম্বর। আমি যে দেশদ্রোহী তার প্রমাণ?

নবারুণ। প্রমাণ আমার এই হবু শ্যালকমশায়ের গোপনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসা।

শিখিধ্বজ। না—না, আমি ওঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসিনি এসেছি—

নবারুণ। শয়তানির মতলব নিয়ে।

অম্বর। নবারুণ!

নবারুণ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা তোমার বিফল হয়েছে দাদা রাত্রের আঁধারে এই বিদেশীকে চিনতে না পারলেও, ওর আসল রূপটা আমি দেখতে পেরেছি।

অম্বর। কি দেখছিস?

নবারুণ। দেখছি আমারই জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধনে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে এক মূর্ত্তিমান শয়তান।

দ্রুতপদে তিনকড়ি আসিল।

তিনকড়ি। চিনে ফেলেছে, চিনে ফেলেছে, তোমার ভায়া এই শিয়াল মামাকে ঠিক চিনে ফেলেছে সেনাপতি মশায়।

অম্বর। এই কে তুই ?

শিখিধ্বজ। ও তিনে পাগলা। ভিক্ষে করে খায়, আর যেখানে সেখানে গিয়ে আবোল-তাবোল ছাই পাঁশ বকে।

তিনকড়ি। এই তিনের আবোল-তাবোল ছাই পাঁশ বকুনি শুনে তোমার বুকখানা ধড়ফড় ক'রে উঠছে না শিয়ালমামা ?

অম্বর। এই বেটা খবরদার! আমার সম্মানীয় অতিথিকে অপমান করলে এখনি তোর ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দোব।

তিনকড়ি। শিয়াল মামাদের মত এই তিনে পাগলার মাথার মায়া নেই সেনাপতি মশায়। তবে একথা সত্যি, এই শিয়াল মামার চেয়ে এই তিনের মাথাটার দাম অনেক বেশী।

নবারুণ। নিশ্চয়! দেশদ্রোহী শয়তানদের মাথা একটা ইন্দুরের মাথার দামে কেনা যায়। কিন্তু তোমার মত সত্যবাদী মানুষের মাথা অমূল্য।

অম্বর। এই পাগলার অমূল্য মাথাটা তবে তোর সামনেই ধূলায় লুটিয়ে পড়ুক। (তিনকড়ির হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র তুলিল)

নবারুণ। (স্বীয় অস্ত্রে প্রতিরোধ করিয়া) দুর্ব্বলের রক্ষায় নবারুণের অস্ত্র গর্জে উঠুক।

তিনকড়ি দুইজনের হাত ধরিয়া গাহিল।

তিনকড়ি— গীত

অস্ত্রের গর্জন অকারণ ভাই।
শয়তানে ভরা আজি এই ধরা
সাধুজন আর নাই॥
একই শোনিতের ভাই হয় যারা—
স্বার্থের দ্বন্দ্বে তারা দিশেহারা।
দুনিয়ায় আজ মানুষ তোমরা
তোমাদের মুখে দেবে ছাই॥

অম্বর। হাত ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে কুকুর। নইলে তোকে—

তিনকড়ি। কেটে ফেলবে তো? তা কাট ক্ষেতি নেই। যোদ্দা যে মাটিতে বসেছ সেমাটি আর চষে ফেলনা ভায়া, চষে ফেলনা।

[দ্রুত চলিয়া গেল।

অম্বর। ওটা পাগল নয়, শয়তান, শয়তান!

নবারুণ। তোমার চেয়ে বড় শয়তান যে নয়, তা আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি।

অম্বর। সাবধান নবারুণ! বার বার আমাকে আঘাত দিয়ে কথা বল্লে—

নবারুণ। মাথা কেটে নেবে? ঐ পাগলা তিনকড়ির মত আমার মাথা খুব সস্তা নয় দাদা।

শিখিধ্বজ। অকারণ কেন আপনারা ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করছেন? আমাকে যদি রাজার কাছে নিয়ে গেলে এ গণ্ডগোল মিটে যায়, চলুন-আমি যাচ্ছি!

নবারুণ। হ্যাঁ, চলুন। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) প্রিয় বন্ধুর জন্যে চিন্তা করোনা দাদা হবুশ্যালক মশায়কে আমি এখন বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে বসে দুচোখে শুধু কালো আঁধার দেখবে আর চটাস, চটাস ক'ড়ে মশা চাপড়াবে।

[দ্রুত চলিয়া গেল ।

অম্বর। পারলুম না, কোন কৌশলেই বন্ধু শিখিধ্বজকে নবারুণের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারলুম না। হতভাগা কি ওকে অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে রাখতে নিয়ে গেল। কাল সকালে মহারাজের সামনে হাজির করলেই—না, দেখছি শিখিধ্বজ নেহাৎ অকর্ম্মন্য, অপদার্থ।

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমরপুরের রাজপ্রাসাদ,

উত্তেজিত সৌমিত্র ও চারুদত্ত আসিল।

সৌমিত্রি। অকর্ম্মন্য, অপদার্থ! কালথেকে কেউ আপনারা দাদার সন্ধান করতে পারলেন না মহামন্ত্রী?

চারুদত্ত। চেষ্টার তো কেউ ত্রুটি করছে না রাজা। কর্ম্মচারীরা চারিদিকে খোঁজ করেছে, তা ছাড়া আমি নিজে বিশ্বাসী গুপ্তচরদের পাঠিয়ে খোঁজ করাচ্ছি।

সৌমিত্রি। খোঁজ করাচ্ছেন, খোঁজ করাচ্ছেন! মানুষটা কাল থেকে নিরুদ্দেশ—

তারাদেবী আসিল।

তারাদেবী। কাল থেকে নিরুদ্দেশ বলে তুমি যার জন্যে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছ সৌমিত্রি, সে কিন্তু তোমার জন্যে একমুহূর্ত্ত ও চিন্তা করে না।

সৌমিত্রি। এ তুমি কি বলছ মা? আমার দাদা—

তারাদেবী। কালসাপ, ছোবল মারবার জন্যে সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়েই আছে।

চারুদত্ত। সত্য রাজা! বড়কুমার—

সৌমিত্রি। আপনাদের চক্ষুশূল। না, এরা, আমাকে জ্বালিয়ে মারলে।

তারাদেবী। আমরা তোমাকে জ্বালিয়ে মারবার কল্পনাও করতে পারিনা বাবা! তোমাকে বিষের আগুনে জ্বালিয়ে মারতেই সে হত ভাগাটা কালথেকে সরেছে।

সৌমিত্রি। তোমাব এই অন্যায় কথাগুলো আমি সইতে পারিনা মা।

তারাদেবী। আজ আমার কথাগুলো অন্যায় বলেই মনে হচ্ছে সৌমিত্রি! কিন্তু যেদিন সেই কালসাপের ছোবল খেয়ে বিষের জ্বালায় অতিষ্ট হবে, সেইদিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে কেন আমি পদে পদে তোমাকে সাবধান করতুম।

চারুদত্ত। আমিও বলছি রাজা, বড়কুমারকে বেশী প্রশ্রয় দিও না। সে এখানে আসা অবধি প্রতি কাজেই তোমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে। এতেই আমার মনে হয়—

সৌমিত্রি। দাদা আমাকে হিংসা করে।

তারাদেবী। তা তো করেই! তুই তাকে যত ভক্তিশ্রদ্ধা কর না কেন বাবা, সে ঠিক তার বৈমাত্রেয় ভায়ের ধর্ম্ম পালন করছে।

সৌমিত্রি। সাবধান মা! আজ যা বলেছ, এ ভাষা আর একটা দিনও ব'লো না। বৈমাত্রেয় ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই! ঐ বৈমাত্রেয় ভাষাটা কি ভুলে যেতে পার না মা?

তারাদেবী। আমি তো ভুলেই গেছি বাবা! কিন্তু সেই হত-ভাগাটাকে তুমি ঐ বিষময় ভাষাটা ভোলাবে কি দিয়ে?

সৌমিত্রি। ছোটভায়ের শ্রদ্ধা দিয়ে।

চারুদত্ত। তোমার শ্রদ্ধা বড়কুমার দু'পায়ে দলে পিসে চলে যাবে রাজা।

সৌমিত্রি। মহামন্ত্রী!

চারুদত্ত। তার মনে যে অমরপুরের সিংহাসনে বসবার নেশা জেঁকে বসেছে।

সৌমিত্রি। কে বলে?

তারাদেবী। আমি বলি।

সৌমিত্রি। তুমি ভুল বলছ মা। এই সে দিনও দাদা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছে অমরপুরের স্বাধীনতা রাখতে প্রাণ দেবে।

তারাদেবী। এ তার ছলনা, ছলনা। অমরপুরের সিংহাসনে বসতে প্রয়োজন হলে সে আমাকে হত্যাও করতে পারে।

সৌমিত্রি। যে সিংহাসনের জন্যে পুত্র হয়ে মাতৃহত্যার প্রয়োজন, সেই পাপ সিংহাসনে আমি আর বসতে চাই না মা! আপনি দাদাকে খোঁজ করে প্রাসাদে আনুন মহামন্ত্রী, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাদার রাজ্যাভিষেক করাব।

তারাদেবী। তা হলে আমার স্বর্গগত স্বামীর পুণ্যময় আত্মাটা ডুগরে ডুগরে কাঁদবে সৌমিত্রি!

সৌমিত্রি। মা!

তারাদেবী সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী তুমি, তাই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তিনি আমার গর্ভজাত সন্তানের মাসোহারা ব্যবস্থা করেছিলেন, আজ যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তুমি শয়তান শিখিধ্বজকে সিংহাসনে বসাও, তা হলে স্বর্গে বসে তিনি অশ্রুসজল চক্ষে তোমাকে অভিশাপ দেবেন।

চারুদত্ত। তার চেয়েও বড় কথা রাজা, অমরপুরের প্রজারা যাকে এতদিন দেখেনি, যার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানে না, যাকে তারা রাজা ব'লে মানতেই পারবে না—

সৌমিত্রি। কেন মানতে পারবে না? ন্যায় ও ধর্ম্মতঃ দাদারই অমরপুরের সিংহাসনে বসা উচিত।

তারাদেবী। কি উচিত আর কি অনুচিত তা চিন্তা করবার শক্তি তোমার পিতার যথেষ্ট ছিল সৌমিত্রি! ও কথা ছেড়ে দিয়ে এখন চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে খোঁজ নাও কোথায় কোন বিদেশী রাজ-শক্তিকে দিয়ে হঠাৎ জন্মভূমি আক্রমণ করাতে সেই দেশদ্রোহীটা সরে গেছে।

প্রসাদের থালা মাথায় পুঁটিরাম আসিল।

পুঁটিরাম। কে সরেছে মা জননী? ঘেঁটুঠাকুর তো? তা সে জোচ্চোরটা আবার কাকে ঠকিয়ে সরে গেল?

তারাদেবী। পাগলের মত কি আবোল তাবোল বকছিস্ রে গাধা!

পুঁটিরাম। (কানে হাত দিয়া) এ্যাঁ, কি বলছেন মা জননী? দাদা! কে কার দাদা?

সৌমিত্রি। রাজবাড়ীর কুকুরটা তোর দাদা।

পুঁটিরাম। এ্যাঁ, কি বলছেন মহারাজ? পুকুর তোর সাদা? ও, সালুক পুকুরের সাদা সাদা সালুক—

সৌমিত্রি। তুই একটি আস্ত ভালুক।

পুঁটিরাম। হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ তা যা বলেছেন মহারাজ, আমার বৌয়ের মাঝে মাঝে ভালুক জর হয় বলে পাড়ার লোকেরা

বৌকে অন্ততঃ দিনে বার পাঁচেক পচা পুকুরের জলে চুবোতে বলে।

সৌমিত্রি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা হলেই তোর বৌ শিগ্‌গির শিগ্‌গির পটল তুলবে।

পুঁটিরাম। এ্যাঁ—কি তুলবে বলছেন? উচ্ছে? তা ঠাকুর বাড়ীর ক্ষেতে একটিও উচ্ছে তো হয়নি প্রভু।

সৌমিত্রি। ও—হো—হো—হো! এ বেটা কালা আমাকে পাগল করে দেবে। নাও মা, নাও! তাড়াতাড়ি ওর মাথা থেকে প্রাসাদের থালা নামিয়ে নিয়ে, ওকে বিদেয় করে দাও।

পুঁটিরাম। আজ্ঞে কি বলছেন? সিধেয় সন্দেশ দিন দিতে? তা দিননা মা জননী! ওহো—হো—হো! অনেক দিন কড়াপাকের সন্দেশ খাইনি! ভাঁড়ারে সিধে আনতে যাচ্ছি, তার ওপরে গোটা দশেক আবার খাব সন্দেশ দিন না মা।

তারাদেবী। তুই প্রসাদটা ভাঁড়ারে দিয়ে সিধে নিয়ে মন্দিরে যা পুঁটিরাম, আমি তোদের জন্যে সন্দেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুঁটিরাম। জে—আজ্ঞে মা জননী!

[চলিয়া গেল।

সৌমিত্রি। হতভাগাটা বদ্ধ কালা।

তারাদেবী। কিন্তু এরাই সত্যিকারের মানুষ বাবা! তোমার যতটুকু নুন খাবে, তার দ্বিগুণ গুন গাইবে।

সৌমিত্রি। আমার নুন খেয়ে সবাই গুন গায় মা। ও আলোচনা ছেড়ে এখন দাদার সন্ধানের যুক্তি দাও! বল, কোন আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ী দাদা যেতে পারে?

অম্বরনাথ আসিল

অম্বর। কোন আত্মীয় কুটুম্ববাড়ী আপনার দাদা যান নি মহারাজ, গেছেন ভোলানগরে।

সৌমিত্রি। ভোলানগরে!

অম্বর। হ্যাঁ।

চারুদত্ত। একি আপনি রক্ষীকে দিয়ে সংবাদ না পাঠিয়ে কেমন ক'রে প্রাসাদের মধ্যে এলেন? কে আপনাকে এখানে এনেছে?

বলবন্ত আসিল।

বলবন্ত। আমি।

চারুদত্ত! অস্ত্রাচার্য্য! আপনি এই অপরিচিতকে প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন—

বলবন্ত। বড় কুমারের সংবাদ দিতে!

সৌমিত্রি। দাদার সংবাদ এনেছে? বল—বল অপরিচিত, আমার দাদা—

অম্বর। ভোলানগরের রাজ কারাগারে বন্দী।

সকলে। (বলবন্ত ছাড়া) বন্দী!

বলবন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই মুহূর্ত্তে সৈন্যদের সাজতে বল রাজা, ভোলানগর আক্রমণে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমি নিজে যাব।

সৌমিত্রি। আপনাকে যেতে হবেনা আচার্য্য। আমার দাদার উদ্ধারে সবাহিনী আমিই যাব ভোলানগর আক্রমণে।

তারাদেবী। দাঁড়াও সৌমিত্রি! দাদার বন্দিত্বের সংবাদ পেয়ে

একেবারে ক্ষেপে উঠেছ যে! আগে সংবাদ নাও কি অপরাধে তাকে ভোলানগরের রাজা বন্দী করেছে।

বলবন্ত। কোন সংবাদ নিতে হবে না রাজমাতা, ভোলানগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্যে আমি একটা সুযোগ খুঁজছিলাম, মা জগদীশ্বরী আজ সে সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন।

তারাদেবী। ভোলানগরের রাজার ওপরে আপনার কিসেব আক্রোস অস্ত্রাচার্য্য? তিনি কি অপরাধে অপবাধী?

বলবন্ত। কি অপরাধে অপরাধী শুনলে আপনার শিবায় শিবায় অগ্নি প্রবাহ ছুটে যাবে রাজমাতা। সেই অবিচাবী রাজাটা—

অম্বর। নিরপরাধী রাজভ্রাতাকে বন্দী করেছে।

বলবন্ত। তাব এই অপরাধই যথেষ্ট। প্রস্তুত হও বাজা, তোমাতে আমাতে সবাহিনী ভোলানগর আক্রমন করব!

অম্বর। তাহলে আপনারা বাহিনী সাজান আমিই আপনাদের গুপ্তপথ দেখিয়ে ভোলানগরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাব।

চারুদত্ত। তাতে আপনার লাভ?

অম্বর। প্রিয় বন্ধুর কারামুক্তি, আর সেচ্ছাচারী রাজা দুর্য্যোধনের ধ্বংস।

চারুদত্ত। মনে হয় তোমার প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটার মুল্যই বেশী।

অম্বর। এঁ্যা—

চারুদত্ত। বিশ্বাসঘাতক চেনবার চোখ আমার আছে অপরিচিত।

সৌমিত্রি। মহামন্ত্রী।

চারুদত্ত। ভোলানগর আক্রমনে যেওনা রাজা, এতে অমরপুরের অমঙ্গল হবে।

বলবন্ত। হোক অমরপুরের অমঙ্গল, তবু আমরা ভোলানগর আক্রমন করব।

তারাদেবী। এ জেদ ছাড়ুন অস্ত্রাচার্য্য। যে যুদ্ধে আমার দেশের অমঙ্গল, সে যুদ্ধ হবে না।

সৌমিত্রি। আমি তোমার নিষেধ মানব না মা! ভোলানগরে আমার দাদা অন্ধকার কারাগারে বসে হাহুতাশ করছে, আমি এখনি সসৈন্যে যাব তার উদ্ধারে।

তারাদেবী। সৌমিত্রি।

সৌমিত্রি। ভোলানগরের কারাগারে আমার একই রক্তের ভাই বন্দী অবস্থায় যেখানে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, সেখানে সারা পৃথিবীর বাধাও আমার কাছে তুচ্ছ, তুচ্ছ।

[অম্বর নাথ সহ চলিয়া গেল।

বলবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ। প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি প্রচণ্ড উত্তাপে ফেটে পড়েছে দুর্য্যোধনরায়! এবার তার অগ্নিময় প্রস্রবনের মুখে তোমার রাজ্য সম্পদ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[চলিয়া গেল।

চারুদত্ত। রাজা দুর্য্যোধনকে ধ্বংস করতে অস্ত্রাচার্য্যের এত আগ্রহ কেন· কিছুই বুঝতে পারছিনা রাজমাতা! আপনি ভৈরবীমায়ের কাছে অনুরোধ করুন, যদি তিনি ওঁদের ফেরাতে পারেন। আমিও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখিগে।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীর চড়ায়

মন্দারের হাত ধরিয়া অংকুর গান গাহিয়া ঘুরিতেছে ।

অংকুর— গীত

ঢেউয়ের তালে নেচে নেচে
পানশী ছোটে পাল তুলে ।
আমি অবাক হয়ে দেখছি রে ভাই
দাঁড়িয়ে নদীর কূলে ।
খোড়ো হাঁসের ভাসা ঝাঁকে—
আলপনা দেয় নদীর ঝাঁকে ।
রাঙা তপন জড়িয়ে তাকে
সাজিয়ে দেয় রে পলাশ ফুলে ॥

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে বাঘ বেরিয়েছে বাঘ বেরিয়েছে, ওরে পালা—পালা। নেপথ্যে ব্যাঘ্র গর্জ্জন, প্রথমে মন্দার ও অংকুর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল ব্যাঘ্র গর্জ্জনে চমক ভাঙ্গিল।)

অংকুর। দিদি! বাঘ—বাঘ; ঐ দেখ—বাঘ ছুটে আসছে।

মন্দার। তাই তো তাই তোরে অংকুর। কেমন ক'রে আমরা ভাই বোনে বাঁচব? (সচীৎকারে) মাঝি, মাঝি ওরে ময়ূরপঙ্খী নদীতে ভাসিয়ে দিলনি। আমাদের নিয়ে যা।

অংকুর। ময়ুর পঙ্খীর পাল তুলে দিয়ে মাঝিরা মাঝ নদীতে পাড়ি দিলে দিদি! তা হলে আমাদের বাঘের পেটে যেতে হবে! (ব্যাঘ্র গর্জ্জন আরো নিকটবর্ত্তি হইল)

মন্দার। ওঃ—ঐ এসে পড়েছে! ভগবান, ভগবান! আমাদের রক্ষা করো!

সৌমিত্রি। (নেপথ্যে) ভয় নেই, ভয় নেই! হিংস্র বাঘটাকে আমি মারছি!

(ব্যাঘ্রের আর্ত্তনাদ ও বহুকণ্ঠে বাঘ মরেছে,
বাঘ মরেছে ধ্বনি শ্রুত হইল)

অংকুর। দিদি, দিদি। চোখ খুলে দেখ, বাঘটার বুকে বর্শা বিঁধে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়েছে, হতভাগা বাঘ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

মন্দার। এ্যা—তাই তো! আমাদের বাঁচাতে কে ঐ বাঘটাকে বর্শা বিঁধিয়ে মেরেছে?

বর্ম্ম চর্ম্ম পবিহিত যোদ্ধাবেশে সৌমিত্রি আসিল

সৌমিত্রি। আমি!

মন্দার। আ—আ—আপনি! (সৌমিত্রের মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল)

অংকুর। ভদ্র লোকের মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস যে দিদি? উনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন, ওর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা দেখাবিনা।

সৌমিত্রি। প্রয়োজন নেই ভাই! বিপন্ন তোমরা তোমাদের বিপদমুক্ত করে আমি কর্ত্তব্য পালন করেছি।

মন্দার। এমন কর্ত্তব্যবোধ এ যুগে ক'জন মানুষে আছে? আপনি নরদেবতা!

সৌমিত্রি। আমাকে অতখানি তুলতে হবে না ভদ্রে! আমি মামুলি মানুষ, মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করেছি। যাক্ ও কথা! আপনি এই ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে বনের মধ্যে এসেছেন কেন বলুন তো?

মন্দার। ময়ুরপঙ্খী চেপে আমরা ভাইবোনে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম এই জায়গাটা মনোরম দেখে ময়ুরপঙ্খী চড়ায় বাঁধিয়ে নীচে নেমেছিলাম। কিন্তু—

সৌমিত্রি। বাঘের গর্জ্জনে ভয় পেয়ে আর ময়ুরপঙ্খীতে উঠতে পারেন নি!

অংকুর। তা নয় মশায়, তা নয়! বাঘের গর্জ্জন শুনে মাঝিমাল্লা বেটারা আমাদের ময়ুরপঙ্খীতেও ওঠবার অবকাশ না দিয়েই লঙ্গর তুলে সরে পড়েছিল।

মন্দার। বাড়ী ফিরে গিয়ে ওদের সব বেটাকে পিঠমোড়া করে বাঁধিয়ে গজপৎ সিংকে দিয়ে লোটা ধোলাই দেওয়াব। আচ্ছা, তা হলে আমরা এখন চলি মশায়, কেমন?

[অগ্রসর]

মন্দার। যাসনি গাধা, দাঁড়া।

অংকুর। আবার দাঁড়াব কেন রে?

মন্দার। উনি আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন, ওকে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হতে নেমনতন্ন করবেন।

সৌমিত্রি। আপনাদের বাড়ী অতিথ্য গ্রহণের সময় আমার নেই

ভদ্রে! ভগবান যদি কখনো সে সুযোগ দেন, নিশ্চয় একদিন পেট ভরে খেয়ে আসব।

অংকুর। সে কবে আসবেন তার ঠিক্ নেই। আজই চলুন না আমাদের সঙ্গে।

সৌমিত্রি। না ভাই, আজ সময় নেই।

অংকুর। —ও কিরে। ভদ্রলোকের মুখের দিকে অমন হ্যাংলার মত হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? ওঁকে তোর খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি?

মন্দার। দূর—হ' ডেঁপো ছেলে! (মৃদু করাঘাত)

অংকুর। ও মশায়—ও মশায়! আপনার নাম ধাম পরিচয় যা কিছু আছে সব আমাকে বলুন তো।

সৌমিত্রি পরিচয় নিয়ে কি হবে?

অংকুর। বাবাকে বলে একটা ঘটক পাঠিয়ে দোব, বুঝতে পারছেন না?

(সৌমিত্র হাসিয়া উঠিল)

মন্দার। তবে রে ডেঁপো ছেলে— (তাড়া করিলে অংকুর হাসিতে হাসিতে দৌড় দিল, এবং চিৎকার করিয়া বলিল। তোর হবু বরের পরিচয়টা ভাল করে জেনে আসিস্ দিদি।)

সৌমিত্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—আপনার ভাইটি যেন হাসির ফোয়ারা।

মন্দার। ভারী ডেঁপো ছেলে। মানুষকে এমন লজ্জায় ফেলে দেয়।

সৌমিত্রি। দুষ্টু ছেলে যে আপনাকে একা ফেলে রেখে ময়ূর পঙ্খীতে উঠল।

মন্দার ওঃ, তাই তো! অংকুরটা ভারী দুষ্টু! তা হলে আজ আপনি আমাদের আতিথ্য নিয়ে মা বাবাকে খুশী করবেন না?

সৌমিত্রি। আজ সে অবসর নেই দেবী! যে উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছি, তা সফল হলে, নিশ্চয় আপনাদেব বাড়ী গিয়ে অতিথি হব হ্যাঁ, কথায় কথায় আপনার পরিচয় তো নেওয়া হল না।

মন্দার। আমি এই ভোলানগরেরই রাজকন্যা। [চলিয়া গেল।

সৌমিত্রি। না—না, আর দেখা করব না! আজকের এই মধুর আলাপ—একি! ওরা যে আমার মনের মাঝে একটা ছাপ মেরে চলে গেল।

তড়িৎ গতিতে অম্বরনাথ আসিল।

অম্বর। ওই দুর্যোধন রায়েরই পুত্র কন্যা ময়ুরপঙ্খীর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বন্দী করুন, ওদের বন্দী করুন।

সৌমিত্রি। কেন? ওদের বন্দী করে কি হবে?

অম্বর। অনেক কাজ হবে মহারাজ। ওদের বন্দী করলেই বিনা রক্তপাতে আপনার ভাইকে ফিরে পাবেন।

সৌমিত্রি। আমার ভাই সারাজীবন বন্দী থাকলেও নারী আর শিশু নির্য্যাতনের মাধ্যমে আমি তাকে মুক্ত করতে চাইনা।

অম্বর। রাজা!

সৌমিত্রি। এখন দেখছি আপনারা দু'মুখো সাপ, যখন যে দিকে সুযোগ পাবেন সেই দিকেই ছোবল মারবেন।

অম্বর। আমার সম্বন্ধে যদি এই ধারণা, তা হলে কি বিশ্বাসে ভোলানগর আক্রমণে এলেন?

সৌমিত্রি। নিজের শক্তি সামর্থের উপর বিশ্বাস রেখে ভোলানগর আক্রমণে এসেছি।

অম্বর। তা হলে আমাকে যে কথা দিলেন—

সৌমিত্রি। তা রাখব, যদি আপনি শয়তানি না করেন। এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন সেনাপতি! আপনার মত দেশদ্রোহীকে পিছনে রেখে, যে যুদ্ধযাত্রা করে তার মত নির্ব্বোধ আর ভারতে নেই।

[চলিয়া গেল

অম্বর। আচ্ছা! আগে ভোলানগরের সিংহাসনটা অধিকার করি, তারপর তোকে পশুর মত হত্যা করব!

[চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

ভোলানগরের রাজপ্রাসাদ

উত্তেজিতভাবে দুর্য্যোধন রায় ও পশ্চাতে নবারুণ আসিল।

দুর্য্যোধন। পশুর মত হত্যা করব, নিজহাতে আমি অকৃতজ্ঞ মাঝি-গুলোকে পশুর মত হত্যা করব!

নবারুণ। উত্তেজিত হবেন না মহারাজ, উত্তেজিত হবেন না। বেশ স্থির মনে ভেবে দেখুন—

দুর্য্যোধন। ভেবে দেখবার কিছু নেই নবারুণ। ওই অকৃতজ্ঞ মাঝি-গুলোর উপরেই মন্দার আর অংকুরের দায়িত্ব দিয়ে রাণীও নিজে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে ময়ূরপঙ্খী ছেড়েছিল, ওরা সে দায়িত্ব করেনি।

বিশাখা আসিল।

বিশাখা। ওরা সে দায়িত্ব পালন করেনি বলে একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন! আর আপনার রাজদরবারের বিশিষ্ট রাজপুরুষরা যে আজ কেউ কোন দায়িত্ব পালন করছেনা তার কি প্রতিকার করছেন?

দুর্য্যোধন। আমার রাজ দরবারে তেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্ম্মচারী কেউ নেই।

নবারুণ। আছে বৈ কি মহারাজ!

দুর্য্যোধন। কে তার নাম বল?

নবারুণ। আমার দাদা।

দুর্যোধন। (উত্তেজিত ভাবে) নবারুণ!

নবারুণ। মহারাজ!

দুর্যোধন। তোমার সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল, বুঝতে পারছ ?

নবারুণ বুঝতে পারছি বৈকি প্রভু। বর্ত্তমানে আপনার ধারণা হয়েছে দাদার সৈন্যপত্যের উপরে আমার নজর পড়েছে।

দুর্যোধন। অস্বীকার কবতে পার ?

বিশাখা। নিশ্চয়। আপনার দৃষ্টি নবারুণের অন্তরদেশ পর্য্যন্ত পৌছতে পারেনি বলেই আজ এ কথা বলতে পারলেন রাজা।

দুর্যোধন। নবারুণের হয়ে সাক্ষী দিতে এস না রাণী, ঠকে যাবে।

বিশাখা। আমি ঠকব না রাজা। নবারুণকে সন্দেহের চোখে চোখে দেখলে আপনিই ঠকে যাবেন

• দুর্যোধন তাই না কি! আজকাল তুমিও রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ ?

বিশাখা। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আজ আমার হয়েছে রাজা।

দুর্যোধন। কেন ?

বিশাখা। হাজার হাজার প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা অযোগ্য বলে।

দুর্যোধন। সাবধান রাণী! শুধু তুমি বলেই আজ আমাকে এতবড় দুর্ণাম দিয়েও শাস্তির কবল থেকে অব্যাহতি পেলে; অন্য কেউ একথা বল্লে তার জিভ্‌টা কেটে নিতাম।

নবারুণ। মহারাণীকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে নিজের অপরাধ এড়িয়ে যেতে পারবেন না মহারাজ।

দুর্য্যোধন। (উচ্চকণ্ঠে) নবারুণ!

নবারুণ। জন্মভূমীর কল্যাণে আজ আমি সমস্ত প্রজার তরফ থেকে আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত চাইতে বাধ্য হচ্ছি মহারাজ।

দুর্য্যোধন। কিসের কৈফিয়ত?

নবারুণ। যার উপর সন্দেহ ক'রে আমি রাত্রের গভীর আঁধারে এক বিদেশীকে বন্দী করে কারাগারে রেখেছি! সেই সেনাপতিকে কেন এখন ছুটি দিলেন?

দুর্য্যোধন। তার কৈফিয়ত পাবে না!

বিশাখা। (উচ্চৈস্বরে) মহারাজ!

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ রাজা দুর্য্যোধন রায়কে তোমরা এখনো দেখতে পাওনি রাণী, দেখছ মামুলী মানুষ দুর্য্যোধনরায়কে।

নবারুণ। রাজা দুর্য্যোধন রায়কেই আমরা দেখতে চাই। দেশ-দ্রোহীতে দেশ ভরে গেছে প্রভু! আজ আর আপনার ঘুমিয়ে থাকা চলেনা।

দুর্য্যোধন। আমি ঘুমিয়ে নেই নবারুণ! সজাগহয়ে রাজ্য পাহারা দিচ্ছি, আর দেখছি কিভাবে আমার রাজ দরবারে আজ শয়তানি চক্র গড়ে উঠছে।

বিশাখা। ও বিদ্রোহচক্র আপনি ভেঙ্গে দিন মহারাজ।

দুর্য্যোধন। ধীরে—পত্নী, ধীরে। ও বিদ্রোহচক্র ভেঙ্গে দিতে হলে গোপনে এক একজন করে শয়তানকে দরবার থেকে সরিয়ে ওদের দুর্ব্বল ক'রে ফেলতে হবে। তারপর চক্রের নেতা প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী ক'রে অন্ধকার কারাগারে অনাহারে শুকিয়ে মারতে হবে।

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। বন্দী পালাচ্ছে বন্দী পালাচ্ছে)

নবারুণ। বন্দী পালাচ্ছে! কোন বন্দী পালাচ্ছে আমি দেখে আসছি মহারাজ!

[দ্রুত প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। আমার সুরক্ষিত কারাগার থেকে বন্দী পালাচ্ছে কোন শয়তান রক্ষীরই সাহায্যে। শয়তান—শয়তান, চারিদিকে আজ শয়তান।

শিখিধ্বজ। শয়তান—শয়তান, আমি আজ মূর্ত্তিমান শয়তান। আমাকে অন্ধকার কারাগারে রেখে নির্য্যাতন করার শাস্তিটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর পাষণ্ড! (পিস্তল তুলিলে বিদ্যুৎগতিতে বিশাখা শিখিধ্বজের সম্মুখে আসিয়া বলিল)

বিশাখা। মেরনা, আমাব ্বামীকে মেরনা, আমার স্বামীকে মেরনা।

[তন্মুহূর্ত্তে ঝড়ের বেগে নবারুণ ছুটিয়া আসিয়া ব'ঘের মত পশ্চাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শিখিধ্বজের হাত মুচড়াইয়া পিস্তল কাড়িয়া লইল]

দুর্য্যোধন। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,! শয়তানদের সব শয়তানির অবসান করে দিতেই আজ থেকে সুরু হল কর্ম্মবীর দুর্য্যোধন রায়ের অভিযান। কষাঘাত কর নবারুণ' শয়তানকে অবিরাম কষাঘাতে জর্জ্জরিত কর।

(নবারুণ শিখিধ্বজকে অবিরাম কষাঘাত করিতে লাগিল)

শিখিধ্বজ ওঃ—ভগবান, ভগবান।

নবারুণ। ভগবান নয়! বল শয়তান, শয়তান (সহসা নেপথ্যে বহুকণ্ঠে বলিল। আক্রমণ করেছে, আক্রমণ করেছে।)

দুর্য্যোধন। আক্রমণ করেছে! কোন শত্রু আমাদের অকস্মাৎ আক্রমণ করেছে?

অম্বরনাথ ছুটিয়া আসিল।

অম্বর। অমরপুরের রাজা আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করেছে মহারাজ।

নবারুণ। সে আক্রমনের মূলে তুমিই তো রয়েছ দাদা!

অম্বর। সাবধান নবারুণ! মহারাজের সামনে আমাকে দোষী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিস না!

বিশাখা। তুমিও সাবধান দেশদ্রোহী! বিদেশীকে দিয়ে জন্মভূমি আক্রমণ করিয়ে যে অপরাধ করেছ, তার শাস্তি—

দুর্য্যোধন। প্রাণদণ্ড! কিন্তু অম্বরনাথের দেশদ্রোহীতার হাতে হাতে প্রমাণ না পেলে আমি তোমাদের সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে কোন দণ্ড দেবনা।

নবারুণ। মহারাজ!

দুর্য্যোধন। বিদেশী এসেছে দম্ভ ভরে তোমার শ্যামল দেশের বুকে রক্তের আলপনা এঁকে দিতে। যাও, যাও বীর অস্ত্রের প্রতিযোগীতায় তাদের অভ্যার্থনা করা। নরমুণ্ডের মিনারে গেঁথে তাদের চোখ বাঁধিয়ে দাও! তাদেরই মৃতদেহের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ভোলানগরেব বিজয় বৈজয়ন্তি উড়িয়ে দাও!

নবারুণ। ভোলানগরের বিজয় বৈজয়ন্তি বুকে আঁকড়ে ধরে আমি মরণ দেবতার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি মহারাজ। কিন্তু এইসব দেশ-দ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

দুর্য্যোধন। নবারুণ।

নবারুণ। কারা পলায়িত বন্দীকে এইবার আপনার এই প্রাসাদের মধ্যে লোহার পিঁজরেয় আটকে বেথে আমরা যুদ্ধে চল্লাম প্রভু! যুদ্ধ শেষে আপনি এর বিচার করবেন।

শিখিধ্বজ। না—না। আমি লোহার পিঁজরেয় আটকে থাকতে পারব না থাকতে পারব না, আমাকে তোমরা বধ করে!

বিশাখা। এত সহজে তোমার মৃত্যু হবে না বিদেশী। আমরা তোমাকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করাব। কুকুরের মত একে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লোহার পিঁজরেয় আটকে বাখ নবারুন। অন্তঃপুর রক্ষিরা মাঝে মাঝে একে বাইরে থেকে কষাঘাত করবে।

[চলিয়া গেল

নবারুণ। আয়, চলে আয় শয়তান

শিখিধ্বজ। না—না, আমি যাব না। আমি যাব না!

নবারুণ। তোকে যেতে হবে। আয়—আয়—আয়। (কষাঘাত করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল)

অম্বর। (চঞ্চল হইয়া) বন্দির প্রতি এ আচরণ নীতি বহির্ভূত মহারাজ।

দুর্য্যোধন। নীতির দোহাই সবার আগে তোমাকেই দণ্ড নিতে হবে অম্বর নাথ!

অম্বর। মহারাজ!

দুর্য্যোধন। বিদেশী আজ বুকের উপরে চেপে বসেছে এখন আত্ম-কলহের সময় নয়। চল—বন্ধু, চল। তোমাকেই সৈন্যপুরো ভাগে

দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, আমার সামনে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আজকের এই আক্রমণের জন্যে তুমি দায়ী নও। সমস্ত ভোলানগরের মানসম্ভ্রমের ভার নিয়ে বিদেশীদের দেখাতে হবে তুচ্ছ স্বার্থের মোহে ভুলপথে পা দিলেও তুমি এই দেশেরই বীর সন্তান, এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাজতে পার মূর্তিমান শয়তান।

[অম্বরনাথসহ চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাত্যায়ণীমন্দিরের চত্বরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তিধর গাহি তছে।

কীর্ত্তিধর গীত

অসুর নাসি'ত নেচেছিলি যেমন
তেমনি নাচন দেখা মা কালী।
শোণিত পিপাসা মিটাইতে তোর
ধর খর্পরি ও মা করালী॥
গলায় দোলা কাটামাথা মালা
ত্রিনয়নে দেখা আগুনের থালা।
রাঙা পদতলে অসুরের মেলা—
আছে রক্তজবা হাসি দীপ জ্বালি॥

পট্টবস্ত্র পরিহীতা কাত্যায়ণী আসিল।

কাত্যায়নী। ওরে,না—না, তোরা আমার মাকে আর ভীমা ভৈরবী মুর্ত্তিতে সাজতে বলিস না। আজ সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বংসের খেলা চলেছে, তার উপরে বিশ্বজননী অসুর নাসিনী মুর্ত্তি ধরলে জীবকুল যে মুহূর্ত্তে ধ্বংস হয়ে যাবে।

কীর্ত্তি। তাই যাক ভৈরবী মা। এই পোড়া দেশের মানুষগুলো আজ আর কেউ কাউকে সুখে সচ্ছন্দে খেতে পরতে দিতে চায় না।

একজনের সংসার একটু গুছিয়ে উঠলেই আর একজন চেষ্টা করে কি কৌশলে তাকে পথের ভিখারী করবে।

মৃণালিণী। এটা যে মা মহামায়ারই খেলা রে কীর্ত্তিধর। উত্থান-পতন না থাকলে সৃষ্টিটা যে অচল হবে বাবা।

ঘেঁটুরাম আসিল।

ঘেঁটুরাম। অচল—অচল, সব বেটা অচল! পুরুত ঠাকুরকে বল্লুম সওয়া পাঁচআনা খরচের মধ্যেই আমার মাঠাকরণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধটি সেরে দিতে, তা গাধাটা বলে কি না—

কীর্ত্তি। সওয়া পাঁচ টাকা খরচ হবে।

ঘেঁটুরাম। তুই জানলি কেমন ক'রে? আমার মাঠাকরুনের বাৎসরীক শ্রাদ্ধের জন্যে পুরুত সওয়া পাঁচ টাকার ফর্দ্দ দিয়েছে তুই জানলি কেমন করে?

কীর্ত্তি। আমিও জানি। আপনি একটি বামুনের ঘরের গরু বলেই—

ঘেঁটুরাম। কি—কি বল্লি ব্যাটা ছোটলোক? আমি—

পুটিরাম আসিল।

পুঁটিরাম। গরু—গরু!

ঘেটুরাম। কি—কি বল্লি বেটা কামার!

পুঁটিরাম। কি বল্লে? ধামার? কে ধামার গাইচ্ছে হে ঘেঁটুঠাকুর?

ঘেঁটুরাম। তোর বোনাই।

পুঁটিরাম। এই ঘেঁটুঠাকুর! হুঁসিয়ার হয়ে কথা বল বলছি। তুমি আমার বোনাই?

ঘেঁটুবাম। তুই বেটা আচ্ছা কালা।

পুঁটিরাম। শালা। এখনো বলছ আমি তোমার শালা? তবে রে বামুনের নিকুচি করছে। [কোমরে গামছা বাঁধিল]

কীর্ত্তি। আরে—আরে করছ কি পুঁটিবাম দা।

পুঁটিবাম। ছেড়ে দে, ছেঁড়ে দে কীর্তে। আজ বামুন মেরে নরকে যাব।

মৃণালিণী। নবকেই তোকে যেতে হবে হতভাগা। যা, যা এখান থেকে।

পুঁটিবাম। [মুখ ভার করিয়া] তা যাচ্ছি মা। কিন্তু ঘেঁটুঠাকুর আমাকে শালা বল্লে কেন?

মৃণালিণী। তোব মুণ্ডু বলেছে। উনি বল্লেন তোকে কালা, তুই শুনলি উল্টো।

পুঁটিরাম। ও, তা হলে ঘেঁটুঠাকুব শালা বলেনি। এ—হে, তা হলে তো ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।

ঘেঁটুরাম। অন্যায় না? [কানের কাছে মুখ দিয়া] তুই আমাকে গরু বল্লি কেন?

পুঁটিরাম। আঃ—চেঁচাচ্ছ কেন? আমি কি কালা নাকি? কানে একটু খাটো আছি। তবে তোমাকে তো গরু বলিনি ঠাকুর?

ঘেঁটুরাম। বলিস নি?

পুঁটিরাম। উঁহু। মন্দিরে গরু ঢুকে থালা শুদ্ধ নৈবিদ্যি খেয়ে গেল, তাই বলছিলুম।

ঘেঁটুরাম। ও, তাই গরু, গরু করছিলি ?

কীর্ত্তি। পড়ল কথা সভার মাঝে যার ব্যাথা তার গায়ে বাজে।

ঘেঁটুরাম। এই তুই বেটা যত নষ্টের গোড়া। তুই আমাকে—

কীর্ত্তি। গরু বলেছি, আবার বলব, আবার বলব, আবার বলব।

[চলিয়া গেল

ঘেঁটুরাম। তবে রে বেটা চাষা। এই পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিচ্ছি—

পুঁটিরাম। [ঘেঁটুরামকে জড়াইয়া] সাপ। কৈ সাপ ? কোথা সাপ হে ঘেঁটুঠাকুর ?

ঘেঁটুরাম। ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দে বেটা কালা ! আমার অভিশাপ দেওয়ার ভাবটা তুই বেটা একেবারে নষ্ট করে দিলি ?

মৃণালিনী। আপনাদের শাপ-শাপান্ত বন্ধ রেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে যান দেখি। রাজার কল্যাণে আজ মায়ের কাছে বিশেষ রকম পুজো হবে, যজ্ঞ হবে।

ঘেঁটুরাম। তা হোক না, হোক না ! আমি ও তো তোমার বিশেষ রকম পুজা যজ্ঞ দেখতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এসেছি।

পুঁটিরাম। কি বল্লে ঘেঁটুঠাকুর ? ভালবেসেছি। কাকে ও কথা বল্লে ? ভৈরবী মাকে বুঝি ? ও, এইবার বুঝেছি কেন তুমি দিনে বিশবার ক'রে মন্দিরে এস। তোমার নষ্টামী মতলব এখানে টিকবে না বাবা। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও মন্দির থেকে।

ঘেঁটুরাম। কি গো ভৈরবী ঠাকরুণ। তুমি চুপ ক'রে আছ যে ? তোমার কালা চাকর ত এক তরফা বক্তৃতা ক'রে গেল। তুমিও কি ওর সুরে সুর ভিড়োবে না কি ?

মৃণালিণী। কালা হলেও অনুমানটা ওর ভুল কিনা আপনিই চিন্তা ক'রে দেখুন! দিনে বিশবার কেন যে আপনি মন্দিরে আসেন তা যেমন ও বুঝে ফেলেছে, তেমনি আমিও আপনার মত সব বুঝি।

ঘেটু রাম। এঁ্যা, বুঝেছ? মাইরী বুঝেছ? তা হলে আর আমাকে নাচাচ্ছ কেন বলতো। হুকুম করলেই আমি ঘরদোর ছেড়ে এই মন্দিরে আস্তানা গাড়ি।

পুটিরাম। দাঁত বার ক'রে আবার মায়ের দিকে এগিয়ে আসছ যে ঠাকুর? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও।

ঘেঁটুরাম। তা যাচ্ছি বেটা! কিন্তু আজকের অপমান আমি ভুলব না ভৈরবী! তোমার সতী গিরীর ধ্বজা ভেঙ্গে দিয়ে এই কাত্যায়ণী মন্দির থেকে তোমাকে কুকুরের মত যদি তাড়াতে না পারি তো আমি বামুনের ছেলে নই।

[চলিয়া গেল

পুটিরাম। ঘেটুঠাকুর ভারী নচ্ছার লোক মা। ওকে আর মন্দিরে ঢুকতে দিওনা

মৃণালিণী। তা কি পারি বাবা? মায়ের মন্দির সকলেরই জন্তে খোলা আছে। কাউকে এখানে আসা যাওয়ার নিষেধ করতে পারি না।

আলুনায়িতাকুন্তল তারাদেবী ছুটিয়া আসিল

তারা। মা মা, গতরাত্রে আমি কেন স্বপ্ন দেখলুম?

মৃণালিণী। কি স্বপ্ন দেখেছ মা?

তারা। স্বপ্ন দেখলুম যেন একদল রাক্ষস সৌমিত্রকে তাড়া করছে, বাছা আমার প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা পুষ্করিণীতে পড়ে গিয়ে

আর্ত্তকণ্ঠে মা মা বলে চিৎকার ক'রে আমাকে ডাকছে। আমি দৌড়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখি সে পুষ্করিণীতে জল নেই শুধু রক্ত জমাট রক্ত।

দ্রুতপদে বলবন্ত আসিল

বলবন্ত। রক্ত—রক্ত, ভোলানগরের পথ ঘাট রক্ত নদীতে পরিণত হয়েছে, তার মাঝখান থেকে—একি! রাজমাতা?

তারা। হ্যাঁ অস্ত্রাচার্য্য! আমি রুদ্ধশ্বাসে আপনাদের অপেক্ষা করছি। বলুন বলুন আমার সৌমিত্রি—

বলবন্ত। সবাহিনী বন্দী হয়েছে মা।

মৃণালিণী ও তারা। বন্দী!

বলবন্ত। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। আমার শতবাধা অতিক্রম করেও রাজা সরাসরি ভোলানগরের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছে।

তারা। নগর রক্ষার যে সমস্ত সৈন্য আছে তাদের আপনি শ্রেণীভাবে দাঁড় করান অস্ত্রাচার্য্য। আমার সৌমিত্রির উদ্ধারে আমি নিজে যাব।

বলবন্ত। রাজার উদ্ধারে আপনাকে যেতে হবে না মা! আমিই কৌশল ক'রে তাকে উদ্ধার করে আনব। কিন্তু—

মৃণালিণী। কিন্তু কি বলবন্ত দা?

বলবন্ত। যে উদ্দেশ্যে আমি রাজাকে উৎসাহিত ক'রে ভোলানগর আক্রমণ করিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য বুঝি সিদ্ধ করতে পারলাম না দিদি! ভোলানগরের অত্যাচারী রাজাকে—

মৃণালিণী। পশুর মত বধ ক'রে আমাদের রাজাকে উদ্ধার ক'রে আন বলবন্তদা!

বলবন্ত। ও কথা বলিস না দিদি, ও কথা বলিস না ! ভোলানগরের রাজা না, না, তাকে আমি বধ করতে পারি না, বধ করতে পারি না।

তারা। অস্ত্রাচার্য !

বলবন্ত। আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি মা, হয় রাজাকে উদ্ধার করে আনব, নয় নিজের মৃত্যুই আমি বরণ করব।

মৃণালিনী। না—না ও কথা বলো না বলবন্তদা ! তুমি দীর্ঘায়ু হয়ে থাক, নইলে আমার ব্রত পূর্ণ হবে না।

বলবন্ত। তোর ব্রত পূর্ণ হবে রে দিদি ! তবে আমার সাহায্যে নয় ! তোর ব্রত পূর্ণ হবে তোরই নিরুদিষ্ট স্বামীর সাহায্যে।

[চলিয়া গেল

তারা। অস্ত্রাচার্য্য ও কথা বলে গেলেন কেন মা ? তা হলে কি তোমার স্বামীর সন্ধান উনি জানেন ?

মৃণালিনী। কিছুই তো বুঝতে পারছিনা মা। বিবাহের পরদিন যে তিনি গেছেন আর ফিরে আসেন নি ! তবুও আমি তাঁর আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করছিলাম ! কিন্তু যেদিন থেকে পাগলার মুখে শুনলাম তিনি আবার বিবাহ করেছেন, সেইদিন থেকে তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছি যাক, আর দেরী করব না মা। চল তোমার পুত্রের কল্যাণে মায়ের পূজার আয়োজন করি।

[উভয়ে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভোলানগরের উপকণ্ঠে সীমান্তসৈন্য শিবিরের সম্মুখের খোলামাঠে যুদ্ধরত নবারুণ ও অংকুর আসিল।

নবারুণ। সাবাস, সাবাস ভাই অংকুর! এই বয়েস থেকে এমন অস্ত্র চালাবার কৌশল ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে কেউ জানত না।

অংকুর। তা হলে অস্ত্রচালনা করতে আমি শিখেছি নবারুণ দা?

নবারুন। পুর্ণ মাত্রায় শিখেছ ভাই! এখন তুমি অনায়াসে একজন পারদর্শি অস্ত্রধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে।

অংকুর। তা হলে আমাকে এইবার তুমি যুদ্ধে নিয়ে যাবে তো নবারুণ দা?

নবারুণ। সে নিশ্চয়তা আমি কেমন করে দোব ভাই? তুমি মহারাজের বড আদরের একমাত্র ছেলে, তোমাকে তিনি মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে যেতে দেবেন কেন?

অংকুর। তা যদি না দেন তাহলে আমি মিছি মিছি এতকষ্ট করে অস্ত্রচালনা শিখলুম কেন?

নবারুণ। তোমার অস্ত্রশিক্ষা বিফল হবে না ভাই! বড় হয়ে যখন রাজমুকুটপরে সিংহাসনে বসবে, তখন এই অস্ত্রশিক্ষাসাফল্য মণ্ডিত হবে। (নেপথ্যে তুর্য্যধ্বনি) একি! সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করিয়ে তো আমি তোমার অস্ত্র পরীক্ষা নিয়েছি! তবে—(পুনঃরায় তুর্য্যধ্বনি) ঐ আবার

তূর্য্যধ্বনি! আমি দেখে আসছি অংকুর, তুমি ততক্ষণ নিজে নিজে অস্ত্রচালনা অভ্যাস কর।

[দ্রুত চলিয়া গেল

অংকুর। দূব! নিজে নিজে যুদ্ধ শেখা যায় নাকি! নবারুণ দা। কি যে বলো তাব ঠিক নেই। যুদ্ধের বিপক্ষ লোক চাই তো! কিন্তু গান একাই গাওয়া যায়। একাই আছি যখন একখানা গানই গাই। (গাহিল)

গীত

পলাশ বনে রাঙা তপন—
ঘুমিয়ে দেখে মধুর স্বপন
গুন গুণিয়ে মৌমাছি দল
উড়ছে ফুলে ফুলে ॥

[এই গান শেষ হতে না হতেই পিছন হতে অম্বরনাথ বড় একটি চাদর চাপা দিয়া অংকুরকে কাঁধে তুলিল।

অংকুর। কে—কে?

অম্বর। চোপ।

মুখ চাপিয়া ছুটীয়া পালাইল কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত্ত বলবন্ত একজন মশাল ধারীকে সঙ্গে লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিল।

বলবন্ত। এগিয়ে যা এগিয়ে যা শিবির শ্রেণীর পিছন দিকে গিয়ে একটা শিবিরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে আয়, তা হলেই সব শিবিরে আপনা আপনি আগুন লেগে যাবে।

মশালধারী। (চাপাস্বরে) তাহলে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিন, আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি এলুম বলে।

চলিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে নবারুণ অংকুর অংকুর
বলিয়া ডাকিল, বলবন্ত দূরে লক্ষ্য করিয়া বলবন্ত
একপার্শে আত্মগোপন করিল, নবারুণ আসিল

নবারুণ। অংকুর—অংকুর একি, অংকুর গেল কোথায় এ (এইবার দুইহাতে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া) অংকুর। অংকুর। একি। শিবির শ্রেণীর পিছন থেকে অত আগুনের শিখা জেগে উঠল কেন? ওকি। দেখতে দেখতে এক এক করে সমস্ত শিবির যে জ্বলে উঠল। নিশ্চয় গোপনে শত্রু এসে সীমান্ত সৈন্য শিবিরে আগুন দিয়েছে [নেপথ্যে বহুকণ্ঠে বলিল আগুন, আগুন] (চীৎককারে) অংকুর—অংকুর চারিদিকে আগুন লেগেছে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এস। অংকুর—অং ।

ছুটিয়া অগ্নিমধ্য হইতে ...ুরের সন্ধানে যাইতে গেলে
বলবন্ত সম্মুখে আসিয়া তরবারি দ্বারা গতিরোধ
করিলে নবারুণ চমকিত হইল।

নবারুণ। কে—কে।

বলবন্ত। হাঃ—হাঃ—হাঃ। শয়তান।

নবারুণ। পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও অস্ত্রধারী। ওই আগুনের মধ্যে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু অসহায় অবস্থায় পুড়ে মরছে। তাকে উদ্ধার করে এনে আমি তোমার যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দোব।

বলবন্ত। হবে না, হবে না। রাজা দুর্য্যোধন রায়ের কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, সবাইকে পুড়িয়ে মারতেই আমি এসেছি।

[আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধরত হইয়া চলিয়া গেল.

গীতকণ্ঠে তিনকড়ি আসিল।

তিনকড়ি।   গীত

আগুনের খেলা চলে চারিধারে
পুড়ে হল সব ছাই।
আকাশের বুকে জাগে হাহাকার
কাদে মেঘ জল নাই॥
মানুষে ভুলেছে আজি দয়া মায়া—
পড়েছে ধরায় ধ্বংসের ছায়া।
মহাকাল নাচে মহাকালি সাথে
আজি সন্তান বলি চাই॥

বলবন্ত আসিল।

বলবন্ত। কে—কে? ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য দেখে কে উদাত্ত কণ্ঠে মহাকাল মহাকালির আহ্বান গীতি গাইছে? কে—কে? তিনু পাগলা?

তিনকড়ি। হ্যাঁ—হ্যাঁ দাদা। ভারী জবর খবর এনেছি। দুর্য্যোধন রায়ের ছেলেকে ওর শয়তান সেনাপতিটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

বলবন্ত। চুরি ক'রে ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় গেছে বলতে পারিস্?

তিনকড়ি। যাবে আর কোথা? নিশ্চয় কোন ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে মেরে ফেলতে নিয়ে গেছে।

বলবন্ত। এ্যাঁ—(চমকিত হইল) না—না, তাকে মেরে ফেলতে দেওয়া হবে না। ঐ ছেলেটাই হবে দুর্য্যোধন রায়কে জব্দ করবার ব্রহ্মাস্ত্র! তিনে! তুই যা—যা! যেমন ক'রে হোক সেনাপতি অম্বরনাথের খোঁজ ক'রে তার কাছ থেকে ছেলেটাকে আমার নাম ক'রে চেয়ে নিয়ে আয়!

তিনকড়ি। তা আমি এখনি যাচ্ছি! কিন্তু তুই যেন দুঃসাহস করে একেবারে দুর্য্যোধন রায়ের এলেকার ভেতরে যেওনা দাদা! সাবধান, সাবধান! [চলিয়া গেল।

বলবন্ত। দুর্য্যোধন রায়! পিশাচ দুর্য্যোধন রায়! একটা নারীর জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি সুখে সচ্ছন্দে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে ভেবেছ? তোমার সুখের ঘরে আমি আগুন ধরিয়ে দোব।

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত অম্বরনাথ বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া পড়িল।

কে—কে?

অম্বর। ভয় নেই—ভয় নেই অস্ত্রাচার্য্য, আমি আপনাদের বন্ধু।

বলবন্ত। সেনাপতি অম্বরনাথ!

অম্বর। আপনার নির্দ্দেশ মত আমি সেই কুৎসিৎ ভিখিরীটাকে দিয়ে দুর্য্যোধনরায়ের ছেলেটাকে আপনাদের কাত্যায়নী মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম।

বলবন্ত। বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন! এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এইবার আমাদের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আপনাদের রাজধানীর দিকে যেতে হবে।

অম্বর। তা হলে আপনার সঙ্গিদের নিয়ে আমার পিছনে আসুন, আমি ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যাচ্ছি ওকারা আসছে? একদল সৈন্যের সঙ্গে নবারুণ মশালনিয়ে এইদিকে আসছে! নিন, নিন, অস্ত্র খুলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুণ, যুদ্ধ করুন!

বলবন্ত। যুদ্ধ করব!

অম্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ কৃত্তিম যুদ্ধ। নবারুণ এসে দেখুক আমি তারই মত রাজভক্ত।

অস্ত্র তুলিল এবং বলবন্তর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল একজন মশালধারীসহ নবারুণ পুনরায় আসিল।

নবারুণ। ওরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শত্রুদের অনুসন্ধান করছে সৈনিক! এস, আমরাও—একি! কে—কে, দাদা?

অম্বর। হ্যাঁ ভাই নবারুণ। বিপক্ষের সৈন্যপরিচালককে আমি এখনি পরাজিত ক'রে তোদের সঙ্গে মিলিত হব! যা—যা, তোরা এব সঙ্গিদের অনুসন্ধান কর, নইলে রাতের আঁধারে রাজধানীতে হানা দেবে।

নবারুণ। রাজধানীতে হানা দিতে আমরা দেবনা। তোমার উপর সন্দেহ করে আমি অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর দাদা! রাজকুমারকে এরা পুড়িয়ে মেরেছে এদের কাটা মাথাগুলো নিয়ে গিয়ে মহারাজকে না দেখালে তাঁর পুত্রশোক নিবারণ হবে না।

[মশালধারীসহ দ্রুত চলিয়া গেল

অম্বর। (যুদ্ধ বন্ধ করিয়া) হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, বাজি মাৎ। আপনার পথ পরিষ্কার হল অস্ত্রাচার্য্য! আসুন, বিদ্যুৎ গতিতে রাজধানীর পথে ছুটে আসুন।

[চলিয়া গেল

বলবন্ত। দুর্য্যোধন রায়। তোমার রাজ্যের মূল আল্গা ক'রে দিয়েছি এইবার হবে চরম পতন।

[চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

উন্মাদের ন্যায় বন্দী সৌমিত্রি ছুটিয়া আসিল।

সৌমিত্রি। কে—কে আমার নাম ধরে ডাকলে? কে আমাকে স্নেহ কোমল স্বরে আমার মায়ের মত—না, না, কেউ তো এখানে নেই! তা হলে নিশ্চয় আমার মনের ভ্রম! কিন্তু তন্দ্রাঘোরে আমি যে স্পষ্ট শুনেছি সৌমিত্রি. সৌমিত্রি বলে আমাকে ডাকছে! (নেপথ্যে দরজা খোলার শব্দ) কে—কে?

সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢাকা মন্দার আসিল,

তাহার হাতে খাদ্যপাত্র।

মন্দার। আমি!

সৌমিত্রি। কে—কে তুমি?

মন্দার। (গায়ের চাদর খুলিয়া) বেশ ভাল করে দেখুন তো আমাকে চিনতে পারেন কিনা!

সৌমিত্রি। চিনেছি, চিনেছি। সেদিন পরিচয় গোপন করলেও আমি জানতে পেরেছি তুমি রাজা দুর্য্যোধন রায়ের মেয়ে।

মন্দার। সত্য।

সৌমিত্রি। তুমি এই গভীর রাত্রে কারাগারে কেন?

মন্দার। আপনাকে মুক্ত ক'রে বাবার কাছে নিয়ে যাব বলে এসেছি।

সৌমিত্রি। ও, তা হলে সেদিনের উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে মুক্তি দিতে চাও।

মন্দার। না, না, আপনার উপকারের বিনিময় দেওয়া যায় না। আপনি মহত, আপনাকে কারারুদ্ধ ক'রে বাবা যে ভুল করেছেন, আমি তার সংশোধনের জন্যেই মুক্তি দিতে এসেছি।

সৌমিত্রি। মাথায় জুতো মেরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার নিয়ম তোমাদের দেশে আছে রাজকন্যা, আমার ও নিয়মটা পরিপাক করতে পারি না।

মন্দার। এ কি বলছেন আপনি ?

সৌমিত্রি। যা স্বাভাবিক তাই বলছি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে বন্দিত্ব নিতে হয়েছে। কিন্তু একজন রাজাকে বন্দী করলে যে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত তা তোমার বাবা জানেন না।

মন্দার। বাবা যে বন্দীদের কোন খোঁজ রাখে না। যা কিছু করে রাজ কর্ম্মচারীরা। নইলে আপনার মত দেব মানবকে—

সৌমিত্রি। যথেষ্ট হয়েছে রাজকুমারী। তোমার মুখে ও তোষামদ বাণী আমি শুনতে চাই না। এখন তুমি যাও, আমি একটু একা থাকতে চাই।

মন্দার। মন থেকে সব অভিমান দূর করে আমার সঙ্গে চলুন বীর। আপনিই আমাদের ভাই বোনের জীবন রক্ষা করেছিলেন শুনলেই বাবা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সসম্মানে আপনাকে মুক্তি দেবেন।

সৌমিত্রি। সে মুক্তি আমি চাইনা রাজকন্যা! মনুষ্যত্বের আহ্বানে আমি তোমাদের ভাই বোনকে বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। সে উপকারের বিনিময়ে মুক্তি নিয়ে আমার মনুষ্যত্বকে কলংকিত করতে পারব না।

মন্দার। না, না, এটা আপনার সেদিনের উপকারের বিনিময় নয়। আমি আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি আপনার এই হীন কারা যন্ত্রনা দেখতে পারছি না বলে।

সৌমিত্রি। কেন রাজকন্যা? আমার জন্যে তোমার এত দরদ কেন? রাজা দুর্য্যোধনের আত্মীয় বান্ধবরা—

মন্দার। অমানুষ! আমার বাবার সম্বন্ধে এত নীচ ধারণা কেন? আপনি সামনা-সামনি তাঁকে দেখেননি—

সৌমিত্রি। খুব দেখেছি। রণক্ষেত্রে দেখেছি রাজা দুর্য্যোধন—

মন্দার। ঘাতকের চেয়েও নিষ্ঠুর। কিন্তু মনুষ্যত্বে তাঁর জোড়া মানুষ একমাত্র আপনি। আজই হাতে হাতে সেই পরিচয় পাবেন বীর। আর দেরী করবেন না, এখনি আমার সঙ্গে কারাগারের বাইরে চলুন।

বিশাখা আসিল।

বিশাখা। বন্দীকে কারাগারের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তোকে দণ্ড নিতে হবে।

মন্দার। মা!

বিশাখা। ছেলেটা সীমান্ত শিবির থেকে ফিরে এল না, আমরা সারা রাত্রি অস্থির হয়ে প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই সুযোগের বুঝি এই সদ্ব্যবহার করছিস কালামুখি?

মন্দার। আদ্যান্ত না জেনে আমাকে তিরস্কার করো না মা।

বিশাখা। আদ্যান্ত আবার কি জানব? এই বন্দী—

মন্দার। তোমার ছেলে মেয়েকে সেদিন বাঘের কবল থেকে রক্ষা করে তোমাদেরও যে ঋণী করেছেন মা।

বিশাখা। মন্দার !

মন্দাব। একদিন বন্দী হয়ে উনি অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করছেন। আমিও জানতে পাবিনি মা ! আজ প্র্যাসাদেব উপর থেকে ওকে বন্দী শালার উঠোনে স্নান করতে দেখে চিনেছি।

বিশাখা। এ সব তোব সাজানো কথা কালামুখী। এ যুবক তোদেব রক্ষা কর্ত্তা নয়।

সৌমিত্রি। আপনাব কন্যা মিথ্যা বলেনি মহারাণী। আমিই—

বিশাখা। সু-কৌশলে এই বন্দীশালাব খোলা মাঠ থেকে, কালা-মুখিকে মজিয়েছ।

মন্দাব। ও কথা বলোনা মা, ও কথা বলোনা তোমাব গর্ভে কখনো স্বৈবিনী কন্যার জন্ম হতে পারে না।

সৌমিত্রি। মাত্র আপনি মাতৃসমা বলে রাজা সৌমিত্রিকে এই অপবাদ দিয়ে এখনো জীবিত আছেন ! কোন পুরুষ এ কথা উচ্চাবণ করলে তার মরা দেহটা এতক্ষণ এই কারাগাবের বুকে গড়াগড়ি যেত।

বিশাখা। অপরাধ করে আবার চোখ রাঙাচ্ছ যে বন্দী ?

মন্দার। উনি কোন অপরাধে অপরাধী নন মা ! ওঁর মত দেব মানব আমাদের দেশে একটিও নেই।

বিশাখা। সাবধান কালামুখী ! আমার সামনে ঐ লম্পট যুবকের তোষামদ করিস না !

সৌমিত্র। কি—আমি লম্পট ?

বিশাখা। শতবার ! এই কালামুখী তোমার ঐ ভুবন ভোলা রূপ দেখে মজে গেছে। তাই রাত দুপুরে কারাগারে এসে তোমাকে চুরী করে নিয়ে পালাচ্ছে।

মন্দার। আমি ওঁকে চুরী করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলুম না মা। বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলব বলেই ওঁকে কারাগারের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

সৌমিত্রি। তোমার বাবাও ঠিক এই রকম উল্টো চাপ দেবেন রাজকন্যা। এ যুগের মানুষ সোজা পথে চলতে চায় না। অপরের চাল চলন ও বাঁকা চোখে দেখে, আর নিজেরাও বাঁকা পথে চলে।

মন্দার। তা হলে মায়ের দেওয়া কলংক অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে আপনি অসহ্য কারাযন্ত্রণা সইবেন?

সৌমিত্রি। তা ছাড়া আর উপায় কৈ, সিংহ আজ জালে পড়েছে, সামান্য ইঁদুরের লাথিও তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

মন্দার। রাজা।

সৌমিত্র। যদি আমার দেশবাসী আমাকে বাহুবলে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে না পারে, তা হলে এই কারাগারে অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরব।

মন্দার। না—না, তা হতে পারে না! আমি আপনাকে মরতে দোব না।

সৌমিত্রি। রাজকুমারী!

বিশাখা। কালামুখী, তোমার সর্বনাশা চোখ দুটোর মোহিনী শক্তিতে মজে গেছে বন্দী।

মন্দার। হ্যাঁ—হ্যাঁ মা! আমি মজে গেছি। তবে ঐ চোখের মোহিনী শক্তির আকর্ষণে নয়। সেদিন উনি আমাদের ভাই বোনকে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করে প্রকৃত মানবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন,

সেইদিন থেকেই আমি ওঁকে ভালবেসেছি। ওঁর গলায় মালা দোব বলে দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিশাখা। তোর সে প্রতিজ্ঞা রসাতলে যাক্ কলঙ্কিনি। এই কে আছিস? একটা চাবুক নিয়ে আয়। আমি নিজহাতে চাবুক মেরে এই শয়তানির পিঠের ছাল তুলে নোব।

মন্দার। তোমার চাবুক তোমার নিজের পিঠেই মার দাম্ভিক। এই বন্দীকে নিয়ে আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

দুর্য্যোধন আসিল।

দুর্য্যোধন। তোকে আর কষ্ট ক'রে আমার কাছে যেতে হবে না মন্দার, আমি নিজেই কারাগারে এসেছি বন্দীর বিচার করতে।

সৌমিত্রি। তাই করুণ, তাই করুণ অবিচারী রাজা। মিথ্যা কলংকের ছাপ গায়ে মেখে আর আমি একটা দিনও এই পাপ কারাগারে থাকতে চাইনা। আপনি আমাকে প্রাণদণ্ড দিন, আমি হাসতে হাসতে মরব।

দুর্য্যোধন। মুখে ও রকম মরবার বক্তৃতা অনেকেই দেয়। কিন্তু সামনে স্থির মৃত্যুকে দেখলে শিউরে ওঠে।

বিশাখা। মরবার সৎসাহস এই লম্পটের নেই রাজা।

দুর্য্যোধন। রাজা জমিদারদের, মরবার সৎসাহস কোনকালে থাকেনা রাণী। চিরদিন গরীবরাই দেশের জন্যে ধর্ম্মের রক্ষায় মরে, এই বন্দীর অপরাধে—

বিশাখা। কারাগার থেকে পালাচ্ছিল।

দুর্য্যোধন। কথাটা উল্টো বলছ রাণী। ও পালায়নি, তোমার মেয়েই ওকে নিয়ে কারাগারের বাইরে যাচ্ছিল।

মন্দার। সত্যি বাবা! উনি যেতে রাজি নন, আমিই জোর ক'রে ওঁকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

দুর্য্যোধন। কেন? এই বন্দী যুবক—

মন্দার। সেদিন বাঘের কবল থেকে আমাদের ভাই বোনকে উদ্ধার ক'রে প্রকৃত মানবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দুর্য্যোধন। এ যুগে প্রকৃত মানুষদের কদর নেই তো মা!

মন্দার। বাবা!

দুর্য্যোধন। সত্যিকারের মানুষদের পেটে ভাত জোটেনা রে বেটি! এ পোড়া যুগে মানবত্বের কোন দাম নেই। কিন্তু আমার দেশ অমরপুরে।

দুর্য্যোধন। কিছু নেই হে ছোকরা; কিছু নেই! দীর্ঘ সতের বছরের কথা। এক ঝড় জলের রাতে আমিও তোমার অমরপুরে এমনি মানবত্বেব পবিচয় দিয়েছিলুম। কিন্তু তার বিনিময়ে ভগবান আমাকে মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর সাজালেন। সমাজধর্ম্ম আমাকে পুণ্যের স্বর্গ থেকে পাপের পল্লল পঙ্কে ফেলে দিলে। প্রকৃতি আমার মধুময় দারিদ্র কেড়ে নিয়ে এই ভোলানগরের কণ্টক আসনে বসিয়ে দিলেন।

মন্দার। বাবা—বাবা!

দুর্য্যোধন। সত্যিকারের মানুষ চেনবার চোখ আমার হারিয়ে গেছে মা! আজ আমি পরস্বপহারী ধনতান্ত্রিক রাজা। আমার বিচারের হাড়িকাঠে পড়ে অনেক নিরপরাধী গরীবের প্রাণ দিয়েছে।

সৌমিত্রি। তেমন রাজাগিরীর ধ্বংস হওয়াই মঙ্গল।

দুর্য্যোধন। যুবক!

সৌমিত্রি। বিচার করুন রাজা। এই কারাগারে আমার বিচার

করুণ! আমি দেখব আপনার রাণীর মত আপনিও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন কি না।

দুর্য্যোধন। রাজা দুর্য্যোধন যেদিন দারিদ্রের স্বর্গ থেকে নেমে ঐশ্বর্য্যের পঙ্কিল পঙ্কে ঝাঁপ দিয়েছে, সেইদিনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যুবক।

বিশাখা। এই যদি আপনার মনের কথা হয়। তা হলে সিংহাসনের মায়া ছেড়ে দিয়ে বনে-জঙ্গলে চলে যেতেই তো পারেন।

দুর্য্যোধন। যাব রাণী! যদি এখনো আমার হারানো সম্পদ ফিরে পাই তা হলে শুধু সিংহাসন নয় তোমার মায়াও ছেড়ে দিয়ে আমি আবার দারিদ্রের সুখ-স্বর্গে ফিরে যাব।

বিশাখা। (চমকিত হইয়া) রাজা!

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। পেয়ে হারাণোর ব্যথা তোমারই মত এক নারী—জান রাণী! বনে-জঙ্গলে যাবার সৎসাহস সেই দিনই ছিল, যেদিন একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার করতুম। কিন্তু আজ যতই সোনার থালায় রাজভোগ খাচ্ছি, ততই মনের দুর্ব্বলতা বেড়ে যাচ্ছে।

বিশাখা। এ দুর্ব্বলতা তোমাকে জয় করতে হবে রাজা। ভাবতে হবে তুমি একটা দেশের রক্ষক। তোমার দেশকে অবজ্ঞা দেখিয়ে এই বন্দী এসেছিল ওর ভাইয়ের উদ্ধারে যুদ্ধ করতে। ফলে হেরে গিয়ে বন্দী অবস্থায়ও তোমার ক্ষতির চেষ্টা করছে। আমিই ওর বিচার করে দণ্ড না দিলে—

দুর্য্যোধন। আমার অবলা মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে দেশে পালিয়ে যাবে।

সৌমিত্রি। আমি চোর নই দুর্য্যোধন রায়।

দুর্য্যোধন। চোর নও ডাকাত—ডাকাত। আমার স্নেহভাণ্ডারে হানা দিয়ে একটা অমূল্য মণি ডাকাতি করেছ। তোমার বিচার করে দণ্ড দিলুম কারামুক্তি।

বিশাখা। রাজা—রাজা।

দুর্য্যোধন। তোমার মন্দার আর অংকুরকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এই নির্ভিক যুবক সত্যিকারের মনুষ্যত্ব দেখিয়েছিল রাণী। সত্য সংবাদ না জেনে এতদিন আমরা ওকে কারাগারে রেখে যে অপরাধ করেছি। তার জন্যে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

সৌমিত্রি। এ মহত্ব দেখিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না রাজা। আমার দাদার উদ্ধারে আপনার ভোলানগর আক্রমণ করেছিলুম্। তার মুক্তি—

দুর্য্যোধন। হবে। হয় কারামুক্তি, নয় পৃথিবী থেকে চিরমুক্তি।

সৌমিত্রি। পৃথিবী থেকে চিরমুক্তি নিতে আপনারাও প্রস্তুত হয়ে থাকবেন রাজা, সাবধান।

[চলিয়া গেল

বিশাখা। ঐ কালামুখীর মুখ চেয়ে তুমি একি করলে রাজা ?

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওই তোমার ভাবী জামাই দেশে ফিরে যাচ্ছে রাণী, ওর দেবত্বকে তুমিও শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তোমার নারীজন্ম সার্থক কর, তোমার নারীজন্ম সার্থক কর।

[মন্দারের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল

বিশাখা। আমার নারীজন্ম সার্থক হবে অংকুরের রাজ্যাভিষেক হওয়ার পরে।

অম্বরনাথ দ্রুত আসিল।

অম্বর। আপনি কারাগারে। তবে যে শুনলুম মহারাজ এখানে এসেছেন।

বিশাখা। কেন—কেন? মহারাজকে কি প্রয়োজন।

অম্বর। বড় দুঃসংবাদ মা। রাজকুমারকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশাখা। এঁ্যা—! (উন্মাদিনীর ন্যায়) ওরে কে আছিস। মহারাজকে সংবাদ দে। বল, আমাদের অংকুর হারিয়ে গেছে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল

অম্বর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ধ্বংসের বীজ রোপণ করলাম।

[চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

ভোলানগরের রাজদরবার

মাথা ও গায়ে শতছিন্ন বস্ত্র ঢাকা দিয়া চোরের মত তিনকড়ি পা টিপিয়া টিপিয়া আসিল।

তিনকড়ি। দরবারের পেছন দিয়ে পাঁচীর টপকে ভেতরে পড়বার সময় একজনও রক্ষিকে দেখলুম না। এত অসাবধান দুর্য্যোধন রায় তাই তার কর্ম্মচারীরা যা ইচ্ছে তাই করছে।

দ্বাররক্ষী। (নেপথ্যে) দরবার কা ভিতর মে কৌন হ্যায় রে ?

তিনকড়ি। নাও, এতক্ষণে ছাতুখোর বেটাদের টনক নড়েছে। দশ পনের জনে জমায়েত হয়ে বোধ হয় গাঁজা টানছিল, হঠাৎ এ দিকে নজর পড়ে গেছে।

রক্ষী। (পুনরায় নেপথ্যে) আরে কৌন হ্যায় রে ?

তিনকড়ি। তোদের মেশ মশায় হ্যাঁয় রে মেড়ুয়া বাদী বেটারা। ওকারা আসছে যে। না, আর নয়, এইবার লুকিয়ে পড়ি।

দ্রুত সরিয়া গেল আগে আগে দুর্য্যোধন ও পশ্চাতে চারুদত্ত আসিল।

চারুদত্ত। মুক্তি দিন—মুক্তি দিন মহারাজ! আমাদের রাজকে যখন দয়া করে মুক্তি দিয়েছেন। তখন তার দাদাকেও—

দুর্য্যোধন। মুক্তি দোবনা !

চারুদত্ত। মহারাজ!

দুর্য্যোধন। আপনাদের রাজা অপরিণত বয়স্ক তরুণ হলেও সত্যিকারের মানুষ, আর তার দাদা শয়তান, শয়তান।

চারুদত্ত। আপনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা, তাই আপনি তাকে চিনে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের নবীন রাজা—

দুর্য্যোধন। বোকা, বোকা, নিতান্ত বোকা আর গোঁয়ার। নইলে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ওপরে অগাধ বিশ্বাস রাখতে পারে?

চারুদত্ত। রাজার অগাধ বিশ্বাসের জন্যেইতো আজ অমরপুরের বহু প্রজা রাজোদ্রোহী।

দুর্য্যোধন। তাহলে আপনি আজ এ অনুরোধ করতে এসেছেন কেন?

চারুদত্ত। দায়ে পড়ে। আপনার বর্ত্তমান বন্দী বড় রাজকুমার যত অপরাধ করুকনা কেন তবু রাজার বড় ভাই, তার বন্দিত্ব রাজার অসহ্য।

দুর্য্যোধন। অসহ্য হয় আপনাদের রাজা তোড়জোড় ক'রে আমার ভোলানগর আবার আক্রমণ করুক। আমি পারি তাকে বাধা দোব, না পারি তার শয়তান বড় ভাইটাকে ছেড়ে দোব।

চারুদত্ত। আবার যুদ্ধের কথা কেন রাজা?

দুর্য্যোধন। যুদ্ধই যে বর্ত্তমান জগতের অঙ্গ-স্বরূপ। দ্বাপরের রাজা দুর্য্যোধন দম্ভ ভরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। আর এই পাপ কলিযুগের নগণ্য একটা দেশের রাজা দুর্য্যোধন দম্ভ ভরে আজও বলছে বিনা যুদ্ধে শিখিধ্বজকে ছেড়ে দোব না!

চারুদত্ত। এখনো বলছি রাজা, সামান্য কারণে অমরপুরের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আমাদের রাজার দাদাকে ছেড়ে দিন।

দুর্য্যোধন। না, না, তা হবে না। ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্ত্তে তার বিচার করব।

চারুদত্ত। মহারাজ।

দুর্য্যোধন। আপনি একটা দেশের প্রবীণ মন্ত্রী, আপনিও দাঁড়িয়ে দেখে যান শয়তানের বিচার ঠিক হয় কি না। এই, কে আছিস্? অন্তঃপুরে পিঁজরের মধ্যে যে বন্দী আছে তাকে নিয়ে আয়।

চারুদত্ত। সেকি। আমাদের বড় রাজকুমারকে পিঁজরের আটকে রেখেছেন?

দুর্য্যোধন। তারমত ভ্রাতৃদ্রোহীকে যোগ্য স্থানেই রাখা হয়েছে।

চারুদত্ত। আপনার রাজ্যে এসে বড় কুমার কি অপরাধ করেছে রাজা?

দুর্য্যোধন। বিচারের সময় তা শুনতে পাবেন।

একজন রক্ষী হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাধা অবস্থায়
শিখিধ্বজকে আনিল।

শিখিধ্বজ। আমাকে ছেড়েদে, আমাকে ছেড়ে দে রক্ষী। আমি এখনি ঐঅবিচারী রাজার মাথাটা—

দুর্য্যোধন। ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু সে চিন্তাটা আপাততঃ ছেড়ে নিজের মাথার চিন্তাটা করতে হবে যে বন্দী।

চারুদত্ত। ঔধ্যত্ব ছেড়ে রাজার কাছে করজোড়ে মুক্তি চেয়ে নাও বড় রাজকুমার।

শিখিধ্বজ। মুক্তি চাইব ঐ শয়তানের কাছে?

দুর্য্যোধন। বাধা মাধব! অমন পাপ কাজ করতে আমিও বলি না বন্দী!

চারুদত্ত। মহাবাহু!

দুর্য্যোধন। ছোট ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে যে পাষণ্ড বিদেশীর কাছে সাহায্য নিতে আসে, তার মুক্তি প্রার্থনা করবেন না মহামন্ত্রী!

শিখিধ্বজ। ছোট ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি মিথ্যাবাদী রাজা?

দুর্য্যোধন। সরাসরি আমার সাহায্য চাইলে তো এতদিন শ্মশানে তোমার কালো মাথাটা গড়াগড়ি যেত। তুমি এসেছিলে আমারই কোন এক রাজকর্ম্মচারীকে তোমার বন্ধু ক'রে নিয়ে এক সঙ্গে দু'টো দেশের সর্ব্বনাশ করতে।

চারুদত্ত। এ কি সত্য কথা কুমার?

শিখিধ্বজ। মিথ্যা-মিথ্যা! এ কথাটা এই শয়তান রাজার আগাগোড়া সাজানো।

দুর্য্যোধন। তাই না কি? তাহলে তোমাকেই দেশের মহামন্ত্রীর সামনে তার প্রমাণ করে দিচ্ছি!

শিখিধ্বজ। সে প্রমাণ কে দেবে?

দ্রুতপদে নবারুণ আসিল।

নবারুণ। আমি দোব। আমি দোব!

দুর্য্যোধন। নবারুণ!

নবারুণ। এই বিদেশী ওর বৈমাত্র ভায়ের সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প নিয়ে

আমার দাদাকে দলে টানবার চেষ্টায় রাতের আঁধারে আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ করেছিল মহারাজ।

দুর্য্যোধন। শুনুন—শুনুন মহামন্ত্রী।

শিখিধ্বজ। শোনবার কিছু নেই। এ সব তোমাদের সাজানো কথা। আমি এসেছিলাম—

নবারুণ। ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধ করতে।

চারুদত্ত। ভগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধ। ওঁর তো কোন ভগ্নী নেই রাজকর্ম্মচারী!

দুর্য্যোধন। ছোট ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে মুখে অমন দশটা ভগ্নী সৃষ্টি করা যায় মহামন্ত্রী।

শিখিধ্বজ। ভগ্নীর বিয়ের কথা আমি বলিনি।

নবারুণ। মিছে কথাটা কলাবিদ্যে হিসেবে বোধ হয় কণ্ঠস্থ করেছিলে বন্দী?

দুর্য্যোধন। যে পাষণ্ড দেবতার মত ছোট ভাইকে রসাতলে পাঠিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে চায়। দুষ্ট সরস্বতী আর জিভের ডগায় মিছে কথা জুগিয়ে দেয় নবারুণ।

চারুদত্ত। এ তুমি কি করতে এসেছিলে বড় রাজকুমার! বৈমাত্রেয় ভাই হলেও নবীন রাজা সৌমিত্রি যে তোমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

দুর্য্যোধন। সেই জন্যেই তো দানবের ধর্ম্ম পালনে ও তার সর্ব্বনাশ করতে এসেছিল মহামন্ত্রী।

শিখিধ্বজ। আমি ছোট ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে আসিনি মহামন্ত্রী!

দুর্য্যোধন। না, তা আসবে কেন? গভীর রাত্রে আমার রাজধানীতে এসেছিলে হাওয়া খেতে।

নবারুণ। সে দিন গভীর রাত্রে আমাদের রাজধানীতে এসেছিল যে শয়তানি মতলবে, তা সিদ্ধ করতেও পারেনি মহারাজ। কিন্তু ওর পাপ সঙ্গিরা কালরাত্রে মহোল্লাসে তা সিদ্ধ করতে গেছে।

দুর্য্যোধন। আমাকে আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে রেখোনা নবারুণ, বল—বল, এর পাপ সঙ্গিরা আমার কি সর্ব্বনাশ করে গেছে ?

নবারুণ। এর পাপ সঙ্গিরা কাল সন্ধ্যার পর সীমান্ত দেশের শিবির শ্রেণী পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিয়ে গেছে প্রভু !

দুর্য্যোধন। (উত্তেজিত হইয়া) নবারুণ।

নবারুণ। বলতে জিভটা আড়ষ্ট হয়ে আসছে প্রভু, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ! তবুও সেই মর্ম্মভাঙ্গা দুঃসংবাদ আপনাকে দিতেই হবে।

দুর্য্যোধন। বল—বল নবারুণ। বাঘের গর্জ্জন যখন শুনিয়েছ তখন মাথায় ফেলে দিতে ইতস্ততঃ করোনা ? বল বীর, আরো কি সর্ব্বনাশ তারা করেছে !

নবারুণ। রাজকুমার যুদ্ধ শিখতে জোর ক'রে আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে সীমান্তে গিয়েছিল প্রভু ! পাষণ্ডরা যখন শিবির শ্রেণীতে আগুন দেয় তখন সেও শিবির মধ্যে ছিল—

দুর্য্যোধন। প্রচণ্ড আগুনে তাকেও পুড়িয়ে মেরেছে ?

নবারুণ। হ্যাঁ প্রভু !

দুর্য্যোধন। প্রচণ্ড আগুন শুধু আমার একমাত্র বংশধরকে পুড়িয়ে মারেনি নবারুণ, আমার মর্ম্মস্থলও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে !

চারুদত্ত। মহারাজ—মহারাজ !

নবারুণ। প্রভু—প্রভু !

দুর্য্যোধন। সারা গায়ে জ্বলে আগুন, মর্ম্মস্থলে আগুনের শিখা,

মাথায় চেপেছে হত্যার নেশা। হত্যা, হত্যা, নির্মম হত্যায় আমার পুত্রশোক নিবারিত হবে নবারুণ। (নবারুণের কোষ হইতে তরবারি টানিয়া লইয়া) নিজহাতে আমি এই শয়তানটার মাথা কেটে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি—

শিখিধ্বজের হত্যায় অস্ত্র তুলিতে বলবন্ত আসিল।

বলবন্ত। সাবধান রাজা দুর্য্যোধন! রাজার ভাইকে বধ করলে আমি তোমার দেশটাও ধ্বংস করব।

নবারুণ। এই ওর পাপ সহচরদের নায়ক, ওরই নির্দ্দেশে আজ আপনি পুত্রহারা মহারাজ।

দুর্য্যোধন। তবে ওর কাটা মাথাটাই আগে এই দরবার কক্ষে লুটিয়ে পড়ুক!

(আক্রমণ বলবন্ত স্বীয় অস্ত্রে প্রতিরোধ করিল)

চারুদত্ত। যুদ্ধ থামান মহারাজ, আপনার একমাত্র পুত্র—

বিদ্যুতের মত তিনকড়ি ছুটিয়া আসিল।

তিনকড়ি। মরেনি মন্ত্রি মশায়, বেঁচে আছে—বেঁচে আছে!

বলবন্ত ব্যতিত অন্য সকলে বলিল। বেঁচে আছে!

বলবন্ত। হ্যাঁ দুর্য্যোধন রায়! তোমার মত মনুষ্যহীন পাষণ্ড আমি নই!

দুর্য্যোধন। কে—কে তুমি? তোমাকে যেন চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে! বল বল হে প্রতিপক্ষ; দীর্ঘ সতের বছর আগে এক ঝড়জলের রাতে এই কুৎসিত লোকটার সঙ্গে তুমিও কি শুভ বিবাহের—

তিনকড়ি। সাক্ষি ছিলাম।

বলবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—চমৎকার! দীর্ঘ সতের বছরে সে ধাপ্পাবাজীর কথা এখনো মনে আছে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে পুত্র কন্যা নিয়ে রাজাগিরি করছে দুর্য্যোধন রায়।

দুর্য্যোধন। দীর্ঘ সতের বছরের রাজাগিরি আমার বিষের আগুনে ভরা বন্ধু! বল—বল, মধুর রাতের সঙ্গিনী আমার—

বলবন্ত। হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে রাজা! দীন দরিদ্র দুর্য্যোধন জীবন সঙ্গিনীকে মা মহামায়া চরণে স্থান দিয়েছেন। এখন রাজা দুর্য্যোধনকে তার ধাপ্পাবাজীর কঠোর শাস্তি দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

দুর্য্যোধন। শাস্তি দাও—শাস্তি দাও বন্ধু! পথের ভিখারী দুর্য্যোধন ধর্ম্মের সঙ্গিনীকে কাঁদিয়ে রাজা দুর্য্যোধন সেজে যে অপরাধ করেছে তার বিচার ক'রে তোমরাই তাকে চরম শাস্তি দাও! ওই তীব্র অস্ত্রখানা এই বুকে অমূল বসিয়ে দিয়ে। (বুক পাতিয়া বসিল)

নবারুণ। মহারাজ—প্রভু!

চারুদত্ত। অস্ত্রাচার্য্য—অস্ত্রাচার্য্য!

বলবন্ত। কারো কোন অনুরোধ মানব না। সরে যান, সরে যান মহামন্ত্রি! একটা গরীবের মেয়ের জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে রাজা দুর্য্যোধন যে মহাপাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তে ওকে প্রাণ দিতে হবে। (দুর্য্যোধনের মাথার উপরে অস্ত্র তুলিল, সকলে বাধাদিতে লাগিল বলবন্ত কারো অনুরোধে দৃকপাত করিল না, কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপড়িতে যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে মৃণালিণীর করুণ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল)—ওরে মৃণাল, তুই ও শেষে বাদ সাধতে এলি? ওকি, তোর সিঁথির সিঁদুর থেকে হাজার হাজার আগুনের শিখা ছুটে বেরিয়ে আসছে! ওরে

পোড়ারমুখী! হল না, হল না, রাজা দুর্য্যোধনের শাস্তি দেওয়া হল না।

(অস্ত্র পড়িয়া গেল)

দুর্য্যোধন। রাজা দুর্য্যোধন নই বন্ধু, রাজা দুর্য্যোধন নই। তোমাদের কাছে আমি গরীব ভিখারী দুর্য্যোধন। (দাঁড়াইল)

নবারুণ। এই বিদেশী আপনার মাথার উপরে হত্যার খড়্গ তুলেছিল মহারাজ! আপনি ওকে বন্ধু জ্ঞানে ক্ষমা করলেও সমস্ত প্রজার তরফ থেকে আমি ক্ষমা করব না। এখনি ওর বিচার করে—

দুর্য্যোধন। আমি শাস্তি দোব নবারুণ, আমি শাস্তি দোব। হে আদর্শ প্রতিপক্ষ! রাজা দুর্য্যোধনকে হত্যা করে তার অন্তরদেশ থেকে ভিখারী দুর্য্যোধনকে টেনে বার করেছ বলে তুমি আমার দরবারে অপরাধী, সেই অপরাধের শাস্তি ভীখারী দুর্য্যোধনের প্রসারিত বুকের আলিঙ্গন।

[বলবন্তকে বক্ষে ধরিয়া সকলের সহিত চলিয়া গেল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাত্যায়নী মন্দিরের প্রাঙ্গনে পুঁটিরাম অংকুরকে হিড়
হিড় করিয়া টানিতে টানিতে আনিল।

পুঁটিরাম। এই উঠোনে এসে একটু ঘুরে ফিরে বেড়া ছোঁড়া। দিন রাত গোমড়া মুখো হয়ে মন্দিরের ভেতরে বসে থাকলে, আমাদের অকল্যাণ হবে যে!

অংকুর। ওগো, না—না। কারো কোন অকল্যেণ হবে না। আমাকে তোমরা আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও! মা কাত্যায়ণী তোমাদের মঙ্গল করবেন।

পুঁটিরাম। যা, মঙ্গল করছে তার ঠেলায় রাজ্যিশুদ্ধ লোক পাগল হয়ে যেতে বসেছে। আর মঙ্গলে কাজ নেই বাছাধন। এখন ভালোয় ভালোয় তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

অংকুর। আমার কি বিয়ের ব্যবস্থা করবে?

পুঁটিরাম। এঁ্যা—কি বলছিস? ধরবে? কেউ ধরবে না বাছা ধন! তোমাকে এমনি দাঁড় করিয়েই ড্যাং ক'রে বলি।

অংকুর। (শিহরিয়া উঠিল) এঁ্যা—

পুঁটিরাম। হাঁ্যা! বছর পঞ্চাশ আগে না কি রাক্ষুষী মা বেটি প্রতি

অমাবস্যের রাত্রে একটি করে মানুষ বলি খেত। অবশ্য তখন রাজার ঠাকুরও ছিলনা, আর এমন পাথরের মন্দিরও ছিল না। শুধু জঙ্গলে ডাকাত বেটারা সেই জঙ্গলে মায়ের পূজো করে মানুষ বলি দিত।

ঘেঁটুরাম আসিল।

ঘেঁটুরাম। মানুষ বলি দিত বলে দিত; একেবারে দলে দলে মানুষ ধরে এনে মায়ের কাছে ড্যাং—ড্যাং বলি দিত, আর চোঁ চোঁ করে রক্ত খেত!

পুঁটিরাম। কারা চোঁ-চোঁ করে রক্ত খেত হে ঘেঁটুরাম ঠাকুর ?

ঘেঁটুরাম। তোর বাপের বোনাইরা।

পুঁটিরাম। এঁ্যা—কার বোনাই ? তোমার ?

ঘেঁটুরাম। তোর বাবার বোনাই ? শুনিসনিরে বেটা তোরই মামারা আর জ্ঞাতি কুটুম্বরা এই ডাকাতের চাঁই ছিল।

পুঁটিরাম। ও সব গালগল্প ধাপ্পাবাজী কার কাছে লাগাচ্ছ মিথ্যুক ঠাকুর ? আমার মামারা—

ঘেঁটুরাম। দিনের বেলায় হাইকুম ধাঁই, হাইকুম ধাঁই করতে পাল্কী বইত, আর রাত্তির বেলায় মায়ের কাছে ছেলে বলি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত।

অংকুর। সেইজন্যে বুঝি আমাকে বলি দিয়ে তুমি ডাকাতী করতে যাবে গো ?

পুঁটিরাম। এঁ্যা, কি বল্লি ? যাবে গো ?

ঘেঁটুরাম। হাঁ্যা! এই রুগীর মুখ দিয়েই রোগ ব্যক্ত হচ্ছে যাদু!

এ ছোঁড়াকে তুই ধরে এনেছিস মায়েরকাছে বলিদিয়ে মামাদাদামশায়ের ব্যবসা সুরু করবি বলে!

পুঁটিরাম। খুব হুঁসিয়ার ঘেঁটুঠাকুর। তোমার মাথাটা নখে ছিঁড়ে নেবার জন্যে আমার হাত তড়াং তড়াং করে লাফাচ্ছে।

ঘেঁটুরাম। তোর গুণের কথাও বাইরের পাঁচজনকে বলে দেবার জন্যে আমার মুখটাও চুল—বুল, চুল—বুল করছে। যাই, এমন রসালো খবরখানা নগরবাসীদের কানে না তুলে দিলে চলে?

অংকুর। ওগো, তুমি আমাকেও এখান থেকে নিয়ে চল! এরা আমাকে বলি দেবে বলে রাতের আঁধারে লুকিয়ে ধরে এনেছে। ওগো, আমাকে দেখতে না পেয়ে এতক্ষণ আমার মা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে গেছে।

মৃণালিণী আসিল।

মৃণালিণী। জগতের মা মাত্রেই ছেলের অদর্শনে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যায় বালক!

অংকুর। ওগো! তুমি তো আমারই মায়ের মত অবিকল দেখতে! তোমার সামনে এরা আমাকে বলি দেবে!

মৃণালিণী। তা হলে মা বলে আর কোন ছেলেই তার গর্ভধারিণীকে ডাকবে না বাপ!

ঘেঁটুরাম। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) ও হো—হো—হো, মধু মধু! এই রকম বক্তৃতা না দিতে পারলে ভৈরবীমা বলে দেশের ছেলে বুড়োরা পাগল হবে কেন?

মৃণালিণী। কি বলছেন?

ঘেঁটুরাম। বলছি ব্যবসাদারী ভৈরবী আর আসল ভৈরবীর অনেক তফাৎ।

মৃণালিণী। এ কথার মানে?

ঘেঁটুরাম। মানে আসল ভৈরববীরা দিনরাত মন্দিরের ভেতরে চোখ বুজে বসে থাকে, জয়ঢাকের দমা দম্ শব্দেও জ্ঞান হয় না। আর তোমার মত নকল ভৈববীবা দিনের বেলাতে মায়ের অভিনয় করে, আর বাতের বেলাতে মন্দিরের চাকর দারোয়ান নিয়ে রাশলীলা চালায়।

পুঁটিরাম। কি বল্লি শালা ছোটলোক?

ঘেঁটুরাম। কি বল্লি ছুঁচো বেটা? জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণের ছেলেকে, শালা ছোটলোক। তোর ঐ মুখখানা কুষ্ঠব্যাধিতে খসে পড়বে।

মৃণালিণী। ওর নয়, আপনার মুখই কুষ্ঠব্যাধিতে খসে পড়বে! কি বলব আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আমার নামে কুৎসা রচনা করেও রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। অন্য কোন জাতি এই হীন কথা উচ্চারণ করলে পুঁটিরামকে দিয়ে ঘাড় ধরিয়ে মন্দির থেকে বার করে দিতাম।

পুঁটিরাম। হুকুম কর মা! এখনি ঘেঁটু ঠাকুরের ঘাড় ধরে— (ঘেঁটুরামের ঘাড় ধরিতে গেল)

ঘেঁটুরাম। এই—এই—বেটা ছোট লোক। সরে যা, সরে যা! এখুনি পৈতা ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে তোকে ভস্ম করে ফেলব।

মৃণালিণী। সরে আয় পুঁটিরাম! ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও প্রবৃত্তিটা ওঁর চাঁড়ালের চেয়ে হীন।

ঘেঁটুরাম। তা বটে, তা বটে! রাজার মাকে হাত করে এই কাত্যায়ণী মন্দিরের সব কিছু অধিকার ক'রে নিয়ে চাকর বাকর নিয়ে ফুর্ত্তির হুল্লোড় চালাচ্ছ—

পুঁটিরাম। তবে রে—বামুন—(মারিতে গেল)

মৃণালিণী। (বাধাদিয়া) বলতে বলতে দে বাবা। মা কাত্যায়ণী যদি জাগ্রত হন, তা হলে যে মুখে ঐ পাপ কথা উচ্চারণ করেছেন, সেই মুখ ওঁর কুষ্ঠ ব্যাধিতে গলে পড়বে।

দ্রুতপদে তারাদেবী ছুটিয়া আসিল।

তারাদেবী। কাকে—কাকে ও অভিশাপ দিচ্ছ মা? কার জীবনটা হাহাকারে পরিণত করছ।

ঘেঁটুরাম। আমাকে আমাকে রাণী মা! আপনাদের এই ভৈরবী মাগী—

তারাদেবী। চুপ কর অসভ্য! বল ভৈরবী মা!

ঘেঁটুরাম। ভৈরবী! ভৈরবী! ঢংএর ভৈরবী! এই কাত্যায়ণী মন্দিরের মধ্যে কত কেলেঙ্কারী নিত্যি করছে, তার খবর রেখেছেন কি রাণী মা?

তারাদেবী। ব্রাহ্মণ, কি বলছ তুমি?

ঘেঁটুরাম। যা সত্যি তাই বলছি। এই যে ছেলেটাকে এনেছে কিছু জানেন?

পুঁটিরাম। কি বলছ ঠাকুর? খাবেন? কি খাবেন? কি খাবেন?

ঘেঁটুরাম। এই ছেলেটার মাথা খাবেন? বেটার আসল কথা কানে যায় না, কিন্তু গালাগালি দিলে ঠিক্ শুনতে পায়।

পুঁটিরাম। কি বল্লে গালাগালি? কোন্ শালা আমাকে গালাগালি দেবে?

মৃণালিণী। সবাই গালাগালি দেবে। তুই যে বদ্ধ কালা। যা—যা ছেলেটাকে এখন প্রসাদী মিষ্টি আর দুধ খাইয়ে নিয়ে আয়।

পুঁটিরাম। । এ্যাঁ—নাইয়ে নিয়ে আসব? কোন পুকুরে নাইয়ে আনব মা?

মৃণালিণী। নাইয়ে নয়, নাইয়ে নয়! (কানের কাছে স-চীৎকারে) ছেলেটাকে দুধ মিষ্টি খাইয়ে নিয়ে আয়।

পুঁটিরাম। ও, তাই বল মা! এই ছেলে, আয় আয়, দুধ মিষ্টি খাবি আয়।

অংকুর। ওগো, আমি কিছু খাব না! আমাকে এখুনি ছেড়ে দাও!

কাত্যায়নী। ছেড়ে দোব বৈকি বাবা! এখন যাও দুধ মিষ্টি খেয়ে এস!

পুঁটিরাম। আয়না ছোঁড়া! এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

ঘেঁটুরাম। তা আর দাঁড়িয়ে থাকবে না? ছেলে মানুষ হলেও সব বোঝে তো। তোরা যে ওকে খাইয়ে দাইয়ে মা কাত্যায়ণীর হাঁড়ি কাঠে ফেলে—

তারাদেবী। সাবধান, সাবধান ব্রাহ্মণ। ও কথা উচ্চারণ করো না! রাজা দুর্য্যোধনের ছেলে হলেও—

মৃণালিণী। কার ছেলে কার ছেলে বল্লেন মা?

তারাদেবী। রাজা দুর্য্যোধনের ছেলে। কিন্তু ও নাম শুনে তুমি চমকে উঠলে কেন?

ঘেঁটুরাম। তা চমকে উঠবে বৈ কি? ওর একরাত্তিরের কত্তার নামও যে দুর্য্যোধন রায় ছিল! তবে সে ছোঁড়া ছিল ভিখারী, আর এর বাবা মস্তবড় রাজা।

মৃণালিণী। রাজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ এর বাবা মস্তবড় রাজা।

পুঁটিরাম। এ্যাঁ—কি বলছ মা? রাজা! কি বাজাব? ঢোল না—ঢাক?

ঘেঁটুরাম। ঢাক-ঢোল নয়, ঢাক ঢোল নয়! ভেঁপু বাজাবি বেটা! তোদের ভৈরবী মায়ের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে বোধহয় রাজা দুর্য্যোধন রায়ের বিয়ে হবে।

তারাদেবী। কি বল্লে নীচ ব্রাহ্মণ?

মৃণালিণী। বলতে দিন মা, বলতে দিন! দীর্ঘ সতেরটা বছর এ লোকটা কুকুরের মত আমার পিছনে ঘেউ ঘেউ করছেই!

ঘেঁটুরাম। আমাদের ঘেউ ঘেউ করাই সার হবে ভৈরবী। মোট কথা রাজা দুর্য্যোধন রায়ের গলাতেই তোমার গাঁথা মালা পড়বে।

দ্রুতপদে শিখিধ্বজ আসিল।

শিখিধ্বজ। মা—মা, তুমি এখানে এসেছ শুনে প্রাসাদ থেকে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছি।

তারাদেবী। শিখিধ্বজ! তুই কখন ফিরে এলি বাবা? আমার সৌমিত্রি কোথায়?

শিখিধ্বজ। নিজের ছেলের ভালমন্দ খোঁজ কিছু নিলে না, আগেই সতীকাঁটার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

তারাদেবী। সতীনকাঁটা কাকে বলছিস হতভাগা? সৌমিত্রি যে তোর এক মায়ের পেটের ভায়েরও বাড়া।

ঘেঁটুরাম। সে কথা বলতে! আমাদের রাজা—

শিখিধ্বজ। পরস্বপহারী! আমার সিংহাসনে সে জোর করে চেপে বসেছে!

ঘেঁটুরাম। আজ্ঞে তা বৈ-কি, তা বৈ-কি! আপনি বুড় রাজা মশায়ের বড় ছেলে—

তারাদেবী। তবুও সিংহাসনে ও বসতে পেলের না! গ্রায়ত সিংহাসনের অধিকারী সৌমিত্রি, তাই রাজ্যের সমস্ত অমাত্যবর্গ তাকে সিংহাসনে বসিয়েছে।

শিখিধ্বজ। সিংহাসনে বসার পালা তার এইবার শেষ হবে! রাজা দুর্যোধন রায় তাকে মশানে নিয়ে গেছে বলি দিতে।

তারাদেবী। শিখিধ্বজ—শিখিধ্বজ!

মৃণালিণী। বড় রাজা—বড় রাজা!

শিখিধ্বজ। আমাকে বড় রাজা বলে কেন আর আমার অপমান করছ ভৈরবী? আমি তো আর রাজা নই, মশানে বলির খাঁড়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের রাজা!

তারাদেবী। ওরে হতভাগা! হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট খুলে বল আমার সৌমিত্রি—

শিখিধ্বজ। এতক্ষণ হয়তো নেই!

তারাদেবী। এঁ্যা—(টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল)

মৃণালিণী মা—মা! (ধরিল)

তারাদেবী। ওরে, কে আছিস! এখনি সেনাপতি সৈন্তাধ্যক্ষদের সৈন্য সাজাতে বল, আমি এখনি ভোলানগর আক্রমণে যাব।

শিখিধ্বজ। ভোলানগর আক্রমণ করে কোন ফল হবে না। সৌমিত্রিকে তো আর জ্যান্ত ফিরে পাবে না! এখন গিয়ে উপহার পাবে তার কাটা মুণ্ড।

তারাদেবী। আমার ছেলের কাটামুণ্ড যে উপহার দেবে, তাকে

আমি—(সহসা অংকুরের দিকে দৃষ্টি পড়িল) হাঃ-হাঃ-হাঃ—তাকে আমি ও তার ছেলের কাটা মাথা উপহার পাঠাব।

অংকুর। (সভয়ে) এ্যাঁ—

মৃণালিণী। মা, মা, এ আপনি কি বলছেন।

তারাদেবী। যা হবে তাই বলছি। মায়ের মন্দির থেকে খড়্গ নিয়ে ঐ হাড়িকাঠে ফেলে শয়তান দুর্য্যোধনের একমাত্র ছেলেটাকে এখনি বলি দে শিখিধ্বজ!

অংকুর। ওগো! আমাকে বলি দিওনা, আমাকে বলি দিওনা।

(পদতলে পতন)

মৃণালিণী। ঐ দেখুন মা! নিরাপরাধ বালক আপনার পায়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষা করছে।

তারাদেবী। না, না, প্রাণ ভিক্ষা হবে না! ওর জন্মদাতা আমার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছেলেকে মশানে বলি দিয়েছে, আমি তার একমাত্র ছেলেকে বলি দিয়ে প্রতিশোধ নেব।

মৃণালিণী। রক্তের বিনিময়ে রক্ত নিয়ে প্রতিশোধ হয় না মা! প্রতিশোধ হয় ক্ষমায়।

তারাদেবী। ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই! রাজা দুর্য্যোধনের জন্যে আমার ভাণ্ডারে বিন্দুমাত্র ক্ষমা নেই। যা—যা শিখিধ্বজ মায়ের মন্দির থেকে খড়্গ নিয়ে আয়!

ঘেঁটুরাম। (স্বগতঃ) এইবার আগুন জলবে! এই আগুনে একটু বাতাস দিতে পারলেই মৃণাল মাগীর দফা রফা হবে।

[চলিয়া গেল।

তারাদেবী। এখনো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলি যে হতভাগা? যা—যা, মায়ের খড়্গ নিয়ে এসে ছেলেটাকে বলি দে।

শিখিধ্বজ। আমি পারব না মা।

তারাদেবী। পারবি না হতভাগা। তোর অমন গুণধর ভাইকে যে পাষণ্ড দুর্য্যোধন মশানে পাঠিয়ে বলি দেওয়ালে—

শিখিধ্বজ। তাতে কি হয়েছে। আমার সিংহাসনে বসবার পথ পরিষ্কার করেছে।

তারাদেবী। রসাতলে যাক্ সিংহাসন। অমর পুরের সিংহাসন খানা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে আমি নদীর জলে ফেলে দোব।

শিখিধ্বজ। তার আগেই আমি তোমাকে বন্দী করে কারাগারে রাখব।

তারাদেবী। আমাকে কারাগারে রাখবার মত শক্তি তোর নেই পাষণ্ড! আমার সৌমিত্রির নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ আমিই নোব। আয় বালক। তোর জন্মদাতার মহাপাপের প্রাশ্চিত্ত তোকে প্রাণ দিতে হবে।

মৃণালিণী। না-না, তা হতে হবে না আমার সামনে এই বালককে আপনি বলি দিতে পারবেন না।

তারাদেবী। (উচ্চকণ্ঠে) ভৈরবী!

মৃণালিণী। ওর মুখে একটা মায়া জড়ানো আছে মা। মনে হচ্ছে ওরই রক্তের সঙ্গে আমার বড় নিকট সম্বন্ধ। ওকে ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন।

তাবাদেবী। না– না, ছেড়ে দিতে পারব না। যা—যা পুঁটিবাম, মন্দিব থেকে খড়্গ নিয়ে আয়।

[পুঁটিরাম চলিয়া গেল

মৃণালিণী। আসুক খড়্গ। এই আমি বালককে ঘিরে দাঁড়াচ্ছি, দেখি আমাকে হত্যা না কবে কেমন করে আপনি ওকে বলি দেন!

তাবাদেবী। সবে যাও, সবে যাও ভৈববী। পুত্র শোকের দাবাগ্নিতে তুমিও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মৃণালিণী। আপনার পুত্রশোকের দাবাগ্নি আমার জীবনের সবকিছু পুড়িয়ে ছাই কবে দিক মা, তবু আমি এই দুধের বালককে আপনার উদ্যত খড়্গেব নীচে নামিয়ে দোব না।

খড়্গ লইয়া পুঁটিরাম আসিল।

অংকুব। ওগো, ঐ খাঁড়া নিয়ে এসেছে! এখানে আমার মা নেই কে আমাকে বুকে নিয়ে বাঁচাবে?

মৃণালিণী। আমি তোকে বুকে নিয়ে বাঁচাব বাবা! আয়—আয় আমার বুকে আয়। (ক্রোড়ে ধারণ ও পুঁটিরামের নিকট হইতে খড়্গ লইয়া)

[পুঁটিরাম চলিয়া গেল

তারাদেবী। বুক থেকে বালককে নামিয়ে দাও ভৈরবী।

অংকুর। ওগো! তুমি আমার মা, আমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিও না!

মৃণালিণী। না—না, ওরে মায়াবী ছেলে। মায়ের বুকে সন্তানের নির্ভয় আশ্রয়! স্বয়ং যমেরও সে আশ্রয় থেকে কেড়ে নেবার সাধ্য নেই।

তারাদেবী। বালককে ছেড়ে না দিলে তোমাকেও কাত্যায়ণী মন্দির থেকে চির বিদায় নিতে হবে ভৈরবী!

মৃণালিণী। এখনি আমি মন্দিরের সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি মা। আর যাবার সময় বলে যাচ্ছি একদিন আপনাকে এই ভুলের মাশুল দিতে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত

তারাদেবী। (উচ্চৈস্বরে) বালক সমেত ভৈরবীকে বন্দী কর শিখিধ্বজ।

মৃণালিণী। আমাকে বন্দী করবার শৃঙ্খল আপনার অমর পুরে নেই মহাদেবী! আমাকে আটকে রাখবার কারাগার আজ আপনারা তৈরী করতে পারেন নি! আমাকে শাসন করবার শক্তি আজও আপনারা সঞ্চয় করেন নি।

[অংকুরকে বক্ষে লইয়া চলিয়া গেল

তারাদেবী। আমার প্রতিহিংসা পূরণের পথে কাঁটা দিয়ে দাম্ভিকা ভৈরবী পালিয়ে যাচ্ছে! ওরে কে আছিস, মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ কর পথ মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ কর।

[দ্রুত চলিয়া গেল

শিখিধ্বজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঘোড়ের চালে বাজী মাৎ করলাম।

[চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অভয় নগরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান রাজকন্যার সঙ্গিনীরা নৃত্যগীতে মত্ত ছিল।

সঙ্গিনীগণ। **গীত**

অকালে আজ ফাগুন বাতাস
দোল দিয়েছে সবুজ পাতায়।
বসন্তকে ডাক দিয়েছে
কালো কোকিল সুর ইসারায়॥
নুতন রাতের নুতন স্বপন—
যুবতী মন করল হরণ।
ফুলের বুকে লুটতে মধু
মৌচোরা মৌমাছিরা ধায়॥
সাত সাগরের ওপার থেকে—
কে এল সই আবির মেখে।
ও তার কাজল ভরা আঁখি দেখে
গোলাপ কুঁড়ি পাপড়ি ছড়ায়॥

সৌমিত্র ও মন্দার দূরে দাঁড়াইয়া এই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেছিল। নৃত্য গীতান্তে সঙ্গিনীগণ চলিয়া গেল।

সৌমিত্রি। আর আমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করোনা রাজকুমারী! তোমার পিতা মাতার অজ্ঞাতে যে আমাকে এই উদ্যানে রেখেছ, তাতে আমি বিশেষ লজ্জিত।

মন্দার। কেন বন্ধু? আমি যখন তোমার সব দায়িত্ব নিয়ে এখানে রেখেছি তখন লজ্জিত হওয়ার কি আছে?

সৌমিত্রি। সকলের অজ্ঞাতে এক অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে গোপনে উদ্যানে থাকা যে কত বড় অন্যায় তা বুঝলে আর এ কথা বলতে না। যাক্, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি এখনি দেশে ফিরব।

মন্দার। এখনি যাবে?

সৌমিত্রি। আমাকে যেতেই হবে দেবী!

মন্দার। ছেড়ে দিতে মন যেন চাইছে না বন্ধু! আজ দু'দিন এই উদ্যানে আমার কাছে আছ, যেন মনে হচ্ছে কত দীর্ঘ দিনের মেলামেশা। তুমি চলে যাবে ভাবতেও মন কেঁদে উঠেছে।

সৌমিত্রি। তোমার অকৃত্রিম প্রেমের প্রতিদান দেওয়া যায় না বান্ধবী! আজ ছেড়ে দাও; আমি মাকে বলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তোমার পিতার কাছে ভাট পাঠাব।

মন্দার। সেই আশাতে আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব বন্ধু!

সৌমিত্রি। তবে আসি সখি, বিদায়—বিদায়! (মন্দারের বাম হাত ধরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল)

মন্দার। বিদায় নয়! ওগো বন্ধু! তুমি এস—তুমি এস, আবার তুমি এস!

বিশাখা আসিল

বিশাখা। কে গেল? কে গেল রে মন্দার?

মন্দার। কে যাবে মা?

বিশাখা। বিশাখা ফল বাগানেব ভিতব দিযে কে বাইবে চলে গেল ?

মন্দার। তা হলে বোধ হয় মালীটা বাইবে চলে গেল।

বিশাখা। সে কি ! মালী তো প্রাসাদে ফুলের মালা সাজাচ্ছে !

মন্দাব। ও, তাই নাকি ? তাহলে কে গেল বলতো মা ? ও, মনে হয়েছে, মনে হয়েছে, মালীব ভগ্নীপতি এসেছিল একটা চাকরীর খোঁজে। সেই বোধ হয় ফুল বাগানেব ভেতর দিয়ে গেছে।

বিশাখা। মালীব কোন বোনই ছিল না, তাব আবার ভগ্নিপতী এল কোথা থেকে।

মন্দার। কে জানে কোথা থেকে এল। [স্বগত] মিছে কথা বলাব এত জ্বালা !

বিশাখা। হ্যাঁরে মন্দার। সেদিন অমরপুরের নবীন রাজাকে ছেড়ে দেওয়াব পর সেই যে তুই উদ্যানে এলি আর প্রাসাদে ফিরে গেলি না কেন বলতো ?

মন্দার। কেন আবার। প্রাসাদে আমার ভাল লাগে না, তাই উদ্যানে বান্ধবীদের নিয়ে খাচ্ছিদাচ্ছি আর গান গাইছি।

বিশাখা। একটা কথা বলবি মন্দার ?

মন্দাব। কি কথা মা ?

বিশাখা। মহারাজের সামনে তুই যেভাবে নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিলি তাতে মনে হয় অমরপুরের নবীন রাজাকে তুই মনে মনে বরণ ক'রে রেখেছিস। বল মা, আমার কাছে লুকোসনি। ওই ছেলেটাকেই বিয়ে করবি ?

ধাধারি খাইতে খাইতে ঘেঁটুরাম ছুটিয়া আসিল।

ঘেঁটুরাম। ওরে বাপ রে বাপ! কি বেদম পিটনি! হাড়গোড় বুঝি ভেঙ্গে গেছে রে বাবা! কোথা লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাই রে বাবা!

বিশাখা। কে—কে, কে—তুমি?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। শারাউ উধার ভাগা হ্যায়। পাকড়ো—পাকড়ো ভেইয়া। শালেকে মার ডালো।

মন্দার। রক্ষীরা চেঁচাচ্ছে! কি হয়েছে? কে তুমি শীঘ্র বল।

ঘেঁটুরাম। [হাঁফাইতে হাঁফাইতে] বলছি বলছি দিদিমণি! আগে ওই মেড়ুয়া-বাঁদীদের ঠেকান, নইলে মেরে ফেলবে।

বিশাখা। ভয় নেই, আমাদের সামনে তোমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না। বল কে তুমি?

ঘেঁটুরাম। আমি—আ—আ—আ—[এদিক ওদিক চাহিতেছিল]

মন্দার। এদিক ওদিক চাইছ যে? চোর না কি?

ঘেঁটুরাম। দোহাই দোহাই দিদিমণি, ও নামটি আর করো না। একে তো কারো হুকুম না নিয়ে রাজবাড়ী ঢুকতে গিয়েছিলুম বলে ছাতুখোর বেটারা বেদম ঠেঙিয়েছে। এর ওপর ঐ চোর কথাটা শুনতে না শুনতেই রে রে করে তেড়ে এসে একেবারে তুলোধোনা করবে।

বিশাখা। [ধমক দিয়া] বাজে কথা ছেড়ে বল কে তুমি?

ঘেঁটুরাম। আবার ধমক দেন কেন মা? ঠেঙানি খেয়েই পেট ভরে গেছে। তার ওপকে ধমক খেলে যে হজম করতে পারব না।

মন্দার। লোকটা ভালমানুষ নয় মা, নিশ্চয় চোর। উদ্যান-রক্ষীদের ডাকো, তারা এসে ওকে পিজমোড়া ক'রে বাঁধুক।

ঘেঁটুরাম। এ্যা— যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই যে সন্ধ্যে হয় রে বাবা। আমি কোথায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচব রে বাবা।

বিশাখা। পালিয়ে বাঁচবার আশা তোর নেই চোর! এই, কারা আছিস এখানে? চোর—চোর, উদ্যানে চোর ঢুকেছে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। সারাউ উধার ঘুষা হ্যায়। পাকড়ো পাকড়ো—পাকড়ো!

ঘেঁটুরাম। ঐ ধরলে রে!

[একবার এদিক ওদিকে, একবার ওদিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পলায়নের পথ খুঁজিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িল, এবং ঠিক তন্মুহূর্তে অম্বরনাথ দৌড়াইয়া আসিল]

অম্বর। কে চোর? কোথায় চোর?

ঘেঁটুরাম দোহাই বাবা, আমি চোর নই। সাধু সাধু, একেবারে সাধু! প্রাণের দায়ে এই বাগানে ঢুকে পড়ে ঝকমারী করেছি।

অম্বর। কে তুই? কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিস?

ঘেঁটুরাম। উদ্দেশ্য মহারাজকে একটা গোপন খবর দেওয়া।

অম্বর। গোপন খবর!

ঘেঁটুরাম। হ্যাঁ মশায়। মহারাজের উপকার করতে এসে প্রহরীদের হাতে ভুলোধোনা হতে হয়েছে।

অম্বর। মহারাজের কি উপকার করতে এসেছ সত্য বল!

ঘেঁটুরাম। আজ্ঞে তাঁর কাছেই বলব।

অম্বর। উত্তম, এস মহারাজের কাছে।

মন্দার। মহারাজের কাছে যে গোপন খবর এনেছ তা কি মহারাণীকে শোনান যায় না বিদেশী?

ঘেঁটুরাম। আজ্ঞে রাণীমা! তা হলে—

অম্বর। নিষ্প্রয়োজন। মহারাজের কাছেই এস বিদেশী।

[ঘেঁটুরামের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছিল]

ঘেঁটুরাম। [যাইতে যাইতে] খবরটা বেশ সুবিধেজনক নয় রাণী মা। হেঁসেলের হাঁড়ি কুঁড়ি সব ফেলবার জোগাড় করুন গে।

[অম্বরসহ চলিয়া গেল

বিশাখা। লোকটা ঐ অকল্যাণের কথা বলে গেল কেন রে মন্দার?

মন্দার। কিছুই তো বুঝতে পারছি না মা। সেনাপতি অম্বরনাথের স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। লোকটা তোমার কাছে গোপন খবর বলতে চাইলে। ও দিলে না, জোর করে তাকে পিতার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

বিশাখা। ওসব কথা থাক মন্দার। সেনাপতির বিচার করবার সময় এটা নয়। লোকটার হেঁয়ালীভরা কথা শুনে বুকটা চমকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি প্রাসাদে চল

চলিয়া যাইবে ঠিক এমনি সময় উদ্যানের সামনে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তিধর গাহিল।

কীর্ত্তিধর।　　　　　গীত

অশ্রু নদীর ঢেউ উঠেছে
　　সামাল ওরে পাগল।
দুকুল ভরা বাণ এসে তোর
　　ভাঙবে রে ভাই সাধের আগল॥

বিশাখা। ওরে মন্দার! ঐ হতভাগা ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে! ওর গানের বাণী আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে।

মন্দার। লোকটা বেশ গাইছে মা। ওগো শুনছ? এদিকে এসে গানখানা শোনাও!

গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তিধর আসিল

কীর্ত্তিধর।　　　　　গীত

অশ্রুনদীর ঢেউ উঠেছে
　　সামাল সামাল ওরে পাগল।
দুকুলভরা বাণ এসে ভাই—
　　ভাঙবে রে তোর মাটির আগল।
যাওয়া আসা এই দুনিয়ায়—
　　অবিরত চলছে রে হায়।
এ সংসারে সং সাজা যায়
　　বন্ধ না হয় কালের মাদল॥

বিশাখা। (অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) বড় মূল্যবান তোমার গানের ভাষা ! এই নাও ভিক্ষা। (মূল্যবান কণ্ঠহার দিতে গেল)

কীর্ত্তিধর। ও হার আপনার গলাতেই থাক মা, আমি ভিখারী নই।

মন্দার। ভিখারী নও ?

কীর্ত্তিধর। না, আমি গরীব চাষী ! আমার মা রাগ করে এই দেশে চলে এসেছে, তাই তাকে খুঁজতে এসেছি।

মন্দার। তোমার মা ?

কীর্ত্তিধর। আমার ভৈরবী মা, মায়ের কিরূপ যেন দুর্গো পিরতিমে। মা আমার হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে।

[চলিয়া গেল বিশাখা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল

বিশাখা। প্রাসাদে চল মা মন্দার।

[উভয়ে চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্যোধনের প্রাসাদ।

অস্থির দুর্যোধন ও নবারুণ আসিল

দুর্যোধন। তুমি নিজে যাও, তুমি নিজে যাও নবারুণ। অংকুরের জন্যে আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে।

নবারুণ। আমি এখনি যাচ্ছি মহারাজ। ওরা যে খুব তাড়াতাড়ি অংকুরকে পাঠিয়ে দেবে না সে কথাটা -

দুর্যোধন। তুমি বার বার বলেছিলে। কিন্তু— না, মানুষ চেনাই দায়। যাও নবারুণ, দ্রুতগামী অশ্বে অমরপুর থেকে অংকুরকে এনে আমাকে চিন্তার কবল থেকে অব্যাহতি দাও।

দ্রুতপদে অম্বরনাথ আসিল।

অম্বর। নবারুণকে কোথায় পাঠাচ্ছেন মহারাজ?

দুর্যোধন। অম্বরপুর থেকে অংকুরকে আনতে পাঠাচ্ছি সেনাপতি।

অম্বর। অংকুর তো অমরপুরে নেই।

দুর্যোধন ও নবারুণ। নেই!

অম্বর। না প্রভু! অমরপুরের কাত্যায়নী মন্দিরের ভৈরবী তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে!

দুর্যোধন। অম্বরনাথ!

অম্বর। এইমাত্র গুপ্তচরের মুখে শুনলাম রাজভ্রাতা শিখিধ্বজ

অংকুরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে শুনে, সেই রাক্ষসী ভৈরবী তাকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে।

নবারুণ। কোথায় উধাও হবে? পৃথিবী তোলপাড় করে আমি অংকুকে বার করব প্রভু।

অম্বর। পারবিনা পারবিনা ভাই! তন্ত্র সাধাকি ভৈরবী নিশ্চয় তার সাধনার সিদ্ধিলাভের আশায় অংকুরকে বলি দিতে কোন জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে।

দুর্য্যোধন। ভোলানগর থেকে আরম্ভ করে অমরপুর পর্য্যন্ত যত জঙ্গল আছে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানে,সেই পিশাচীকে বার করতে হবে! সৈন্তদের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রাসাদের সামনে দাঁড করাও নবারুণ! আমিও তোমাদের সঙ্গে অংকুরের সন্ধানে যাব।

অম্বর। আপনাদের কাউকে যেতে হবে না প্রভু। আমাকে আদেশ দিন—

দুর্য্যোধন। যথেষ্ট হয়েছে! তোমাকে অংকুরের সন্ধানে পাঠিয়ে আর আমি ভুল করব না অম্বরনাথ। আমার ছেলের অনুসন্ধান আমি নিজেই করতে পারব।

অম্বর। মহারাজ!

দুর্য্যোধন। তোমাকে আমি চিনি সেনাপতি। আন্তরিকতা নিয়ে তুমি যে অংকুরের অনুসন্ধান করবে না তাও জানি। যাও যাও নবারুণ! সৈন্তদের এই মুহূর্ত্তে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাও।

অম্বর। আমি এখনো বলছি প্রভু, অংকুরের অনুসন্ধানে আপনারা যাবেন না!

নবারুণ। কেন দাদা, অংকুরের অনুসন্ধানে আমাদের যেতে বারণ করছ কেন ?

অম্বর। আমি অংকুরের অনুসন্ধানে গেলে রাজধানী অরক্ষিত হবে না ! কিন্তু তোরা গেলে যদি কোন বৈদেশীক শক্তি এসে হঠাৎ আক্রমণ করে—

নবারুণ। তা হলে অতি সহজে রাজধানী অধিকার করবে !

দুর্য্যোধন। সে অধিকার করার মূলে থাকবে তোমার দাদার সহযোগিতা।

অম্বর। মহারাজ !

দুর্য্যোধন। আমি বোকা নই অম্বরনাথ। বিলাসীতার কোলে আবাল্য লালিত পালিত নই। দারিদ্রের কষাঘাতে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে আমি যৌবনকাল পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হয়েছি। খাঁটি মানুষ চেনবার চোখ আমার আছে।

অম্বর। তা হলে আমি—

দুর্য্যোধন। বাহিনীর সঙ্গে যাবে। নবারুণের নির্দ্দেশে এবার বাহিনী যাবে, তুমি থাকবে ওর আজ্ঞাধীন হয়ে !

অম্বর। একি বলছেন মহারাজ? আমি আপনার প্রধান সেনাপতি !

দুর্য্যোধন। প্রধানের যোগ্য নও তুমি! তাই আজ থেকে নবারুণ হল প্রধান, আর তুমি হলে ওর অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ।

অম্বর। তা হলে আমি চাকরীতেই ইস্তফা দিয়ে এই মুহূর্ত্তে—

দুর্য্যোধন। চলে যাবে। ভুলে যেওনা অম্বরনাথ আমি রাজা দুর্য্যোধন। শয়তানকে শাস্তি দেবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

অম্বর। আমি আপনার সঙ্গে কি শয়তানি করেছি মহারাজ?

দুর্য্যোধন। কি শয়তানি করেছ তার প্রমাণ—

দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘেঁটুরাম আসিল।

ঘেঁটুরাম। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি মহারাজ! আপনার এই সেনাপতি—

অম্বর। সাবধান মিথ্যাবাদী—(অস্ত্র খুলিয়া হত্যায় উদ্যত।

নবারুণ। সাবধান দাদা। (স্বীয় অস্ত্রে বাধা দিল)

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধর্ম্মের চক্র বাতাসে ঘুরেছে অম্বর নাথ! দেখো, তোমার শয়তানির প্রমাণ দিতে মানুষ এসেছে।

ঘেঁটুরাম। তা যা বলেছেন মহারাজ। আমি একটা মানুষের মত মানুষ, আর আপনার সেনাপতি শিয়াল, শিয়াল, ধূর্ত্ত শিয়াল।

নবারুণ। দাদার শয়তানির প্রমাণ দাও, বিদেশী?

ঘেঁটুরাম। আজ্ঞে দিচ্ছি দিচ্ছি! আমি এসেছিলুম মহারাজকে ওঁর ছেলের বলিদানের খবর দিতে—

দুর্য্যোধন। (উন্মাদ চীৎকারে) বিদেশী।

নবারুণ। মহারাজ—মহারাজ!

দুর্য্যোধন। বলো—বলো বিদেশী, আমার অংকুরকে বলি দিয়েছে—

ঘেঁটুরাম। অমরপুরের কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৈরবী মাগী।

অম্বর। মিথ্যে কথা, গুপ্তচর বলেছে—

ঘেঁটুরাম। কিছু বলেনি মশায়, আপনার গুপ্তচর কিছু বলেনি! আপনি মহারাজের কাছে সব ধাপ্পা মেরেছেন। আমিই আপনাকে

রাজপুত্রের বলিদানের খবর দিতে, আপনি আমাকে বলেন পাঁচশো টাকা তোমাকে পুরস্কার দোব, ওকথা রাজবাড়ীর কাউকে বল্লো না।

দুর্য্যোধন। এর পরে আর তোমার শয়তানির কোন প্রমাণ চাও অম্বরনাথ।

অম্বর। চাই মহারাজ। এই বিদেশী—

দুর্য্যোধন। মিথ্যাবাদী, আর সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তুমি।

ঘেঁটুরাম। পাকা ধাপ্পাবাজ আমাকে পাঁচশো টাকা দেবে বলে পাঁচটি কড়িও দেয়নি মহারাজ! ওর কথা একদম বাজে। আসল খবর আপনার ছেলেকে বলি দিয়েছে কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৈরবী।

দুর্য্যোধন। (উন্মাদের ন্যায়) ভৈরবী, শয়তানি ভৈরবী। আমি তোর চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে গায়ের মাংস একটু একটু ক'রে কেটে সেই ক্ষতস্থানে লবন ছিটিয়ে দোব। তুই মৃত্যু যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করবি, আর আমি তাই শুনে পুত্র শোকের জ্বালা নিবারণ করব।

নবারুণ। উত্তেজিত হবেন না মহারাজ, উত্তেজিত হবেন না।

দুর্য্যোধন। উত্তেজিত হবো না? আমার একমাত্র সন্তানকে রাক্ষসী ভৈরবী বলি দিয়ে তার পাপ সাধনা সফল করছে। আর আমি এই যে এই সে আমার একান্ত বিশ্বাসী সেনাপতি আজ বিশ্বাস ঘাতক। ওর শাস্তি-ওর শাস্তি! আচ্ছা বলতে পার নবারুণ, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি—

নবারুণ। প্রাণদণ্ড!

অম্বর। এঁ্যা—মহারাজ, মহারাজ!

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চিন্তা কর বিশ্বাসঘাতক! আমি নিজহাতে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অমরপুরের দিকে অভিযান করব!

অম্বর। আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমার প্রাণভিক্ষা দিন।

দুর্য্যোধন। হবে না, হবে না, প্রাণভিক্ষা হবে না। শয়তানকে নিরস্ত্র কর নবারুণ। [নবারুণ অম্বরনাথকে নিরস্ত্র করিল] বিশ্বাসঘাতক শয়তান! তোর কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর—[অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

অম্বর। ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা। [পায়ে পড়িল]

দুর্য্যোধন। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ক্ষমা—ক্ষমা। ওকে—মৃত্যু দেওয়া যায় না, মৃত্যু দেওয়া যায় না। যে কাপুরুষ, তাকে রাজা দুর্য্যোধন রায় অস্ত্রাঘাত করে না। [অস্ত্র ফেলিয়া দিল]

নবারুণ। তা হলে অপরাধী কে—

দুর্য্যোধন। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও নবারুণ। অম্বরনাথের মত নেড়ি কুকুরকে রাজা দুর্য্যোধন রায় ভয় করে না। [চলিয়া যাইতেছিল]

নবারুণ। অমরপুরের দিকেই কি বাহিনী চালণা করতে হবে প্রভু!

দুর্য্যোধন। বাজাও দামামা, সাজাও বাহিনী, অভিযান হবে অমরপুরে। যদি আমার পুত্রহন্তি রাক্ষসী ভৈরবীকে সহজে বন্দী ক'রে আনতে পারি তাহলে রাজা সৌমিত্রিকে অব্যাহতি দোব! আর যদি তারা ঐ ভৈরবীর জন্যে যুদ্ধ করে তাহলে তার অমরপুর রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দোব।

[অম্বরনাথ ভিন্ন সকলে দুর্য্যোধনের সহিত চলিয়া গেল

অম্বর। রাজা দুর্য্যোধন রায়! এইবার তোমার রাজাগিরির খেলা খতম্ হবে।

[চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য।

ভোলানগরের রাজ অন্তঃপুর।

গভীর রাত্রি চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে

বিন্যস্ত বসনা আলুলায়িতা কুন্তলাবিশাখা

উর্দ্ধনেত্রে শ্লথপদে আসিল।

বিশাখা। ওরে অংকুর! তুই এসেছিস বাবা? আয়—আয়, আমার বুকে আয়, আমার বুকে আয়। আজ কদিন তোকে বুকে নিয়ে চুমা দিইনি। আয়—আয়—আয়—

[দুই বাহু প্রসারে বক্ষে ধরার অভিনয়, ঠিক তন্মুহূর্তে]

নেপথ্যে অংকুর। মা—মা—ওমা!

বিশাখা। [চমকিত হইয়া] কে—কে ডাকে? কে ডাকে? আমার অংকুরের মত মা মা বলে কে ডাকে?

অংকুর আসিল।

অংকুর। মা—মা, আমি এসেছি।

বিশাখা। এ্যাঁ—তু—তু—তু—তুই! (চক্ষু মার্জনা করিয়া) সত্যিই তুই? ওরে বল—বল!

দৌড়াইয়া মন্দার আসিল।

মন্দার। কে মা—মা বলে ডাকলে? কে—কে?

বিশাখা। ওরে মন্দার দেখতো সত্যিই আমাদের অংকুর কি না।

মন্দার। হ্যাঁ মা, সত্যি সত্যিই অংকুর। কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব হল?

অংকুর। তোমরা এমন করছ কেন দিদি? এতদিন পরে আমি মায়ের কোলে উঠতে এলুম, মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছে সত্যিই আমি অংকুর কিনা। তুই পাগলের মত বকছিস। কি হয়েছে দিদি?

বিশাখা। ওরে মন্দার! আর কোন সন্দেহ নেই। এই আমার হারাণো মাণিক অংকুর। অংকুর—অংকুর। (কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে ধরিল)

অংকুর। তুমি কাঁদছ কেন মা?

মন্দার। তোর মৃত্যু সংবাদ শুনে মা পাগল হয়ে গিয়েছিল ভাই। বাবাও সেই সংবাদ পেয়ে প্রতিহিংসা নিতে অমরপুরে ছুটে গেছে।

অংকুর। এ্যাঁ বল কি দিদি! আমার মিথ্যে মরণ সংবাদ তোমাদের কে শুনিয়েছে?

মন্দার। এক শয়তান ব্রাহ্মণ। সে এসে বল্লে ক্যাত্যায়নী মন্দিরের কে এক ভৈরবী তার গুপ্ত সাধনার সিদ্ধিতে তোকে বলি দিয়েছে।

অংকুর। বলছ কি দিদি! আগাগোড়াই যে ভুল শুনেছ তোমরা। অমরপুরের রাজাকে বাবা মশানে বলি দিয়েছে শুনে রাজার মা সত্যি সত্যিই আমাকে বলি দিয়ে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু দয়াময়ী ভৈরবী মা-ই যে আমাকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তোমাদের কাছে এনেছেন।

বিশাখা। শয়তানি, শয়তানি, আগাগোড়াই শয়তানি। কিন্তু যারা এই শয়তানির চাকা ঘোরাচ্ছে, একবার যদি তাদের ধরতে পারি—

অম্বরনাথ আসিল

অম্বর। তাহলে কি করবেন মহারাণী ?

বিশাখা। (সবিস্ময়ে) সেনাপতি ! তুমি এই গভীর রাত্রে অন্তঃপুরের মধ্যে এসেছ যে ?

অম্বর। আসব না ? রাত্রি প্রভাতেই যে ভোলানগরের সিংহাসনে আমিই বসব।

বিশাখা ও মন্দার। } সেনাপতি।

অম্বর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,। সিংহাসনে বসবার আগে আমার অভিষেক হবে। তাই আমাব অভিষেকের সঙ্গিনীরূপে আমি মন্দারকে নিয়ে যাব।

বিশাখা। শয়তান, লম্পট !

অম্বর। লম্পট্যের কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি মহারাণী ? আমি মন্দারকে বিবাহ করব, আর সেই বিবাহের এয়োতী চিহ্ন এঁকে দেব তোমার অংকুরের বক্ষরক্ত দিয়ে।

অংকুর। (সভয়ে) মা—মা। (জড়াইয়া ধরিল)

বিশাখা। ভয় কি যাদু ? আমার সামনে তোর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও দিতে পারবে না।

অম্বর। ও আপনার আকাশ কুসুম কল্পনা মহারাণী ! অংকুর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। সুতরাং ওকে মরতেই হবে।

মন্দার। তার আগে তুই মরবি কুকুর ! এই, কে আছিস ? রক্ষী, প্রহরী !

অম্বর। কেউ আসবে না, কেউ আসবে না রাজকন্যা। সকলেই আমাকে রাজা বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং আপত্তি না করে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, অংকুরের তাজা বক্ষরক্ত দিয়ে আমি তোমার সীমন্ত রাঙিয়ে দোব।

অংকুর। (সহসা অম্বরের পায়ে পড়িয়া) না, না, আমাকে মেরে ফেলনা অম্বর দা! আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি, আমার প্রাণভিক্ষে দাও।

অম্বর। হবে না, হবে না আজ আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন। তোর পিতা আমাকে নেড়ি কুকুর বলেছে, আমি তাকে দেখিয়ে দোব নেড়ি কুকুর বলে যাকে অবজ্ঞা দেখিয়েছে সে সিংহের চেয়েও শক্তিমান।

বিশাখা। তোমার শক্তির পরিচয় দেবে এই ছোট্ট ছেলেটাকে হত্যা করে? না, না অম্বর, তা করোনা। ওর পিতার উপর প্রতিশোধ নিতে যদি প্রয়োজন হয় আমার বুকে তোমার অস্ত্রখানা আমূল বসিয়ে দাও।

অম্বর। না—না—তা হবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রকেই নিতে হয়ে। সরে যান মহারাণী! অংকুরের বক্ষরক্তে আমি মন্দারের সীমন্তে এয়োতী চিহ্ন এঁকে দোব। (অংকুরকে ধরিল মন্দার ও বিশাখা বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল, অকুর করজোড়ে গাহিল)

অংকুর। গীত

বাঁচাও আমারে করুণা নিদান
তোমার করুণার দুয়ারে দেখগো
দাঁড়াইয়া আমি ভিখারী সমান॥

অঘোরে কাঁদিছে জননী আমার—
দিদির নয়নে ঝরে আঁখি ধারা।
মরিলে আমি ধরা হবে আঁধার
অভিশাপ নিতে হবে ভগবান ॥

অম্বর। ভগবান অভিশাপ দেবেন না, আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। দুর্ব্বল পীড়ক রাজা দুর্য্যোধনের বংশ তবে নির্ম্মূল হোক।

দ্রুত মৃণালিণীর প্রবেশ।

মৃণালিণী। রাজা দুর্য্যোধনের বংশ নির্ম্মূল করা খুব সোজা নয় সেনাপতি।

অম্বর। পিছন থেকে অস্ত্র ধরে বাধা দিলি কে তুই নারী?

মৃণালিণী। তোমার মা। মায়ের সঙ্গে কথা বলতেও কি জান না সেনাপতি

মন্দার। এরা কিছুই জানে না মা। শুধু শিখেছে যার এটো পাতা চেটে প্রাণ বাঁচাবে, সুযোগ বুঝে তাকেই দংশন করতে।

অম্বর। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমার হাত ছেড়ে দে। (ধস্তাধস্তি করিয়া হাত ছাড়াইয়া) তবে তোরই সামনে দুর্য্যোধনের একমাত্র ছেলের কাটা মাথাটা গড়াগড়ি যাক। (পুনরায় অস্ত্র তুলিল তড়িৎ গতিতে অংকুরকে মৃণালিণী বুক দিয়া আচ্ছাদিত করিল, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে তিনকড়ি পিছন হইতে লাফ দিয়া অম্বরনাথকে অস্ত্র সমেত জড়াইয়া ধরিল)

তিনকড়ি।। মা যাকে বাঁচায়, তোর মত শিয়াল খুতুরা তার গায়ে একটা নখের আঁচড়ও দিতে পারে না জানোয়ার? (এই কথা বলিতে বলিতে মলিন দড়ি দিয়া বাঁধিতেছিল)

অম্বর। পেছন থেকে বাঁধছিস কে—কে তুই অর্ব্বাচীন?

তিনকড়ি গাহিল।

তিনকড়ি। **গীত**

আমি মায়ের বেটা
নন্দী ভৃঙ্গির চেলা।
সদাই আমার আসা যাওয়া
ঘুচিয়ে দিতে পাপীর খেলা॥
পাপ কাজে তুই পোক্ত বড়—
বেইমানিতে বেজায় দড়।
তোদের পাপে ভগবানও
হয়েছে আজ মাটির ঢেলা॥

অম্বর। ছোটলোক ভিখিরী। আমার বাঁধন খুলে দে, আমার বাঁধন খুলে দে। নইলে মরবি।

তিনকড়ি। মরবার ভয় তোমাদের আছে, কিন্তু এই তিনে পাগলার নেই মশায়!

বিশাখা। শয়তানকে হত্যা কর বাবা, ঐ অস্ত্রে শয়তানকে হত্যা কর।

মন্দার। এখনি হত্যা করলে তো একদিনেই সব ফুরিয়ে যাবে মা। ওকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করাতে হবে। (নেপথ্যে চাহিয়া) প্রতিহারিনী।

প্রতিহারিনী আসিল।

এই বেইমানের হাতে পায়ে লোহার শেকোল পরিয়ে অন্তঃপুরে যে

বাঘের পিঁজরে খালি পড়ে আছে তার মধ্যে আটকে রাখ গে। (প্রতিহারিনী অম্বরনাথের হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরাইল) যা, নিয়ে যা। সহস্র অনুরোধ করলেও ওকে খেতে দিবি না, পিপাসার জল দিবি না! তার বিনিময়ে বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ভল্লের খোঁচা মারবি, আর ক্ষতস্থানে লবন ছিটিয়ে দিবি।

অম্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাতেও আমি মরবনা রাজকন্যা। ঐ লোহার পিঁজরের মধ্যে বসে তোমাদের ধ্বংসচক্র চালাব!

তিনকড়ি। পারিস তো তাই চালাস ছুঁচো! চল—চল, নিয়ে চল প্রতিহারিণী। আমি বেটাকে মারতে মারতে পিঞ্জরে অবধি নিয়ে যাচ্ছি! চল—চল বেটা, লোহার পিঁজরের আটকে থাকবি চল!

[অম্বরকে মারিতে মারিতে প্রতিহারিণীসহ চলিয়া গেল

বিশাখা। সাক্ষাৎ দেবীর মত কে তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে?

অংকুর। ঐ তো সেই ভৈরবী মা। ওঁরই দয়াতে আমি অমরপুর থেকে বেঁচে এসেছি।

বিশাখা। ওঁরই দয়ায় তুই অমরপুর থেকে বেঁচে ফিরে এলি বাপ, কিন্তু ঐ দেবীকেই যে বেঁধে আনতে মহারাজ সসৈন্যে অমরপুর আক্রমণে গেলেন!

মৃণালিণী। সে কি! আমাকে বেঁধে আনতে মহারাজ অমরপুরে গেছেন?

মল্লার। হ্যাঁ মা, এক শয়তান ব্রাহ্মণ এসে বাবাকে বলেছিল অমরপুরের কাত্যায়ানী মন্দিরের ভৈরবী তার গুপ্তযোগ সাধনায় অংকুরকে বলি দিয়েছে। তাই—

মৃণালিণী। পুত্রশোকের তাড়নায় তোমার পিতা আমাকে বেঁধে আনতে গেছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি আমাকে না পায়—

বিশাখা। তা হলে কাত্যায়ণী মন্দির সহ অমরপুর ধ্বংস করে আসবেন।

মৃণালিণী। না—না, তা হতে পারে না! আমার জন্মে আমার জন্মভূমিকে ধ্বংস করতে দোব না। (গমনোদ্যত)

মন্দার। কোথায় চল্লেন মা?

মৃণালিনী। আমার জন্মভূমিকে তোমার পিতার কবল থেকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।

বিশাখা। সেখানে যেওনা দেবী, সেখানে যেওনা! তোমাকে দেখতে পেলে—

মৃণালিণী। আমাকে বন্দী করবেন!

মন্দার। হয় তো হত্যা করতে পারেন।

মৃণালিণী। তাতেই বা ক্ষতি কি মা? জন্মভূমির রক্ষায় না হয় মরব।

একটি বড় তৈলচিত্র হাতে পুনরায় তিনকড়ি আসিল।

তিনকড়ি। ভৈরবী দিদি, ভৈরবী দিদি! দেখতো এই ছবি-খানা।

মন্দার। ও যে আমার বাবার ছবি!

মৃণালিণী। তোমার বাবার ছবি? ওরে তিনকড়ি এর হাতে মরলে যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সফল হবে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সফল হবে।

[ছবিকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল

অংকুর ও মন্দার। মা—মা!

বিশাখা। দেবী—দেবী!

মৃণালিণী। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও, তোমরা সুখী হও। আমি কালের শান্তিময় কোলে ঘুমিয়ে পড়ব।

[দ্রুত চলিয়া গেল

বিশাখা। ওরে মন্দার, ওরে অংকুর! ভৈরবী মাকে যেতে দিস না! ওকে পায়ে ধরে আটকে রেখে দে!

[তিনকড়ি ভিন্ন সকলে চলিয়া গেল।

তিনকড়ি। মা কাত্যায়ণী! এদের সংসারটা ফলে ফুলে ভরিয়ে তোল।

[চলিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

চারুদত্তকে কষাঘাত করিতে করিতে শিখিধ্বজ আসিল।

শিখিধ্বজ। আমাকে রাজা বলে স্বীকার করে নাও বৃদ্ধ! স্বীকার করে নাও!

চারুদত্ত। না—না, স্বীকার করব না! তুমি দাসী পুত্র, তোমাকে যে রাজপুত্র বলছি সেইটাও আমার যথেষ্ট ভদ্রতা।

শিখিধ্বজ। বটে! তা হলে তোমার সে ভদ্রতার বিনিময় নাও! (পুনঃ পুনঃ কষাঘাত)

চারুদত্ত। ওরে নরাধম! তুই আমাকে একেবারে মেরে ফেল, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাব। কিন্তু এই কষাঘাত—

শিখিধ্বজ। অসহ্য! রাজা বলে স্বীকার কর? কষাঘাতের বিনিময়ে পাবে পূর্ণ মর্য্যাদার সঙ্গে অগাধ অর্থ!

চারুদত্ত। সে অর্থে আমি পদাঘাত করি!

শিখিধ্বজ। পদাঘাতের প্রতিদানে আবার নাও কষাঘাত! (পুনঃ পুনঃ কষাঘাত)

চারুদদত্ত। ওঃ! ভগবান ভগবান! তুমি কি নিদ্রিত আছ?

তারাদেবী আসিলেন।

তারাদেবী। ভগবান নিদ্রিত নন মহামন্ত্রী, তিনি চিরজাগ্রত।

শিখিধ্বজ। এ কি! তোমাকে তোমার মহলে আটকে রেখেছিলাম সেখান থেকে মুক্তি দিলে কে?

বলবন্ত আসিল।

বলবন্ত। যার মুক্তি দেবার অধিকার আছে।

শিখিধ্বজ। অস্ত্রাচার্য্য! কার আদেশে তুমি আমার বন্দীকে মুক্তি দিয়েছ?

বলবন্ত। আদেশটা আবার নোব কার?

শিখিধ্বজ। আমার। আমি ঐ একদর্শিনী নারীকে বন্দী করেছিলুম—

বলবন্ত। আমি মুক্তি দিয়ে দিলুম।

শিখিধ্বজ। (উচ্চকণ্ঠে) অস্ত্রাচার্য্য!

বলবন্ত। চোখ রাঙাচ্ছ যে? এই একদর্শিনী নারী তোমার কে?

শিখিধ্বজ। আমার কেউ নয়, পরম শত্রু।

তারাদেবী। সে শত্রুতা এতদিন দেখাইনি বিশ্বাস ঘাতক? এইবার দেখাব। এমন চরম শত্রুতা দেখাব, যার প্রচণ্ড আঘাতে তুই মাটির সঙ্গে মিশে যাবি।

শিখিধ্বজ। আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই তো তুমি নিশ্চিন্ত হও রাক্ষসী। নিজের ছেলের রাজাগিরি তোমার গায়ে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, যত চন্দনের প্রলেপ লাগে সতীন কাঁটার ছেলেকে সিংহাসনে দেখলে।

বলবন্ত। সতীন কাঁটার ছেলেটা যে সত্যিকারের মানুষ রে হতভাগা! বিমাতাকে সে অশ্রদ্ধা তো করেই না! নিজের মায়ের চেয়ে বেশী ভক্তি করে। আর তুই একটি পশু পশু! নইলে গর্ভধারিণী মাকে তুচ্ছ সিংহাসনের লোভে বন্দী করতে পারিস?

শিখিধ্বজ। সাবধান অস্ত্রাচার্য্য! এখনি তোমারও মাথাটা কেটে নেব! (অস্ত্র ধরিল)

বলবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ও অস্ত্রটা যে এই কয়েক বছর আগে আমিই ধরতে শিখিয়েছিলুম। আমাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই।

তারাদেবী। হতভাগাকে আক্রমণ করুণ অস্ত্রাচার্য্য।

চারুদত্ত। আক্রমণ করুণ অস্ত্রাচার্য্য, আক্রমণ করুণ। নবীন রাজার মৃত্যুবার্ত্তা ঘোষণা করেও যে সর্ব্বনাশ করেছে তার যোগ্য শাস্তি দিন!

শিখিধ্বজ। আমাকে শাস্তি দেবাব কল্পনা ছেড়ে তুমি নিজের শাস্তি নাও বৃদ্ধ।

(কষাঘাত করিলে তড়িৎ গতিতে তারাদেবী মধ্যে দাঁড়াইল)

তারাদেবী। মহামন্ত্রিকে—ওঃ (কষাঘাত তাঁহাব পৃষ্ঠে পড়িল) ওরে মাতৃদ্রোহী! ওরে শয়তান! তুই মব, মর।

বলবন্ত। ওর মত শয়তানের এত সহজে মৃত্যু হলে যে ভগবানেব বিচার ক্ষুন্ন হবে রাজমাতা! ওকে তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ কবে মরতে হবে।

শিখিধ্বজ। আমার চিন্তা ছেড়ে এখন তোমাদের ভবিষ্যতের চিন্তা কর। রাজ্যের বহু বিশিষ্ট কর্ম্মচারী সহ সামরীক কর্ম্মচাবিরা পর্য্যন্ত রাজা বলে মেনে নিয়েছে! এখন তোমরা—

বলবন্ত। মানব না। যারা তোকে রাজার মর্য্যাদা দিচ্ছে, তারা তোরই মত জানোয়ার। আমরা তাই নই। তোকে রাজার মর্য্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, পদলেহা কারী ভৃত্যের ও মর্য্যাদা দোব না।

শিখিধ্বজ। তবে রে শয়তান। আমি তোকে কুকুরের মত গুলি করে মারব।

(পিস্তল বাহির করিল দ্রুতপদে তারাদেবী পিস্তলের মুখের মাঝার দিকে বুক দিয়া দাঁড়াইল)

তারাদেবী। ঐ পিস্তলের গুলি আগে আমার বুকে মার আমার বুকে মার!

শিখিধ্বজ। সরে যাও—একদর্শিনী নারী, নইলে তোমাকেও গুলি করে মারব!

বলবন্ত। সরে যান রাজমাতা, পিস্তলের মুখ থেকে সরে যান! রাজা সৌমিত্রির সিংহাসন রক্ষায় আমি মরব, তবু ঐ জানোয়ারটাকে রাজা বলে স্বীকার করে নোব না।

শিখিধ্বজ। আমাকে যারা রাজা বলে স্বীকার করে নিলে না, তাদের মাথা গুলো পিস্তলের গুলিতে উড়ে যাক। (এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সৌমিত্রি ছুটিয়া আসিয়া শিখিধ্বজের উপরে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিস্তল ধরা হাত মুচড়াইয়া ধরিল। পিস্তল মাটিতে পড়িয়া গেল তারাদেবী কুড়াইয়া লইল)

তারাদেবী। সরে যা, সরে যা সৌমিত্রি! আমি নিজহাতে পশুটাকে গুলি করে মারব।

সৌমিত্রি। না—না, তা হয় না মা, তা হয় না! আমরা যে একই পিতার রক্তে গড়া দুটি ভাই, একবৃন্তে দুটি ফুলের মত সংসার উদ্যানে ফুটে থাকব।

শিখিধ্বজ। তোর অমন ভ্রাতৃভক্তির মাথায় আমি লাথি মারি।

অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর! অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সিংহাসনেব ন্যায্য অধিকারী নির্দ্ধারিত হোক।

(অস্ত্রাঘাত করিল সৌমিত্রি স্বীয় অস্ত্রে বাধা দিল)

চারুদত্ত। অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সিংহাসনের দাবীদার ঠিক্ হোক রাজা, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর।

বলবন্ত। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর রাজা। যুদ্ধের মাধ্যমে ওকে বুঝিয়ে দাও অমরপুরের রাজ সিংহাসনে কখনো জানোয়ারের স্থান হয় না।

সৌমিত্রি। তবে তাই হোক অস্ত্রাচার্য্য। আপনাদের সামনে প্রমাণ হয়ে যাক অমরপুরের রাজসিংহাসনে দুর্ব্বল রাজা বসে নি।

(আক্রমণ করিল, উভয়ের প্রবল যুদ্ধ চলিল শিখিধ্বজের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল)

শিখিধ্বজ। সৌমিত্রি—সৌমিত্রি! আমার হাত থেকে অসাবধানতায় অস্ত্র পড়ে গেছে। আমাকে আর একবার—

তারাদেবী। অস্ত্র ধারণের সুযোগ দিস না সৌমিত্রি, অস্ত্র ধারণের সুযোগ দিসনা! শয়তানটাকে পশুর মত বধ কর, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ দোব।

শিখিধ্বজ। রাক্ষসী মা তোকে আশীর্ব্বাদ দেবে সৌমিত্রি, আমাকে বধ কর—আমাকে বধ কর!

বলবন্ত। বধ কর রাজা! দেশের কাল ধূমকেতুকে বধ কর।

সৌমিত্রি। তা হয় না অস্ত্রাচার্য্য, তা হয় না। শত অপরাধ করলেও পরাজিত যোদ্ধা আমার দাদা, আমি যে ওর ছোট ভাই!

শিখিধ্বজ। ভাই—ভাই!

সৌমিত্রি। দাদা—দাদা! (উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল)

তারাদেবী। শয়তানের ভ্রাতৃপ্রীতির অভিনয় দেখে ভুলে যাস্‌নি সৌমিত্রি। ওকে বন্দী কর! (নেপথ্যে বহুকণ্ঠে রক্ষা কর, রক্ষা কর শব্দ উত্থিত হইল)

সকলে। ও কি!

কাঁপিতে কাঁপিতে পুঁটিরাম ঝড়ের মত আসিল।

পুঁটিরাম। ওরে বাপরে বাপ। কি চক্ চোকে হেতের, কি ঝক্ ঝোকে ঢাল, কি লক্ লকে বল্লমের ফলা।

বলবন্ত কি হয়েছে—কি হয়েছে, অত গোলমাল কেন?

পুঁটিবাম। আর কেন! হেতের নিয়ে ভোলনগরের রাজা কাত্যায়নী মায়ের মন্দিবেব ভেতরে ঢুকেই বল্লে কৈ কোথায় ভৈরবী। কোথায় আছিস বাইবে আয়। এই কথা শুনে যেই আমরা বলেছি ভৈরবী মা মন্দির থেকে চলে গেছে। অমনি আমাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে আমার বুকের ওপরে হেতেল তুলে বল্লে, এই! সত্যি করে বল কোথায় আছে ভৈরবী নইলে মরবি!

বলবন্ত। তারপর—তারপর? (নেপথ্যে পুনঃ বহুকণ্ঠে রক্ষা কর, রক্ষা কর রব শোনাগেল)

পুঁটিরাম। তারপর আর কি? ঐ শুনুন হেতেরের ঘায়ে কচা কচ্ কচা কচ আর বারে বারে রক্ষে করো রে!

সৌমিত্রি। এত অত্যাচার? নিরপরাধিনী ভৈরবী মাকে ওরা ধরতে এসেছে?

তারাদেবী। ভৈরবীমাকে কোথায় পাবে বাবা? মহাপাপিণী আমি, তাঁকে অসম্মান করেছিলুম বলে চিরদিনের মত চলে গেছে।

সৌমিত্রি। মা—মা।

বলবন্ত। কি করেছেন রাজমাতা? সেই জন্যেই বুঝি দিদিকে আমার মন্দিরের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। কোথায় গেছে? কোথায় গেছে মেয়েটা?

তারাদেবী। দুর্য্যোধনের ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে কাথায় যে চলে গেছে কেউ জানে না।

বলবন্ত। শয়তানি, শয়তানি, আগাগোড়াই শয়তানি। মনে হয় এ শয়তানির চাকা বড় কুমারই ঘুরিয়েছে।

তারাদেবী। সত্যই অস্ত্রাচার্য্য! ঐ শয়তানই আমাকে বল্লে রাজা দুর্য্যোধন সৌমিত্রিকে মশানে বলি দিইয়েছে। এই ভয়ঙ্কর কথা শোনা মাত্রই আমার মাথায় খুন চাপলো, তাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দুর্য্যোধনের ছেলেটাকেই আমি বলি দিতে গেলাম।

সৌমিত্রি। ভৈরবী মাকে বলি দিতে দেননি বলেই বোধ হয় তুমি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছ মা?

তারাদেবী। শয়তানের ছলনায় মজে গিয়ে আমি মহাভুল করেছি সৌমিত্রি! আমাকে তুই শাস্তি দে বাবা, শাস্তি দে! (নেপথ্যে বহুকণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইল প্রাণ যায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর পুঁটিরাম পালাইয়া গেল)

সৌমিত্রি। ঐ—ঐ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্তেরা আমার নিরপরাধী প্রজাদের হত্যা করছে। তোমার শাস্তি তোলা রইল মা, এখন আমি চল্লুম, বিপক্ষ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বলবন্ত। যুদ্ধ করতে হবে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হবে। বুঝতে পারছি একটা প্রকাণ্ড শয়তানি চক্রের আবর্ত্তনে পড়ে রাজা দুর্য্যোধনও সমস্ত

বন্ধুত্ব ভুলে আমাদের অমরপুরে বুকের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে যুদ্ধের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে ক্ষুদ্র সামন্ত রাজার রাজ্য হলেও শক্তি সামর্থে অমরপুর ভোলানগরের চেয়ে কোন অংশে দুর্ব্বল নয়। (চলিয়া যাইতেছিল)

চারুদত্ত। আমাকেও নিয়ে চল ভাই, আমাকেও তোমার সঙ্গে রণস্থলে নিয়ে চল। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় অশীতিপর বৃদ্ধ আমি আজ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে না পারি, যুদ্ধের উৎসাহতো দিতে পারব।

বলবন্ত। তবে আসুন মহামন্ত্রি। আপনি রণস্থলে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে সৈন্যদের কানে কানে উৎসাহের বাণী ঢেলে দেবেন, আমি অস্ত্র হাতে বিপক্ষবাহিনীর সামনে ছুটে যাব। আপনি উদ্যমবিহীন সৈন্যদের বুকে নবীন উদ্দীপনা এনে দেবেন, আমি করব শত্রু সংহার। আপনি জন্মভূমি মায়ের জয়ধ্বনি শুনিয়ে শত্রুর বুকে আতংক সৃষ্টি করবেন, আমি পরম উল্লাসে খেলব রক্তের ফওড়া, রক্তের ফওড়া।

[চারুদত্তর হাত ধরিয়া দ্রুত টানিয়া লইয়া গেল।

সৌমিত্রি। তবে চলুক রক্তের ফওড়া। এস দাদা, আজ আমরা মনের সমস্ত আবিলতা মুছে ফেলে গলাগলি হয়ে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করব! এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করব, যা দেখে রাজা দুর্য্যোধন আর কখনো কোনদিন অমরপুর আক্রমণে সাহস করবে না। (চলিয়া যাইতেছিল)

তারাদেবী। তবে তাই এস সৌমিত্রি! আমি আজ নিজহাতে তোমাদের দুই ভাইকে রণসাজে সাজিয়ে দোব।

সৌমিত্রি। তবে তাই এস মা! তুমি আমাদের রণসাজে সাজিয়ে দাও, আমরা দুই ভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর তাজা রক্তে স্নান করব! তুমি প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে আমাদের শোনাবে মাতৃনামের সঞ্জীবনী মন্ত্র,

আমরা উৎসভরে শত্রু রক্তে স্নান করব ! তুমি হাওয়ায় মিশিয়ে পাঠিয়ে দেবে তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ, আমরা সেই আশীর্ব্বাদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শত্রুর অসংখ্য মৃত দেহের উপরে দাঁড়িয়ে উড়িয়ে দোব আমাদের স্বাধীন বিজয় বৈজয়ন্তি।

[তারাদেবীকে লইয়া চলিয়া গেল।

শিখিধ্বজ। স্বাধীন বিজয় বৈজয়ন্তি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ওই অদূরে উড়ছে সৌমিত্রি তোরই মরণ দেবতার বিজয় বৈজয়ন্তি।

[চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। বিরক্তমুখে দুর্য্যোধন ও তৎপশ্চাতে নবারুণ আসিল।

দুর্য্যোধন। আজ একটা দিনের যুদ্ধে সামান্য এই সামন্তরাজ্যটার পতন হল না? প্রথম থেকে সমানে এরা যুদ্ধ করছে, এমন কি হিসেব মত অধিক মাত্রায় আমারই সৈন্যক্ষয় হয়েছে।

নবারুণ। এ সৈন্যক্ষয় আমাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতায় হয়েছে প্রভু। হঠাৎ আক্রমণ করে আমরা ভেবেছিলাম এরা দিশেহারা হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে রাক্ষসী ভৈরবীটাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে! কিন্তু রণক্ষেত্রে তার বিপরীত দেখলুম।

দুর্য্যোধন। নবীন রাজা সৌমিত্রি আর তার অস্ত্রগুরু বলবন্ত এ যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখালে তাতে মনে হচ্ছে সহজে অমরপুরের পতন ঘটবে না!

নবারুণ। কাল ভোর থেকেই আমাদের যুদ্ধ নীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। আজ আমরাই সরা সরি সৈন্যব্যূহ মধ্যে আটকে পড়েছিলুম, তাই বহু সৈন্য হারাতে হয়েছে। কিন্তু কাল আমরা এগিয়ে গিয়ে আগে আক্রমণ করব না, ওদেরই আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়ে কৌশলে আটকে ফেলব।

দুর্য্যোধন। তোমার এ যুক্তিতে আমার মন সায় দেয় না নবারুণ!

নবারুণ। কেন প্রভু?

দুর্য্যোধন রাজা দুর্য্যোধন রায় বীরের পুজারী, কাপুরুষ তাকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। বীরত্বের আস্ফালনে আজ আমি এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করেছিলুম। কাল ওদের আক্রমণের অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় ঝড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা হাসবে, উপহাস কবে বলবে দুর্য্যোধন রায় ওদের যুদ্ধ দেখে ভয় পেয়েছে।

নবারুণ। তা হলে—

দুর্য্যোধন। কালও আমরা প্রথমেই আক্রমণ করব? আজকের মত সমানে সৈন্য চালনা করব। যুদ্ধে যদি আমার সমস্ত সৈন্য রণমৃত্যু নেয় আমিও তাদের পাশে অন্তিম শয্যা রচনা করব, তবু রণক্ষেত্রে গিয়ে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

নবারুণ। এ আপনার দম্ভোক্তি!

দুর্য্যোধন। দ্বাপরে ছিল মহামানি দুর্য্যোধন, উচু মাথায় সে মরেছে তবু পাণ্ডবদের মত ছলনায় যুদ্ধ জয় করেনি। আমিও এই পাপ কলি যুগের দুর্য্যোধন। উঁচু মাথায় শত্রুকে আক্রমণ করে মরব, তবু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে জয় করব না।

নবারুণ। তাহলে আমাকে এখন কি করতে আদেশ করছেন প্রভু?

দুর্য্যোধন। সারাদিনের যুদ্ধশ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম করগে যাও। জয় পরাজয় ভবিষ্যতের কোলে লুকিয়ে আছে,তাকে টেনে বার করা মানুষের দুঃসাধ্য। জয়লক্ষ্মী যদি সুপ্রসন্ন হন নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর তা না হলে এই মাটিতেই চির বিশ্রাম শয্যা রচনা করতে হবে।

নবারুণ। নবারুণ কখনো কোন দিন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন

কাজ করেনি, ভবিষ্যতে যদি এই মাটিতে চির বিশ্রাম শয্যা রচনা করেন, ভৃত্য নবারুণও আপনার পাশে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে থাকবে।

[চলিয়া গেল

দুর্য্যোধন। তোমাকে এই মাটিতে চিরবিশ্রাম শয্যা রচনা করতে হবে না বীব! তুমি ফিরে যাবে তোমার জন্মভূমির বুকে, কিন্তু আমার যে এই মাটিতে দু'দুটো অমূল্য সম্পদ হারিয়ে গেছে।

অবগুণ্ঠনবতী মৃণালিণীকে লইয়া শিবির রক্ষী আসিল।

কে—কে—তুই? সঙ্গে তোর অবগুণ্ঠনবতী ওই নারী কে?

মৃণালিণী। যাকে ধরতে এত তোড়জোড় করে আপনি অমরপুর আক্রমণ করেছেন, আমি সেই ভৈরবী।

[রক্ষী চলিয়া গেল।

দুর্য্যোধন। (উন্মাদ চীৎকারে) ভৈরবী! আমার পুত্রহন্ত্রি ভৈরবী!

মৃণালিণী। আমি আপনার পুত্রহন্ত্রি নই!

দুর্য্যোধন। ছলনায় আমাকে ভোলাতে পারবি না রাক্ষসী! তোর গুপ্তমন্ত্র সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার একমাত্র পুত্রকে—

মৃণালিণী। আমি হত্যা করিনি, তবু আপনি আমার জন্যে বিরাট বাহিনী নিয়ে এই অমরপুর আক্রমণ করেছেন একটা শয়তানিচক্রের আবর্ত্তনে পড়ে।

দুর্য্যোধন। মিছে কথা। কোন শয়তানি চক্রের আবর্ত্তনে আমি পড়িনি! বরং তুই আমাকে একটা শোকের পাহাড় ছুড়ে মেরেছিস, তাই আমি পাগল হয়ে তোকে ধরতে এসেছি।

মৃণালিণী। এই যদি আপনার মনের কথা হয়, তা হলে আর ইতস্তত

কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আপনার শিবিরে এসেছি আমাকে বন্দী করে দণ্ড দিন!

দুর্য্যোধন। দণ্ড? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে দণ্ড দোব। এমন দণ্ড দোব, যা দেখে এই অমরপুরের আর কেউ কোন দিন কোন পিতার বুকে পুত্র-শোকের দাবাগ্নি জেলে দিতে সাহস পাবে না।

মৃণালিণী। আমিও সেই দণ্ড চাই! দিন আমাকে দণ্ড তবে একটা অনুরোধ, যদি মৃত্যুদণ্ড দেন আপনি নিজহাতে আমাকে হত্যা করুণ, যেন ঘাতকের খড়্গের নীচে আমাকে ফেলে দেবেন না।

(স্বর কাঁপিল, গাঢ় হইল)

দুর্য্যোধন। একি! তোমার কণ্ঠে এমন মধুরসুর বেজে উঠল কেন? অবগুণ্ঠন খুলে মুখ দেখাও। বল—বল সত্যই কি তুমি কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৈরবী!

মৃণালিণী। আমি ভৈরবী নই, মায়ের সেবিকা তাই ভৈরবীর রক্তবস্ত্র পরি না, এই লালপাড় সাড়ী পরে মায়ের পূজোর জোগাড় করি, অতিথিদের খেতে দিই।

দুর্য্যোধন। তুমি ভৈরবী নও? তবে কে তুমি? ভিখিরী দুর্য্যোধন রায়ের—

মৃণালিণী। (অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) কেউ নই, কেউ নই। ব্যর্থতার নরকে ডুবে থাকবার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল, সারা জীবন ব্যর্থতার মাঝে দিন কাটিয়েই আমি পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত চলে যাব।

(আবেগভরে বলিতে বলিতে তাহার অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল, মুক্তাবিন্দুর মত তাহার নয়নাশ্রু ঝরিতে লাগিল।)

দুর্য্যোধন। এ কি! কে—কে তুমি? তোমার মুখ অস্পষ্ট দেখে

যেন মনে হচ্ছে তোমাকে আমি যুগ যুগ দেখেছি এমনি নিভৃত কক্ষে। অষ্টমীর চাঁদ তোমাকে সাজিয়েছে সৌন্দর্য্যে রাঙ্গা। ওরে আকাশের জ্যোৎস্না! ভাদরের বন্যাব মত তুই ধাবায় ধারায় নেমে আয় আমার শিবিবে, আমি প্রাণভবে দেখতে চাই এই নারীর বদন কমল।

মৃণালিণী। না, না, আমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনার মাথায় পুত্রশোকেব পাহাড় ছুড়ে মেরেছি, আমি পুত্রহন্তি পরম শত্রু। আমাকে আপনি মৃত্যু দিন, মৃত্যু দিন! (বসিয়া পড়িল)

দুর্য্যোধন। মৃত্যুদাতার বুকে উঠেছে প্রণয়ের ঝড়, চোখে নেমে আসছে অশ্রুর বন্যা (দৌড়াইয়া গিয়া চৌপায়া হইতে জলন্ত বাতি লইয়া মৃণালিনীর মুখের সামনে ধরিল) বাহু দুটো আপনা আপনি ছুটে যাচ্ছে তোমাকে আলিঙ্গনের মাঝে টেনে আনতে। মিনু—মিনু আমাব মৃণালিণী! অপরাধী দুর্য্যোধন আজ তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নেপথ্যে অংকুর ডাকিল। বাবা—বাবা, আমি এসেছি।

দুর্য্যোধন। কে—কে ডাকে? আমার অংকুর না?

মৃণালিণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও সামনে এলে আমার মরা হবে না! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে হত্যা কর, তুমি আমাকে মৃত্যু দাও।

দুর্য্যোধন। ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা! তুমি আজ অর্দ্ধমৃত দুর্য্যোধনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছ! তোমার মৃত্যু হবে তার বুকের পরশে—(হাত ধরিয়া তুলিতে গেলে মৃণালিনী তড়িৎ স্পর্শিতের ন্যায় উঠিয়া সরিয়া গেল)

মৃণালিণী। না, না, ও বুকে আমার স্থান নয়, আমি চির-পরিত্যক্তা অভাগিণী, আমার স্থান মৃত্যুর শান্তিময় কোলে।

দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল, দুর্যোধন উন্মাদের মত
তাহার আঁচল ধরিয়া ফেলিল।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! সবাই জানে আমি মায়ের সেবিকা ভৈরবী, সংযম আমার অঙ্গের ভূষণ।

দুর্যোধন। মিনতী, মিনতী! তুমি কি সতের-বছর আগেকার সেই মধুযামিনীর মধুময়ী মিনু হতে পার না?

ঠিক্ এমনি সময়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অংকুর ও
তৎপশ্চাতে বিশাখা আসিয়া পড়িল।
এবং এই দৃশ্য দেখিল।

অংকুর। বাবা, বাবা, আমরা এসেছি।

মৃণালিণী। (অপ্রস্তুত হইয়া আঁচল টানিয়া লইয়া) আমি যাই! আমি যাই মরণের রক্তাক্ত মুহূর্তে মিলনের মধু বাঁশরী নিনাদ আমাকে পাগল করেছে, আমাকে পাগল করেছে!

[দ্রুত চলিয়া গেল

বিশাখা। এ সব কি দেখলুম রাজা?

দুর্যোধন। ন্যায়তঃ যা সম্ভব, তাই দেখেছ।

বিশাখা। ন্যায়তঃ এই লাম্পট্য সম্ভব?

দুর্যোধন। সাবধান রাণী! অধিকারের সীমাছাড়া কথা বলো না।

বিশাখা। বটে! অংকুরকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে ভোলানগরে গিয়ে আমার কোলে তুলে দিয়ে ভৈরবীটা আজ এই মধ্যরাত্রে—

দুর্যোধন। যা দেখলে তা মোটেই অন্যায় নয়। ওই ভৈরবী—

বিশাখা। তোমার পাপ বিলাশ সঙ্গিনী!

দুর্য্যোধন। ও যদি আমার পাপ বিলাসসঙ্গিনী হয়, তা হলে তুমি—

বিশাখা। আমি কি বলো!

দুর্য্যোধন। বলতুম, যদি ছেলেটা সামনে না থাকত। ঐ ভৈরবী তোমার একমাত্র আনন্দ দুলালকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তোমার কোলে তুলে দিয়ে যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে, তার জন্যে ওর উদ্দেশ্যে মাথানত করে লক্ষকোটি প্রণাম কর, তোমার নারীজন্ম সার্থক হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে।

[চলিয়া যাইতেছিল।

বিশাখা। আমাদের শিবিরে ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছ রাজা?

দুর্য্যোধন। ঐ ভৈরবীকে ফিরিয়ে আনতে।

[চলিয়া গেল

বিশাখা। (সর্পিনীর গর্জ্জনে) কি! ছেলের সামনে আমার অপমান? কালামুখী ভৈরবীটা ওর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, তাই আজ—

পুণরায় মৃণালিণী আসিল।

মৃণালিণী। তোমার স্বামী তোমাকে অবজ্ঞা দেখিয়ে চলে গেল বোন!

বিশাখা। এই যে কলঙ্কিণী! নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরতে পারিসনি কালামুখী? আমার সর্ব্বনাশ করতে এখনো বেঁচে আছিস?

মৃণালিণী। আমি বেঁচে থাকব না বোন, আর আমি বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমার জন্যেই যে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ তার অবসান না ঘটিয়ে যে আমি মরতে পারছি না।

অংকুর। না—না, তুমি মরতে পাবে না। হ্যাঁ মা, কেন তুমি ভৈরবী মাকে ও কথা বল্লে ?

বিশাখা। কেন তা তুই বুঝতে পারবি না বোকা ছেলে! আমাদের জীবনটা মরুভূমিতে পরিণত করতেই ধুমকেতুর মত এই নারী উদয় হয়েছে।

মৃণালিণী। না—না বোন! তোমাদের জীবন আমি মরুভূমি করে দোব না। বরং তোমাদের সংসার আবার ফলে ফুলে ভরিয়ে তুলতেই আমি পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নোব।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ ও দামামার শব্দ)

অংকুর। ঐ আবার যুদ্ধে ভেরীদামামা বেজে উঠল।

নবারুণ। বিপক্ষের রণভেরী বেজে উঠেছে প্রভু—একি, মহারাণী? ও কে? অংকুর?

অংকুর। হ্যাঁ নবারুণ দা! এই ভৈরবী মা আমাকে ঘাতকের খাঁড়া থেকে বাঁচিয়ে তুলে আমাদের ভোলানগরে নিয়ে গিয়েছিল।

নবারুণ। তা হলে আমরা যা শুনেছি আগাগোড়াই শয়তানের ছলনা।

বিশাখা। ছলনা, ছলনা, আগাগোড়াই শয়তানের ছলনা! এই ভৈরবীও—

নবারুণ। দেবী, মানবী আকারে দেবী! ওঁর পায়ে মাথা নত করে আমাদের মানব জন্ম সার্থক করি আয় অংকুর, আমাদের মানব জন্ম সার্থক করি আয়।

(অংকুরকে টানিয়া লইয়া উভয়ে প্রণাম করিল)

মৃণালিণী। একি করছ সেনাপতি, একি করছ? আমিই যে তোমাদের সকল অশান্তির কারণ।

নবারুণ। ভুলের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমরা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছি মা! তবু আমাদের ফিরতে হবে, এ রক্তক্ষয়ি যুদ্ধের অবসান করে দিতে হবে আর তারই সঙ্গে দেশোদ্রোহী শয়তানদের ধরে এনে এমন আদর্শ শাস্তি দিতে হবে, যা দেখে দেশেব সমস্ত শয়তানের দল আতংকে শিউরে উঠবে।

[চলিয়া যাইতেছিল

মৃণালিণী। সেনাপতি।

নবারুণ। এস মা, এস! রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে শ্বেতপতাকা উড়িয়ে তুমিই যুদ্ধ বন্ধ করাবে, আমরা সকল শত্রুতা ভুলে দুই পক্ষ মিলে সেই পতাকা তলে দাঁড়িয়ে মিলণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সমবেত কণ্ঠে দোব তোমার জয়ধ্বনি।

[মৃণালিণীকে সাদরে লইয়া চলিয়া গেল

বিশাখা। পাগল হয়ে গেছে। ঐ মায়াবিণীর মায়াভরা চোখ দুটোর মোহিণী মায়ায় ভুলে এরা সব পাগল হয়ে গেছে। আয়, আয় অংকুর! আমরা ওদের মায়াঘোর ভেঙ্গে দোব!

[অংকুর সহ চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রণবাদ্য বাজিতেছে যুদ্ধরত নবারুণ ও সৌমিত্রি আসিল।

নবারুণ। এখনো বলছি যুদ্ধ বন্ধ করুন রাজা, যুদ্ধ বন্ধ করুন! যে ভুলের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দুই পক্ষই আমরা আকণ্ঠ ডুবেছি, সেইভুল এতদি'ন আমরা ধরতে পেরেছি। এখন যুদ্ধ বন্ধ করে আসুন দুইপক্ষ বিরোধের মীমাংসা করি।

সৌমিত্রি। না—না, তা হবে না! অকারণে তোমরা আমাব জন্মভূমিকে রক্তশিক্ত করেছ, আমার শান্তিপ্রিয় প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছ, তার চরম শাস্তি নাও বিদেশী! (আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল।)

রক্তাক্ত কলেবর বলবন্ত আসিল।

বলবন্ত। সাবাস, সাবাস রাজা' তোমার যুদ্ধ কৌশল দেখে শত্রুমিত্র দুই পক্ষের যোদ্ধারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছে। এই ভাবে আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালালে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমাদের জয় লাভ হবে!

দুর্য্যোধন ডাকিল। নেপথ্যে। মিনু—মিনু—মৃণালিণী!

বলবন্ত। একি! বহুদিনের পরিচিত নাম ধরে কে ডাকে?

দুর্য্যোধন। পুনঃ নেপথ্যে মিনু—মৃণাল! মৃণালিণী আমার ফিরে এস—এস

দূরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তিধর গাহিল।

কীর্ত্তিধব। গীত

ফিরে আয়— ফিরে আয—
ওমা ফিরে আয আঙ্গিনায।
তোরই অভাবে ছেলে মেয়ে সব—
অঘোরে কাঁদিছে হায়॥
কাঁদে পশুপাখী, কাঁদে তরুলতা—
কাঁদিছে মন্দিরে তোমার দেবতা।
নিদয বুঝি মা জগতের পিতা
তাই শোণিত আলপনা বিদেশী দেয়॥

এই গানের মধ্যে উন্মাদের ন্যায় দুর্য্যোধন মিনু মিনু বলিয়া ডাকিয়া আসিল। তাহার দুই চোখে অশ্রু কণ্ঠস্বরে কান্নার সুর।

বলবন্ত। মিনু—মিনু বলে ডাকছে কে—কে? রাজা দুর্য্যোধন চিনতে পেরেছ নিষ্ঠুর? দীর্ঘ সতের বছরের সর্ব্বসুখ হারা অভাগিনী পত্নীকে চিনতে পেরেছ?

দুর্য্যোধন। চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি বলবন্ত' কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারিনি। সে যে আমাব নাগালের বাইবে চলে গেছে!

কীর্ত্তিধর। কার কথা বলছেন আপনারা? আমার মায়ের কথা? মা যে আমার হারিয়ে গেছে!

[পুনরায় গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

পূর্ব্বগীতাংশ

ফিরে আয়—ফিরে আয়—
ওমা ফিরে আয় আঙ্গিনায়।
তোরই অভাবে ছেলে মেয়ে সব
আঝারে কাঁদিছে হায়।

[চলিয়া গেল

দুর্য্যোধন। আমার মিনুর জন্য বনের পশুপাখীরাও অঝোরে কাঁদছে, আর আমি এতখানি অমানুষ যে এই সতেরটা বছর তাকে দেখতেও আসিনি! (পুনরায় সচীৎকারে) মিনু মিনু আমার মৃণালিনী—ফিরে এস, ফিরে এস! ও কি! রণস্থলের মধ্যে ঐ উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কে শ্বেত পতাক, উড়াচ্ছে? ও যে আমার মিনু। (উন্মাদ চীৎকারে) মিনু—মিনু। মৃণালিণী, মৃণালিণী! দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি!

[ছুটিয়া চলিয়া গেল

বলবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরম্ভ হয়েছে, অনুতাপ আরম্ভ হয়েছে। এই অনুতাপের আগুনে তুমি জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে দুর্য্যোধন রায়, তোমার এ জ্বালার শান্তি হবে না, শান্তি হবে না!

সৌমিত্রি পুনরায় রক্তাক্ত কলেবরে আসিল

সৌমিত্রি। একি দেখছি, একি দেখছি আচার্য্য! ভৈরবী নিজে এসে রণস্থলে দাঁড়িয়ে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করবার ইঙ্গিত করছেন।

বলবন্ত। যুদ্ধ বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ কর রাজা! যার জন্যে দুর্য্যোধন

রায় এ যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, সেই নিজে এসে ধরা দিয়ে সব মীমাংসা করেছে।

সৌমিত্রি। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না আচার্য্য! ভৈরবী মা দুর্য্যোধন রায়েব ছেলেকে আমার মায়েব কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অথচ কেযে বাজা দুর্য্যোধন রায়কে উল্টো খবর দিয়ে এ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়েছে তাকেও ধবতে পারছিনা. আব কি জন্যে যে এই সর্ব্বনাশের সূচনা তারও সন্ধান করতে পারছি না।

বলবন্ত। ধীবে ধীরে সব বুঝতে পাববে বাজা! এখন সৈন্যাধ্যক্ষদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে ফিরে যেতে আদেশ দাও, আমি একবার দুর্য্যোধন রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। [চলিয়া গেল

সৌমিত্রি। সবটাই যেন ধাঁধাঁয় পরিণত হয়েছে। বুঝতে পারছি আমাদেব দু'পক্ষই শয়তানদের ছলনায় মজে ভুল পথে চলেছে। কিন্তু এই শয়তানদের সামনা সামনি ধরেও ধরতে পারছি না! কে? কে? এই শয়তানি চক্রের চালক?

মন্দার আসিল

মন্দার। আপনার বৈমাত্রেয় ভাই।

সৌমিত্রি। একি রাজকুমারী?

মন্দার। হ্যাঁ বন্ধু। আমাব মা আর ছোট ভাই বাবাকে যুদ্ধ বন্ধ করবার অনুরোধ করতে চলে এসেছিলেন, আমি একাই রাজপুরীতে ছিলাম। কিন্তু আপনার বৈমাত্রেয় ভাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে অসতর্কে আমাদের রাজধানী আক্রমণ করেছে দেখে আমি লুকিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে এসেছি।

সৌমিত্রি। পেয়েছি, এতদিনে মূল শয়তানকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। মায়ের কথাটা যদি সেদিন শুনতুম, তা হলে আর আজ আমার দাদা তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে পারত না।

মন্দার। প্রিয়তম।

সৌমিত্রি। এইখান থেকেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমি ভোলানগরের দিকে ছুটে চল্লাম সখী। তোমার পিতাকে এই সংবাদটা দিয়েই আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমাদের প্রাসাদে যেও।

মন্দার। আপনাদের প্রাসাদে আমার পরিচয় কেউ জানে না। কে আমাকে পরিচিত করে দেবে।

সৌমিত্রি। আমার এই হীরের আংটিই তোমাকে পরিচিত করিয়ে দেবে রাজকন্যা।

মন্দার। (সবিস্ময়ে) এই হীবের আংটি—

সৌমিত্রি। আমার পিতা তাঁর পুত্রবধুর জন্যে রেখে গেছেন। এই আংটি দেখালেই মা তোমাকে সযত্নে প্রাসাদে আহ্বান করে নেবেন। তার কাছে গিয়ে বলো আমি তাঁকে অবজ্ঞা দেখিয়ে বৈমাত্রেয় ভাইকে বিশ্বাস করে যে ভুল করেছি সেই ভুলের সংশোধনে প্রয়োজন হলে প্রাণ দোব।

মন্দার। (চমকিত হইয়া) প্রিয়তম!

সৌমিত্রি। আর বিলম্ব করো না! যাও সখী যাও! আমার ভুল সংশোধন করে যদি শয়তানগুলোকে বলি দিতে পারি, তা হলেই প্রাসাদে ফিরে এসে মহাসমারোহে তোমার বরমাল্য নোব। আর যদি না ফিরতে পারি, তাহলে তুমি আমাকে ভুলে যেও, ভুলে যেও।

[চলিয়া যাইতেছিল

মন্দার। ওগো না—না, আমি ইহ জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব না সখা। তুমি ফিরে এস, বিজয়ী হয়ে ফিরে এস!

সৌমিত্রি। বিদায় সখী,—বিদায়!

[চলিয়া গেল

মন্দার। একি! চোখে জল আসে কেন? ওরে, অশ্রু! তুই ঝরে পড়িস না। আমার প্রিয়তমার অকল্যাণ হবে, অকল্যাণ হবে।

[চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

আগে আগে মৃণালিণী ও পশ্চাতে উন্মাদ প্রায় দুর্য্যোধন আসিল

দুর্য্যোধন। ফিরে এস, ফিরে এস মৃণাল। আমি তোমাকে নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।

মৃণালিণী। ওগো, না—না, তা হয় না! আজ তুমি একটা দেশের ভাগ্যবিধাতা, শত শত মানুষ তোমার মুখ চেয়ে আছে। তার উপর স্ত্রী, পুত্র—কন্যা—

দুর্য্যোধন। কেউ নয়, তারা আজ আর আমার কেউ নয়! রাজ্য ঐশ্বর্য্য নিয়ে তারা সুখে থাক, আমি তোমার হাত ধরে বনবাসী হব!

মৃণালিণী। সে সুখের স্বর্গ রচনা করার দিন চলে গেছে স্বামী! আজ তুমি রাজা, আর আমি দেবদাসী। দু'জনের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

দুর্য্যোধন। এ ব্যবধান আমরা ঘুচিয়ে দোব মৃণাল! বিশ্বাস কর, বড় দায়ে পড়ে তোমাকে এই দীর্ঘ সতেরটা বছর দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে।

মৃণালিণী। সে জন্যে আমি তোমাকে বিন্দুমাত্র দোষ দিই না স্বামী! এ জন্মে স্বামী সেবার সৌভাগ্য আমার হল না। পর জন্মে আবার তোমার ধর্ম্মপত্নী হয়ে প্রাণভরে সেবা করব, তোমার মাঝে নিজেকে

বিলিয়ে দিয়ে জীবনটা সার্থক করে নোব, তোমাকে প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিয়ে ধন্য হব।

দুর্য্যোধন। মৃণাল—মৃণাল!

মৃণালিণী। আজ আমার কাজ ফুরিয়েছে স্বামী, আমাকে শাসন করতে যে রক্তক্ষয় যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলে, আমি তার অবসান ঘটিয়েছি এইবার আমাকে বিদায় দাও।

দুর্য্যোধন। বিদায়? না—না প্রিয়া, আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারব না! ঐশ্বর্য, সম্পদের লোভে রাজবংশের মেয়েকে বিয়ে করে তোমাকে দারুণ বিরহ অনলে পুড়িয়ে মেরেছি, আমাকে আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে দাও মৃণাল! আমি তোমাকে দাসী রূপে পেতে চাই না, চাই জীবন সঙ্গিনীরূপে পেতে.।

বলবন্ত আসিল

বলবন্ত। মৃণালকে তো তুমি জীবন সঙ্গিনী রূপে পেয়েছিলে রাজা! কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখ সাচ্ছন্দতায় বিভোর থেকে হেলায় ওকে হারিয়েছ।

দুর্য্যোধন। হারানো সম্পদ আমি আবার ফিরে পেতে চাই বলবন্ত! আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী,পুত্র ছেড়ে ওকে নিয়ে বনবাসী হব।

মৃণালিণী। সে উপায় আর নেই বলবন্তদা! আজ আমি ছোটবড় সকলের ভৈরবী মা! সকলে জানে আমি ব্রতচারিণী। আজ কেমন করে তার পরিবর্ত্তন ঘটাব?

বলবন্ত। অভিমানে আজ তোর স্বামীকে বর্জ্জন করবি বোন?

মৃণালিণী। স্বামীকে আমি বর্জ্জন করছি না দাদা! বাইরে আমাদের

ব্যবধান থাকলেও অন্তরের মিলন থাকবে অটুট। বাইরের চোখ দু'টো দিয়ে তোমাকে আমি দেখতে চাই না স্বামী! তোমাকে দেখব অন্তরদৃষ্টি দিয়ে। তোমাকে জন্মজন্মান্তর পাবার আশায় আমি মা মহামায়ার চরণে প্রার্থনা করব।

বলবন্ত। কাঁদিয়ে দিলে, এই অভাগা মেয়েটা আমাকেও কাঁদিয়ে দিলে। ওরে পোড়ার মুখী। স্বামীর সঙ্গে তোর মিলন ঘটিয়ে দেবার জন্যেই যে আমি অনেক কৌশল করে, রাজা দুর্য্যোধনের ছেলেটাকে ধরে এনে কাত্যায়নী মন্দিরে আটকে রেখেছিলুম। কিন্তু তার যে এমনি উল্টো ফল হবে তা আশাও করতে পারিনি।

দুর্য্যোধন। জলের মত সবই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বলবন্ত, শুধু মৃণালের সংকল্প অটুট আছে। আজ প্রবল প্রতাপশালী রাজা দুর্য্যোধন তার সকল দম্ভ-গর্ব্ব ঐ স্রোতস্বিনী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে দীন ভিখিরীর মত তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে মৃণাল! তাকে তুমি ভিক্ষা দাও, তোমার সঙ্গে থাকতে তাকে অনুমতী দাও, তাকে তুমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত পথের ধুলোয় ফেলে দিও না। [মৃণালের হাত ধরিল]

মৃণালিণী। সংসারের সহস্র প্রলোভন আমাকে হাত ধরে নরকের পথে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বলবন্তদা! আর আমি একমুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াব না। আমি যাই, আমি যাই!

বলবন্ত। মৃণাল—মৃণাল!

মৃণালিণী। অমন করুণস্বরে মৃণাল বলে আর ডেকনা দাদা! আমাকে এইবার বিদায় দাও! [বলবন্ত ও দুর্যোধনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল]

বলবন্ত। বিদেয় নিয়ে কোথায় যাবি পোড়ারমুখী?

মৃণালিণী। ওই ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে, ওতে চেপে আমি পবিত্র বারাণসীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে গিয়ে আশ্রয় নোব।

দুর্য্যোধন। না-না, আমি তোমাকে যেতে দোব না মিনু, আমি তোমাকে যেতে দোব না। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রেখে দোব। [কাঁদিতে লাগিল]

মৃণালিণী। অবুঝ হয়োনা স্বামী, আমাকে যেতে দাও, আমাকে ব্রতপালন করতে দাও। বিদায়—বিদায়—বিদায়— [মৃণালের বিদায় বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধনও মৃণাল—মৃণাল বলিয়া ডাকিতে লাগিল, মৃণালিণী মুহূর্ত ইতস্তত: করিয়া চলিয়া গেল]

দুর্য্যোধন। ফিরে এস মৃণাল, ফিরে এস! ফিরে এস! ওই মৃণাল নৌকায় উঠেছে। মৃণাল—মৃণাল! [ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল সম্মুখে বলবন্ত দাঁড়াইল]

বলবন্ত। ভাই দুর্য্যোধন, দুর্য্যোধন!

নেপথ্যে মৃণালিণী। বিদায় স্বামী, বিদায়!

দুর্য্যোধন। ওরে মাঝি নৌকো ছাড়িসনি! ওরে মাঝি নৌকা ছাড়িসনি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যা!

দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছিল। বলবন্ত সমভাবে
স্থির হও দুর্য্যোধন স্থির হও দুর্য্যোধন
বলিতেছিল, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে নবারুণ
ছুটিয়া আসিল

নবারুণ। বিশ্বাসঘাতক দাদা আমার ভোলানগর রাজধানীতে পৈশাচিক খেলা চালাচ্ছে মহারাজ।

দুর্য্যোধন। জাহান্নামে যাক্ ভোলানগর। আমার মৃণালিনী ওই নৌকায় চেপে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে। আমি ওকে যেতে দেব না।

নবারুণ। মহারাজ—মহারাজ!
বলবন্ত। দুর্য্যোধন—
[এক সঙ্গে বলিল]

উভয়কে ঠেলিয়া দিয়া দুর্য্যোধন ছুটিল, উঠিপড়ি করিয়া নদীর দিকে ছুটিল

দুর্য্যোধন। ওরে মাঝি নৌকা ঘাটে বাঁধ, নৌকা ঘাটে বাঁধ। মৃণাল—মৃণাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

[ছুটিয়া চলিয়া গেল

নবারুণ। সর্ব্বনাশ! মহারাজ যে পাগলের মত ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন।

বলবন্ত। বালির বাঁধ ভেঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছাস ছুটে চলেছে সেনাপতি, এখানে বাধা দেওয়া চলে না। বল, বল, তোমাদের রাজধানীকে বিশ্বাসঘাতকদের কবল থেকে মুক্ত করতে আমিও যাচ্ছি।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

ভোলানগরের রাজপথ

যুদ্ধরত সৌমিত্রী ও শিখিধ্বজ আসিল

সৌমিত্রী। এখনও বলছি যুদ্ধ বন্ধ করে ভোলানগরের রাজরাণীর কাছে ক্ষমা চাও দাদা! নইলে—

শিখিধ্বজ। তুই আমাকে পরাজিত করে এই বিদেশীদের হাতে তুলে দিবি?

সৌমিত্রী। নিশ্চয়। তুমি নিজের দেশে ও অশান্তির ঝড় তুলেছিলে, আজ আবার এদের রাজ্যেও একটা বিপ্লব সৃষ্টি করতে দেশদ্রোহী সেনাপতিকে মুক্তি দিয়েছ। তোমাকে যোগ্য শাস্তি দেবার জন্তেই তো আমি এদের অরক্ষিত রাজ্যেটাকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছি।

শিখিধ্বজ। পারিস তো রক্ষা কর এদের রাজ্য। আমি তোকেও এদের সঙ্গে বলি দেবো!

আক্রমণ, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল। অংবরের হাত ধরিয়া বিশাখা আসিল, নেপথ্যে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ ও যুদ্ধ কোলাহল শোনা যাইতেছিল

বিশাখা। ওই চারিদিকে হত্যালীলা চলেছে। রাজপথের উপরে অসংখ্য আহত বীরদের ছিন্নভিন্ন দেহের বীভৎসতায় রাজধানীটা শ্মশানে

পরিণত হয়েছে কি হবে রে অংকুর। তোর পিতার সঙ্গে নবারুণ ও অমরপুর থেকে এখনো ফিরে এল না। কে তোকে দেশদ্রোহীদের কবল থেকে উদ্ধার করবে ?

অংকুর। আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না মা! আমি এই ভোলা-নগরের ভাবী রাজা আমার দেশকে বিদ্রোহী মুক্ত করতে আমিও অস্ত্র ধরব।

বিশাখা। অংকুর!

অংকুর। আমি এখনি যুদ্ধে যাব মা, তুমি আমাকে অনুমতি দাও!

বিশাখা। ওরে, না—না, তোকে আমি এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অংশ নিতে দোব না বাবা! তুই চল চল, তোকে নিয়ে আমি এখনি পালিয়ে যাব।

অংকুর। ছি মা, ও কথা তোমার বলা চলে না। তুমি না প্রবল প্রতাপশালী রাজা দুর্যোধন রায়ের পত্নী! তোমাকে যে দেশের রক্ষায় নিজের ছেলেকে রণসাজ পরিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বিশাখা। অংকুর। [অংকুর গাহিল]

অংকুর। **গীত**

অনুমতি আমায় দাও গো জননী।
দেশের রক্ষা মাটির যুদ্ধে
বিদ্রোহী শিরে হানিব অশনি।
রক্তশিক্ত এ মাটির পরে—
সমরে মাতিব বীরপদ ভরে।
কাটা মাথা যত রাখি থরে থরে
জয় মা বলিয়া পূজিব ভবানী।

বিশাখা। তবে তাই যা অংকুর। জয় মা বলে তুই বিদ্রোহীদের উপর লাফিয়ে পড়, আমার আশীর্ব্বাদে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবি।

অংকুর। তোমার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় বর্ম্মের মত আমাকে রক্ষা করবে মা! আমি শত শত বিদ্রোহীর কাটা মাথা পথের উপর লুটিয়ে দিয়ে ফিরে আসব। [দৌড়াইয়া গেল]

বিশাখা। অংকুর! অংকুর—না, না, পিছু ডাকব না। ও যাক, ও যাক, দেশেব মান রক্ষায় ও যুদ্ধে যাক্!

চলিয়া যাইতেছিল সম্মুখে বাধা দিয়া অম্বর আসিল

অম্বর। কোথায় যাবে রাণী? আমাকে পশুর পিঁজরায় আটকে রেখে তোমরা নিশ্চিন্ত ছিলে, এই দেখ ভগবান তোমাদের নির্বংশ করাতে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

বিশাখা। দেশদ্রোহী! বিশ্বাসঘাতক! ভগবান তোর মাথায় বজ্রাঘাত করবেন।

অম্বর। ভগবান কখনো অবিচার করবেন না। তোমাদের দম্ভ গর্বের অবসান ঘটিয়ে দিতেই ভগবান আজ আমাকে সুবর্ণ সুযোগ। করে দিয়েছেন। সেই সুযোগের আমি অপব্যবহার করব না। আমাকে যে পশুর পিঁজরেয় তোমরা আটকে রেখেছিলে, সেই পিঁজরেয় তেমোকে রাখব। [ধরিতে গেল]

বিশাখা। (সরিয়া গিয়া চীৎকার) অম্বর! শয়তান অম্বরনাথ!

অম্বর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! শয়তানির এখন আর কি দেখেছ নারী? তোমার সাহায্যে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের সবগুলোকে চির দিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে তোমার ছেলেটাকে তোমারই

সামনে বলি দোব! তারপর তোমার দাম্ভিক স্বামীকে বন্দী ক'রে এনে ঐ পশুর পিঁজরায় আটকে রেখে তারই সামনে রক্ষিদের দিয়ে তোমাকে উলঙ্গ করিয়ে—

নবারুণ ছুটিয়া আসিল

নবারুণ। ও কথাটা অর্দ্ধ পথেই শেষ কর দেশদ্রোহী।

অম্বর। আমার প্রতিহিংসা গ্রহণে বাধা দিতে এসেছি, কে রে? [অস্ত্র তুলিয়া ফিরিল]

নবারুণ। তোমার শাসক!

অম্বর। সরে যা, সরে যা নবারুণ! আমার প্রতিহিংসা গ্রহণের পথে আজ যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই—

নবারুণ। মরতে হবে। তুমি তো জান দাদা, মরতে আমি ভয় পাই না! তবে মরতেই যদি হয় তাহলে দেশকে বিদ্রোহীমুক্ত করেই মরা অনেক ভাল!

[আক্রমণ করিল, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল

বিশাখা। ঐ ভায়ে ভায়ে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। এক ভাই অন্নদাতা প্রভুকে নির্ব্বংশ ক'রে রাজা হতে চায়, আর এক ভাই অন্নদাতা প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা করতে চায়। ভগবান! এদের যার যা ন্যায্য প্রাপ্য তুমিই দিও! নেপথ্যে শিখিধ্বজ বলিল মার, মার, সাপের বাচ্চাটাকে একসঙ্গে মার।

বিশাখা। ও কি! আমার অংকুশকে যে অনেকগুলো বিদ্রোহী একসঙ্গে আক্রমণ করেছে। [সচীৎকারে অংকুর—অংকুর!

সেপথ্যে অংকুর। মা মা! আমাকে একসঙ্গে অনেকগুলো বিশ্বাসঘাতক ঘিরেছে।

বিশাখা। ওরে শয়তানের দল! তোরা আমার দুধের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দে। দুধের বাচ্চাকে ছেড়ে দে! অংকুর—অংকুর [অংকুরও নেপথ্যে মা মা বলিয়া ডাকিতেছিল বিশাখা অংকুর বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল অস্ত্রচ্যুত নবারুণকে অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে অম্বরনাথ পুনরায় আসিল]

নবারুণ। আমি অস্ত্রহীন দাদা, আমাকে নিরস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ক'রো না। অসাবধানতায় একবার অস্ত্র হাত থেকে পড়ে গেছে, আমাকে আর একবরে অস্ত্র ধরবার সুযোগ দাও।

অম্বর। না, না, হবে না। অস্ত্র ধরবার সুযোগ তোকে দোব না! তুই ভাই হয়েও পদে পদে আমার শত্রুতাচারণ করছিস, তোকে এইখানেই পশুর মত মরতে হবে। [পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত]

ঠিক সেইমুহূর্ত্তে বলবন্ত অম্বরের পশ্চাতে আসিয়া
স্বীয় অস্ত্র স্পর্শ করিল

বলবন্ত। ভগবানের ইচ্ছা কিন্তু অন্যরূপ। তোমার প্রভুভক্ত ভাই দশজনের সামনে যশের মালা নিয়ে দাঁড়াবে, আর তুমি কুকুরের মত মরবে।

অম্বর। [তড়িৎগতিতে ঘুরিয়া] আমাকে কুকুরের মত মারবার শক্তি—

বলবন্ত। আর কারো না থাক্, আমার আছে।

অম্বর। চোরের মত পিছন থেকে আক্রমণ—

বলবন্ত। বীরের নীতি নয়। কিন্তু যে তুচ্ছ রাজসিংহাসনের লোভে নিজের ভাইকে হত্যা করতে যান, তার সঙ্গে আবার নীতির যুদ্ধ কি করব ? এখনো যে ঐ কাঁধের ওপরে কুকুরের মাথাটা বর্ত্তমান আছে সেটাও তোমার সৌভাগ্য।

নবারুণ। এই পাপের যুগে শয়তানরাই ভাগ্যবান হয় আচার্য্য। তার প্রমাণ আমার দাদা বার বার অপরাধ করেও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।

বলবন্ত। বার বার রেহাই পেলেও এবারে আর পাবে না। আমার দেশের একটা শয়তান এসে ওকে সাহায্য করেছে বলেই আজ তোমার জন্মভূমি নররক্তে ভেসে যাচ্ছে বীর। এই রক্তের নদীতে ওই শয়তানরাই আগে ডুবে মরুক।

[অম্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল

নবারুণ। ভগবান, ভগবান! আমার দেশকে, আমার দেশের রাজভক্ত ছেলেদের তুমি রক্ষা করো! [অগ্রসর হইতে গিয়া পড়িয়া গেল] শোণিতপাতে দেহ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, পা দুটো অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু শয়তানরা যে এখনো দেশভক্ত ছেলেদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করছে। ওদের চালনা করতে আমাকে যেতেই হবে ওরে, দেশের রাজভক্ত ছেলেরা। আমি এখনো মরিনি! তোরা পূর্ণ উত্তমে যুদ্ধ কর। দেশকে বিদ্রোহীমুক্ত কর। তোদের মরা দেহের পাঁচীল নিয়ে দেশের ভাবী রাজাকে রক্ষা কর রক্ষা কর।

[উঠিপড়ি করিয়া শ্লথ পথে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

দুর্য্যোধনের প্রাসাদ সম্মুখে

মন্দারের হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে
তারাদেবী আসিল

তারাদেবী। চারিদিকে যুদ্ধ চলেছে! মৃত্যুপথযাত্রি আহতদের আর্ত্তচীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত। তার মধ্যে আমার সৌমিত্রি কোথায় যে শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে তার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। চল চল মা, প্রাসাদ মধ্যে তোমার মায়ের কাছে তোমাকে রেখে আসব!

আহত শিখিধ্বজকে যুদ্ধোন্মত্ত সৌমিত্রি ঠেলিয়া
লইয়া আসিল

সৌমিত্রি। তুমি আহত, শোণিত মোক্ষণে তোমার দেহ দুর্ব্বল। এখনো বলছি দাদা, যুদ্ধ রেখে বন্দী হও।

শিখিধ্বজ। না—না, বন্দী হব না। আমার দেহ অবসন্ন, অস্ত্র ধরবার শক্তিও চলে যাচ্ছে, তবুও আছে মনের বল। যতক্ষণ বেঁচে থাকবো—

তারাদেবী। ততক্ষণ ও কালসাপ তোকে ছোবল মারবার চেষ্টা করবে।

সৌমিত্রি। মা! তু—তু—মি—

তারাদেবী। আসতে বাধ্য হয়েছি ঐ শয়তানকে চরম শাস্তি দিতে। ও আহত বলে বিন্দুমাত্র দয়া করিস না সৌমিত্রি! ওকে বধ কর।

শিখিধ্বজ। [অস্ত্র হস্তচ্যুত হইলে] আমাকে বধ কর সৌমিত্রি। আমাকে বধ করে এই মুণ্ডটা কেটে ঐ রাক্ষসির পায়ে উপহার দে।

মৃত অংকুরকে লইয়া বিশাখা আসিল

বিশাখা। না, না, ছিন্নমুণ্ড নয়, ছিন্নমুণ্ড নয়। তোমার চোখদুট আগে উপড়ে নিতে হবে, তারপর গায়েব মাংস তপ্ত শাড়াসি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে স্থানে স্থানে ছিঁড়ে নিয়ে সেই ক্ষতস্থান গুলোতে নুনের ছিটে দিতে হবে।

মন্দাব। মা—মা, তোমার বুকে ও কে ?

বিশাখা। আমার অংকুব! বুকের মাণিক অংকুর চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। [অংকুরকে মাটিতে শয়ন করাইল]

মন্দার। এ্যাঁ—অংকুর, অংকুর আমাদের ফেলে রেখে চিরদিনের মত চলে গেলি ভাই!

বিশাখা। না—না, চোখের জলে ওর আত্মা তৃপ্ত হবে না। ওকে একসঙ্গে দশজন যোদ্ধা ঘিরে অসহায় অবস্থায় বধ করেছে এই শয়তানের ইঙ্গিতে। আগে ওকেই আদর্শ শাস্তি দিতে হবে।

তারাদেবী। শাস্তি দাও রাণী, শয়তানটাকে আমাদেরই সামনে চরম শাস্তি দাও।

অম্বরনাথের ছিন্নমুণ্ড হাতে রক্তাক্তদেহে
বলবন্ত আসিল

বলবন্ত। শাস্তি দিন মহারাণী! আপনাদের দেশকে যে শয়তান শ্মশান করে দিয়েছে তাকে আপনি নিজহাতে চরম শাস্তি দিন। আর আমি আপনার দেশের সেরা শয়তানটাকে বধ করে এই ছিন্নমুণ্ড এনেছি দেখুন!

বিশাখা। দাও—দাও। আমার সোনার দেশকে মরুভূমি করেছে ওই দেশদ্রোহী! ওর ছিন্নমুণ্ডটা আমার পায়ের নীচে ফেলে দাও, আমি ওর মাথাটা মাড়িয়ে একটু তৃপ্ত হব।

মন্দার। মা—মা, অংকুরের শোকে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

বিশাখা। পাগল কেন আমি এখনো হইনি বলতে পারিস মন্দার? আমার অংকুরকে একসঙ্গে দশটা শয়তানে ঘিরে মেরে ফেলেছে—

ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্য্যোধন আসিয়া পড়িল

দুর্য্যোধন। দশটা শয়তানে একসঙ্গে ঘিরে কাকে মেরে ফেলেছে, কাকে—এঁ্যা? কে? কে ঐ রক্তচন্দন মেখে ঘুমোচ্ছে?

মন্দার। আমাদের অংকুর বাবা!

দুর্য্যোধন। অংকুর? (বক্ষে পড়িয়া) অংকুর অংকুর। আমারই ঔদাসিন্যে আজ তোকে শয়তানদের হাতে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে।

দ্রুতপদে মৃণালিনী আসিল

মৃণালিনী। কাকে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে? ও কে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে?

দুর্যোধন। আমাব অংকুর চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে।

মৃণালিনী। অংকুর? অংকুর, অংকুর। শেষে অসহায় অবস্থায় তোকে মৃত্যু বরণ করতে হল বাপ?

তারাদেবী। সব অনর্থের মূল আমি মা! আমারই শয়তান ছেলেটা পালিয়ে এসে এদেব সেনাপতিকে লোহার পিঁজরে থেকে মুক্ত করে নিয়ে এই হত্যালীলা আরম্ভ করেছিল, তাই আজ দুধের ছেলেটা অসহায় অবস্থায় মৃত্যু নিয়েছে।

সৌমিত্রি। শাস্তি দিন মহারাজ। আপনার একমাত্র বংশধর আমার দাদারই কৌশলে আজ অকাল মৃত্যুরকোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি তার বিচার ক'রে শাস্তি দিন।

দুর্যোধন। (ক্ষিপ্ত হইয়া) শাস্তি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওকে চরম শাস্তি দোব! এমন শাস্তি দোব যা কোনদিনও কল্পনাও করতে পারে নি।

শিখিধ্বজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! মৃত্যু অপেক্ষা আর কি কঠোর শাস্তি দেবে রাজা? আমি তো মৃত্যুর তীরে এসেই দাঁড়িয়েছি। মৃত্যু আজ আমার পরম বান্ধব। তবে মরবার আগে এই শয়তানি মাকে যদি নিজহাতে বধ করতে পারতুম, তাহলে বড় শান্তির মৃত্যু হত।

বলবন্ত। নিজের মাকে যে পিশাচ হত্যা করতে চায়, তার হাত দুটো কেটে নিন রাজা!

শিখিধ্বজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! আমার হাত পা কেটে নিলেও আমার অঙ্গহীন দেহটা তোমাদের ধ্বংস করবে!

(সহসা কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষে বসাইয়া দিল)

দুর্য্যোধন। ওঃ— (বলবন্ত ধরিয়া ফেলিল)

বলবন্ত।
ও
তারাদেবী। } রাজা—রাজা!

মন্দার। বাবা—বাবা।

মৃণালিনী।
ও
বিশাখা। } স্বামী—স্বামী।

সৌমিত্রি। তবে রে পিশাচ! মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়েও খল স্বভাব তোর গেল না?

তারাদেবী। কালসাপের মাথাটা কেটে মাটিতে লুটিয়ে দে সৌমিত্রি।

শিখিধ্বজ। সৌমিত্রির কাজটা আমি নিজেই সেরে নিচ্ছি দেখ রাক্ষসী! (নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত) তৃপ্ত হ', তৃপ্ত হ', পুত্রের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রে তুই তৃপ্ত হ'!

সৌমিত্রি। মা—মা!

তারাদেবী। আমি পাগল হব না সৌমিত্রি, ওই শয়তান পুত্রের শোকে আমি পাগল হব না। রাজা দুর্য্যোধন! আমাকে আপনি ক্ষমা করুণ!

দুর্য্যোধন। দয়া ক্ষমার বালাই যে দেশে নেই, যে রাজ্যে শুধু

আলোর ঝর্ণা বয়ে যায়, আমি সেই দেশেই চলে যাচ্ছি রাজমাতা তবে যাবার আগে আমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করুন !

তারাদেবী। অনুরোধ নয়, অনুরোধ নয় রাজা ! আমরা আপনার আদেশ পালন করব ! বলুন কি করতে হবে ?

তুর্য্যোধন। আমার এই মেয়েটাকে আপনি পুত্রবধূরূপে নিয়ে আপনার ছেলেকে ভিক্ষা দিন।

তারাদেবী। এ আমার পরম সৌভাগ্য রাজা ! নিন, আমার সৌমিত্রিকে আপনার হাতে তু:ল দিচ্ছি। (তুর্য্যোধনের হাতে সৌমিত্রিকে দিল

তুর্য্যোধন। এস বৎস। তোমার হাতে আমার একমাত্র আনন্দ-তুলালীকে তুলে দিয়ে আমার অন্তিম কর্ত্তব্য শেষ করি।

মন্দার। বাবা—বাবা !

তুর্য্যোধন। আয় মা, আয় ! যাবার আগে তোর নির্ভয় আশ্রয়ে তোকে রেখে যাই। [সে'মিত্রিব হাতে মন্দারকে তুলিয়া দিয়া] তোমার কাছে আমার শ্রেষ্ঠরত্নকে গচ্ছিত বেখে যাচ্ছি সৌমিত্রি। আর তার সঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি আমার দেশরক্ষার গুরুভার। (সৌমিত্রি ও মন্দার প্রণাম করিল]

বলবন্ত। মেয়ের নির্ভয় আশ্রয় গড়ে দিয়ে যাচ্ছেন রাজা। আর আমার এই অভাগিনী বোনটার আশ্রয়—

তুর্য্যোধন। আমার ঘরে, আমার রাজ্যে। তীর্থযাত্রার পথ থেকে ওকে আমি ফিরিয়ে এনেছি শুধু আমার স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করব বলে—

তারাদেবী। স্বামী ! আপনি ওঁব স্বামী ?

দুর্য্যোধন। স্বামী। সতের বছর আগে যখন আমি পথের ভিখারী ছিলুম তখনই বিবাহ করেছিলুম এই ভৈরবীকে। আমি চলে যাওয়ার পর আমার প্রাসাদে ওকে তুমি বড় বোনের মর্য্যাদা দিয়ে রেখে দিও বিশাখা!

মৃণালিনী। ওগো, না—না! রাজপ্রাসাদে রাণীর মর্য্যাদায় বাস করতে আমি চাই না। তীর্থযাত্রি আমি, আজ তোমার সঙ্গে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই চলে যাব!

(সহসা বক্ষদেশ হইতে বিষের মোড়ক বাহির করিয়া মুখে ঢালিয়া দিল)

সকলে। ও কি গলায় ঢেলে দিলে?

বলবন্ত। কি খেলি পোড়ারমুখী? কি খেলি।

মৃণালিনী। উগ্র বিষ। নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ওবিষ বুকে নিয়ে এতদিন পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ স্বামীর সঙ্গে তীর্থে যাবার পথ পরিস্কার করতে তার সদ্ব্যবহার করলুম।

দুর্য্যোধন। মৃণাল—মৃণাল—(দুইবাহু প্রসারণ)

মৃণালিনী। স্বামী—স্বামী! (বাহুবন্ধনে ধরা দিল এবং উভয়ে পাশাপাশি পড়িয়া গেল)

বিশাখা। স্বামী—স্বামী!

মন্দার। বাবা—বাবা!

বলবন্ত। চুপ কর—চুপ কর! ওদের ডেকনা! তীর্থযাত্রি। মিন্থুর তীর্থযাত্রায় রাজা দুর্য্যোধনই হল একমাত্র **পথের সাথী**।

যবনিকা

যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

সেদিনের কথা নন্দগোপাল রায় চৌধুরী। সেদিনের কথা হলেও মর্মান্তিক। দেশের রাজশক্তিই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করল, আর জনগন বুকের শোণিত ঢেলে যুদ্ধ করল দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ, তার পরিনতিতে জনশক্তিরই জয় হল, কিন্তু কত মা পুত্রহারা হয়ে শোকাশ্রুর প্লাবন সৃষ্টি করল, কত স্ত্রী স্বামীহারা হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। মূল্য ৩.০০

নিশাচর (রোমাঞ্চকর নাটক) নন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। বাংলার সকলেরই মুখে নিশাচর। এই নিশাচর প্রতিদিনই একটি করে রাজকর্মচারী খুন করে পালাচ্ছে, অথচ কে নিশাচর কোথায় নিশাচর তার সন্ধান করতে কেউ পারছে না। আপনি যদি তার দেখা চান তা হলে অভিনয়ের মাধ্যমে, অথবা নাটক পাঠে পরিচীত হন। মূল্য—৩.০০

মগের দেশ। "রঘুডাকাত"-খ্যাত সুতীক্ষ্ণ সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় রচিত এই ঐতিহাসিক নাটক প্রখ্যাত যাত্রা-পার্টি নাট্যভারতীতে বিজয় বৈজয়ন্তীরূপে অভিনীত হচ্ছে! ঔরঙ্গজীবের রোষবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে সুজা আশ্রয় পেল আরাকানরাজ সুধর্মের কাছে। পিছু পিছু উপস্থিত হোল ঔরঙ্গজীবের ঘাতক সেনাপতি মীরজুমলা সুধর্মের বিশ্বাসঘাতকতা, সুজা-পত্নী পরীবানুর লোভে মীরজুমলার শয়তানি, মন্তর্ণ ভুজঙ্গের মহানু-ভবতা, মগবিদ্রোহ, মগসর্দার সংবার প্রতিশোধ স্পৃহা, মগকন্যা আপিন্-এর প্রেম ও স্বার্থত্যাগ, প্রভুর জীবনরক্ষায় সুজার হিন্দু মেহরকীর মহত্ব ও আত্মত্যাগ, সুজাপুত্রী জোলেখার ভালবাসা, রূপসী রাণী চন্দ্রপ্রভার বিচিত্র ঈর্ষা; সংঘাতের সংঘাতে, নুতনম্বে এসেছে এই নাটক। মূল্য তিন টাকা।